# অ্যানিমেল ফার্ম

## জর্জ অরওয়েল

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া অনূদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# জর্জ অরওয়েল

# অ্যানিমেল ফার্ম

রূপান্তর
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অবসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১১

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
জাকির আহমেদ

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 149 - X

Animal Farm (A Novel) by George Orwell
Bengali Translation with Original English Text. Translated by Shariful Islam Bhuyan
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Reprint : July 2011. Price : Taka 80.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : pratikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যানিমেল ফার্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## এক

রাত নেমেছে ম্যানর ফার্মে। মি. জোন্‌স আটকে দিলেন মুরগির ঘরগুলো। কিন্তু মদের নেশায় তিনি এত বেশি চুর, বন্ধ করতে ভুলে গেলেন পপ-হোলগুলো। উঠোন ধরে হাঁটার সময় তাঁর লণ্ঠন থেকে আলোর বৃত্ত এসে নেচে বেড়াতে লাগল আঙিনার এপাশ-ওপাশ জুড়ে। খিড়কি খুলে রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি। একপাশে রাখা পিপে থেকে শেষবারের মতো এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে রওনা হলেন বিছানার দিকে, সেখানে ইতোমধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করেছেন মিসেস জোন্‌স।

শোবার ঘরের আলোটা যেই নিভল, অমনি খামারের সব ঘরগুলোতে শুরু হয়ে গেল একটা আলোড়ন, শোনা যেতে লাগল পাখা ঝাপটানোর শব্দ। দিনের বেলা একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল মিড্‌ল হোয়াইট বুড়ো শূকর মেজর সম্পর্কে—আগের রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। এই স্বপ্নের কথা সবাইকে জানাতে চায় মেজর। ফার্মের সব জীবজন্তু মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মি. জোন্‌স ভালোয় ভালোয় চোখের আড়াল হলে বড় গোলাঘরটায় গিয়ে জড়ো হবে তারা। খামারের প্রতিটা প্রাণী খুব সম্মান করে বুড়ো মেজরকে (এ নামেই সব সময় ডাকা হয় তাকে, যদিও প্রদর্শনীতে তার নাম ছিল 'উইলিসডন বিউটি')। কাজেই তার কথা শুনতে সবাই সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তাতে এক ঘণ্টার ঘুম নষ্ট হলেও অসুবিধে নেই।

বড় গোলাঘরটার শেষপ্রান্তে, উঁচু করে মঞ্চের মতো সাজানো হয়েছে এক জায়গায়, সেখানে খড়ের বিছানায় ইতোমধ্যে উঠে গেছে মেজর। মঞ্চের ঠিক ওপরে, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা লণ্ঠন। মেজরের বয়স বারো। তার শরীরটা যত না বলিষ্ঠ, সে তুলনায় মুটিয়ে গেছে ইদানীং। তবু মার্জিত ভাবটা রয়ে গেছে এখনো, সদাশয় চেহারায় ফুটে আছে জ্ঞানগম্যির ছাপ। শিগগিরই অন্যান্য পশু এসে জড়ো হতে লাগল গোলাঘরে। একেকজন একেক ভঙ্গিতে বসে গেল আরাম করে। প্রথমে এল তিন কুকুর—ব্লুবেল, জেসী এবং পিন্‌শার। তারপর শূকরের দল এসে বসে গেল মঞ্চের ঠিক সামনে খড় বিছানো জায়গায়। মুরগিরা বসল এসে জানালার গোবরাটের ওপর। কবুতরগুলো ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে বসল গিয়ে ছাদের ঢালু বর্গার ওপর। ভেড়া আর গরুর পাল এসে শূকরগুলোর ঠিক পেছনে গা এলিয়ে দিয়ে জাবর কাটতে

লাগল। গাড়িটানা দুই ঘোড়া বক্সার এবং ক্লোভার এল একসঙ্গে। খুব ধীরগতিতে এগোল তারা। রোমশ খুরগুলো ভাঁজ করে বসার সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকল, যাতে খড়ের নিচে লুকিয়ে থাকা ছোটখাটো কোনো প্রাণীর শান্তি বিঘ্ন না হয়। ক্লোভার মাঝবয়সী মাদী ঘোড়া, মাতৃসুলভ একটা ভাব রয়েছে তার নধর চেহারায়। গায়ে শক্তি থাকলেও চতুর্থবার মা হওয়ার পর আগের সেই পূর্ণতা ফিরে পায়নি ক্লোভার। বক্সার বিশালদেহী ঘোড়া, প্রায় আঠার হাত উঁচু, যে কোনো সাধারণ ঘোড়ার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি তার গায়ে। নাকের নিচে সাদা দাগটার জন্য বোকাটে দেখায় বক্সারকে। বাস্তবে তার বুদ্ধিসুদ্ধিও সেরকম নেই, তবে দৃঢ়চেতা এবং অসম্ভব পরিশ্রমী বলে সম্মান পায় সে। সাদা ছাগল মুরিয়েল এবং গাধা বেঞ্জামিন এল ঘোড়া দুটোর পর। খামারের সবচেয়ে বুড়ো পশু বেঞ্জামিন, তার মেজাজটাও বেজায় খিট্‌খিটে। খুব একটা কথা বলে না সে, আর বললেও ব্যঙ্গ থাকে কথায়। যেমন—বেঞ্জামিন বলে, ঈশ্বর তাকে একটা লেজ দিয়েছেন মাছি তাড়ানোর জন্য। কিন্তু তার এ বড়াই থাকবে না বেশিদিন। শিগগিরই লেজটা খসে যাবে এবং মাছিও আর তাড়াতে হবে না তখন। খামারের সমস্ত প্রাণীর ভেতর একমাত্র সে-ই কখনো হাসে নি। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, হাসার মতো কোনো কিছু দেখে না সে। বক্সারের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তার। স্বীকার না করলেও বোঝা যায় এটা। রোববারে তারা খামারের বেড়ার ওপাশে ছোট্ট চারণভূমিতে চরে বেড়ায় পাশাপাশি। অবিশ্যি কথা বলে না কেউ।

ঘোড়া দুটো সবেমাত্র বসেছে, এমন সময় দুর্বল কণ্ঠে পিঁক্ পিঁক্ করতে করতে গোলাঘরে ঢুকল একদঙ্গল হাঁসের ছানা। মাকে হারিয়ে ফেলেছে ওরা। দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল ছানাগুলো। একটা নিরাপদ জায়গা চাই ওদের, যেখানে আশ্রয় নিলে কারো পায়ের তলায় চাপা পড়তে হবে না। ক্লোভার তার সামনের বিশাল এক পা দিয়ে ছানাগুলোকে ঘিরে দেয়ালের মতো বানিয়ে দিল। হাঁসের ছানাগুলো এবার এই দেয়ালের ভেতর বসে গেল নিশ্চিন্তে এবং ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। শেষমেশ মলিও এসে হাজির। সুন্দরী সাদা ঘোড়াটা বোকার হদ্দ। মি. জোন্‌সের ফাঁদে ধরা পড়ে সে। কড়্‌মড়্ করে একতাল সুস্বাদু চিনি চিবোচ্ছে মলি। সামনের দিকে এক জায়গায় বসে ঘাড়ের কেশর নাড়তে লাগল সে। কিছু লাল ফিতে বাঁধা আছে তার ঘাড়ে, সবাইকে সেগুলো দেখাতে চায় কেশর নাড়িয়ে।

সবশেষে এল বেড়ালটা। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সবচেয়ে উষ্ণ জায়গাটার খোঁজে চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল সে। শেষে টুপ্ করে সেঁধিয়ে গেল বক্সার এবং ক্লোভারের মাঝখানে। তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তৃপ্তির আওয়াজ। মেজরের বক্তৃতায় কান না দিয়ে সারাক্ষণ একভাবে মৃদু গর্‌গর্ করেই চলল সে।

মোজেস ছাড়া সবাই এখন হাজির। পোষা দাঁড়কাক মোজেস ঘুমিয়ে আছে পেছনের দরজাটার ওপাশে একটা দাঁড়ের ওপর। মেজর তাকিয়ে দেখে, উপস্থিত সবাই যার যার সুবিধেমতো ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে, কাজেই গলাটা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার করে নিয়ে সরব হল সে, 'বন্ধুরা, তোমরা ইতোমধ্যে আমার গত রাতে দেখা অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা শুনেছ। স্বপ্নটার কথায় আমি পরে আসব, তার আগে আরো কিছু কথা বলার আছে আমার। বন্ধুরা, মনে হয় না আর বেশি দিন আমি থাকতে পারব তোমাদের সাথে। মৃত্যুর আগে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করছি। দীর্ঘ একটা জীবন কাটিয়ে এসেছি আমি, একান্ত অবসরে চিন্তাভাবনার সুযোগ পেয়েছি প্রচুর, এবং আমি মনে করি, এ পর্যায়ে এসে এই পৃথিবীর যে কোনো জন্তুর জীবনের ধরনধারণ বুঝতে পারি হয়তোবা। এ প্রসঙ্গে আজ কিছু বলতে চাই তোমাদের।

'এখন, বন্ধুরা, একবার ভেবে দেখো তো আমাদের জীবনটা কেমন? জীবনের মুখোমুখি হলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের জীবনে দুঃখদুর্দশা, পরিশ্রম এবং স্বল্পায়ু ছাড়া আর কিছু নেই। জন্মের পর থেকে শুধু বেঁচে থাকার মতো খাবার পাই আমরা, এবং এই সামান্য খাবারের বিনিময়ে সাধ্যের শেষবিন্দু পর্যন্ত কাজ আদায় করে নেওয়া হয় আমাদের কাছ থেকে। তারপর একসময় যখন আমাদের প্রয়োজন ফুরোয়, নির্মমভাবে জবাই করা হয় কসাইখানায়। ইংল্যান্ডের কোনো পশুই জন্মের এক বছর পর থেকে সুখ বা অবসর কাকে বলে জানে না। ইংল্যান্ডের কোনো পশুই স্বাধীন নয়। এখানে একটি পশুর জীবন মানে দুঃখদুর্দশা এবং দাসত্ব—এটাই হচ্ছে সরল সত্য।

'কিন্তু এটাই কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম? ইংল্যান্ডের মাটি কি এতই নিষ্ফলা যে, এখানকার বসবাসকারীদের সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার। না, বন্ধুরা, কক্ষনো তা নয়! ইংল্যান্ডের মাটি উর্বর, আবহাওয়া চমৎকার। বর্তমানে যত জীবজন্তু এখানে বসবাস করছে, তারচেয়ে বিপুলসংখ্যক প্রাণীর খাবার যোগানোর ক্ষমতা রয়েছে এ মাটির। আমাদের এই একটি খামারেই এক ডজন ঘোড়া, বিশটা গরু, কয়েক শ ভেড়া স্বচ্ছন্দে আরাম আয়েশে দিন কাটাতে পারে—যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। তাহলে অযথা আমাদের অবিরাম এই কষ্ট পোহানো কেন? কারণ আমাদের প্রায় সবটুকু কষ্টের ফল চুরি করে নিয়ে যায় মানুষেরা। এখানেই আমাদের সব সমস্যার উত্তর। এককথায় বলতে গেলে—মানুষ, মানুষই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শত্রু। দৃশ্যপট থেকে মানুষকে সরিয়ে দাও, ক্ষুধা আর কষ্টের জ্বালা দূর হয়ে যাবে চিরতরে।

'মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা কোনো কষ্ট না পোহিয়ে ফল ভোগ করে থাকে। সে দুধ দেয় না, ডিম পাড়ে না, লাঙ্গল টানার শক্তি নেই, দ্রুত দৌড়িয়ে খরগোশ পর্যন্ত ধরতে পারে না। এর পরেও তাবৎ প্রাণিকুলের প্রভু সেজে বসে আছে সে। সবাইকে ইচ্ছেমতো খাটিয়ে মানুষ বিনিময়ে দেয় শুধু অনাহার থেকে কোনোরকমে বাঁচার মতো খাবার। বাকিটুকু গ্রাস করে নিজেরা। আমাদের শ্রমে চাষ হয় জমি, আমাদের বিষ্ঠা উর্বর করে মাটি, এর পরেও মানুষের নির্লজ্জ করুণা ছাড়া অন্য কিছু


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোটে না আমাদের কপালে। এই যে আমার সামনে বসে আছ গরুরা, গেল বছর তোমরা ওদের ক'হাজার গ্যালন দুধ দিয়েছ বলো তো? তোমাদের বাছুরগুলোকে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলতে পারত যে দুধ, কী হল সেই দুধের? এই দুধের প্রতিটা ফোঁটা নেমে গেছে আমাদের শত্রুদের গলা দিয়ে। আর মুরগিরা, তোমরাই বলো—গেল বছর কী পরিমাণ ডিম পেড়েছ, এবং ডিমগুলো থেকে ছানা ফোটাতে পেরেছ কত? অল্প কিছু ছানা যাওবা ফুটেছে, বাকি সব ডিম বাজারে চলে গেছে মি. জোন্‌স এবং তার লোকজনের জন্য টাকা নিয়ে আসতে। এবং ক্লোভার, বলো তোমার সেই চার-চারটে বাচ্চার কী হল, যারা এই বুড়ো বয়সে তোমাকে সহযোগিতা করতে পারত এবং আনন্দ দিতে পারত? প্রতিটা বাচ্চাই বিক্রি হয়ে গেছে এক বছর বয়সে—যাদেরকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না তুমি। সন্তান প্রসবের জন্য এই যে চার-চারবার অবর্ণনীয় কষ্ট করলে, মাঠে মাঠে এত শ্রম দিলে, কী লাভটা হল তাতে? এক মুঠি খাবার এবং একটা আস্তাবল ছাড়া অন্য কিছু আশা করতে পেরেছ কখনো?

'এত দুঃখকষ্টের পরেও কখনো স্বাভাবিক পরিণতি আসে না আমাদের জীবনে। আমি কিন্তু আমার নিজের কথা বলছি না, কারণ স্বাভাবিক জীবন কাটানো হাতে-গোনা সেই সৌভাগ্যবানদের একজন আমি। আমার বয়স এখন বারো এবং বাচ্চাকাচ্চা চার শর ওপরে। এটাই একটা শূকরের স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু কোনো জন্তুই শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর ছুরি থেকে রেহাই পায় না। এই যে যুবক শূকরেরা, যারা বসে আছো আমার সামনে, আগামী এক বছরের মধ্যে মরণ আর্তনাদ শোনা যাবে তোমাদের। একই ভয়ঙ্কর পরিণতি নেমে আসবে সবার ওপর—গরু, শূকর, মুরগি, ভেড়া কেউ রেহাই পাবে না। এমনকি ঘোড়া এবং কুকুরদের কপালেও এরচে ভালো কিছু নেই। এই যে, বক্সার, যেদিন তোমার পেশির তাকত ফুরিয়ে যাবে, তোমাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেবে জোন্‌স। কসাই তখন গলা কাটবে তোমার। তারপর মাংসগুলোকে সেদ্ধ করে খাওয়াবে শেয়াল-তাড়ানো কুকুরদের। আর কুকুরদের কী হবে, তারা যখন বুড়ো হয়ে দাঁত খোয়াবে, জোন্‌স তখন তাদের গলায় একটা করে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দেবে সবচেয়ে কাছের পুকুরটায়।

'তাহলে কি এটা পরিষ্কার নয়, বন্ধুরা, আমাদের এই দুর্বিষহ জীবনের মূলে রয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা? শুধুমাত্র মানুষের কবল থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের শ্রমের ফসল নিজেদের হবে। বলতে গেলে, রাতারাতি ধনী এবং স্বাধীন হতে পারব। তাহলে কী করতে হবে আমাদের? মানবকুলের ধ্বংস সাধনের জন্য শরীর-মন লাগিয়ে খেটে যেতে হবে দিনরাত। আমি যে কথাটা তোমাদের বলতে চাই, বন্ধুরা, তা হচ্ছে : বিদ্রোহ! আমি জানি না—কখন আমাদের এই বিদ্রোহ সফল হবে, এক সপ্তাহ হতে পারে, কিংবা লেগে যেতে পারে এক শ বছর। তবে জানি, আমার পায়ের নিচে এই খড় যেমন সত্য, তেমনি আজ হোক বা কাল হোক, ন্যায়বিচার একদিন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠা পাবেই। তোমাদের সংক্ষিপ্ত বাকি জীবনের দিকে তাকিয়ে সজাগ হও, বন্ধুরা! এবং সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেবে যে জিনিসটাকে, তা হচ্ছে—তোমাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দেওয়া। তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে।

'এবং মনে রেখো, বন্ধুরা, এই সঙ্কল্প থেকে কখনো পিছপা হবে না তোমরা। কোনো দ্বিমত যেন বিপথগামী করে না তোমাদের। ওরা এখন মানুষ এবং জীবজন্তুর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা বলবে—কখনো কান দেবে না সে কথায়। এসব মিথ্যে। মানুষ নিজের লাভ ছাড়া কখনো অন্যের কাজ করে না। যে করেই হোক, জীবজন্তুর মধ্যে একতা এবং বন্ধুত্ব নিখাদ রাখতে হবে। সব মানুষ আমাদের শত্রু। জন্তুরা পরস্পর বন্ধু।'

এমন সময় ভয়ানক শোরগোল শোনা গেল। চারটে ধাড়ি ইঁদুর তাদের গর্তের মাথায় বসে মন দিয়ে শুনছিল মেজরের কথা, সহসা কুকুরগুলো দেখে ফেলে ওদের। অমনি ইঁদুরগুলো এক দৌড়ে সেঁধিয়ে গেল গর্তে। এই নিয়ে প্রচণ্ড হইচই। মেজর ছুটোছুটি করে শান্ত করল সবাইকে।

'বন্ধুরা', বলল মেজর। 'একটা ব্যাপার এখনি আমাদের সমাধান করা দরকার। ইঁদুর এবং খরগোশের মতো বুনো স্বভাবের জন্তুরা আমাদের বন্ধু, না শত্রু এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ভোটাভুটি হয়ে যাক। এই সভায় প্রস্তাবটা পেশ করছি আমি—ইঁদুর কি আমাদের বন্ধু?

সঙ্গে সঙ্গে ভোটাভুটি হয়ে গেল। এবং বিপুল ভোটাধিক্যে বন্ধু বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেল ইঁদুরেরা। বিপক্ষে পড়ল মাত্র চার ভোট। এরা হচ্ছে তিন কুকুর এবং বেড়ালটা। অবিশ্যি পরে আবিষ্কৃত হল, দুপক্ষেই ভোট দিয়েছে তারা।

মেজর বলে চলল :

'আর সামান্যই বলার আছে আমার। আবারো তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সবসময় মানুষের সাথে সবদিক থেকে শত্রুতা বজায় রাখা হচ্ছে তোমাদের কর্তব্য। দু পায়ে চলা যে কোনো প্রাণীই আমাদের শত্রু। যারা চারপায়ে চলে, কিংবা পাখায় ভর দিয়ে ওড়ে, তারা আমাদের বন্ধু। এবং আরো মনে রাখতে হবে, মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের রূপ ধারণ করা চলবে না আমাদের। এমনকি মানুষকে পরাভূত করার পরেও যেন তাদের কোনো দোষত্রুটি আমাদের ভেতর না আসে। কোনো জন্তু কখনো কোনো বাড়িতে বাস করতে পারবে না, কিংবা ঘুমোতে পারবে না বিছানায়, কিংবা কাপড় পরা বা অ্যালকোহল পান চলবে না, ধূমপান অথবা টাকাপয়সা নাড়াচাড়া বা ব্যবসা-বাণিজ্যও তার জন্য নিষিদ্ধ। মানুষের স্বভাবে যা যা আছে—সবই খারাপ। সর্বোপরি, কোনো জন্তু স্বজাতির প্রতি অত্যাচারী হবে না। দুর্বল বা সবল, সরল বা চতুর—সবাই ভাই ভাই। কোনো জন্তু অবশ্যই অন্য কোনো জন্তুকে মেরে ফেলবে না। সব জন্তুই সমান।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন, বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাল রাতে দেখা আমার সেই অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা বলব। আসলে স্বপ্নটার সেরকম নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারব না তোমাদের। এটা এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখান থেকে মিলিয়ে গেছে সব মানুষ। স্বপ্নটা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ভুলে থাকা একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। অনেক বছর আগে, আমি যখন ছোট্ট শূকরছানা, তখন সুর করে একটা গান গাইতেন আমার মা। সেটা পুরোনো দিনের একটা গান। অন্যান্য শূকরীদেরও দেখেছি একই সুরে গাইতে। তবে তারা শুধু প্রথম তিনটি শব্দ জানত গানের। অনেক ছোট থাকতে গানটা শুনেছিলাম বলে বড় হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম পুরোপুরি। কাল রাতে স্বপ্নের মাধ্যমে গানটা আবার ফিরে এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা, গানের সব কথা এখন মনে পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত, অনেক আগে সব জীবজন্তু সুর করে গাইত এ গান, পরবর্তী প্রজন্ম কালক্রমে ভুলে গেছে যা। এখন সে গানটি তোমাদের আমি গেয়ে শোনাব, বন্ধুরা। আমি তো এখন বুড়ো এবং আমার কণ্ঠটাও ফ্যাঁসফেঁসে, কিন্তু যখন এই গানটা তোমাদের শিখিয়ে দেব, আমাদের চেয়ে ভালো করে গাইতে পারবে তোমরা। গানটার নাম 'ইংল্যান্ডের পশুরা'।

গলা পরিষ্কার করে গান ধরল মেজর। সে বলেছে তার গলাটা ভালো নয়, কিন্তু যখন গাইতে লাগল, অদ্ভুত এক সুর মূর্ছনা ফুটে উঠল সেই ভাঙা কণ্ঠে। গানের কথাগুলো হচ্ছে :

ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের
পশু ভাইবোন
একটা কথা বলি তোদের
মন দিয়ে শোন।

আরো যত দেশে দেশে
পশু ছড়িয়ে
এ খবরটা মনটা তোদের
দেবে ভরিয়ে।

থাকবে না আর দুঃখ কোনো
কারো চোখে পানি
সুখে ভরা সোনালি দিন
দিচ্ছে যে হাতছানি।

ঘনিয়ে আসছে সেই দিনটা
আগে কিবা পরে

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাচারী মানব শাসক
যাবেই ওরে সরে।
মাঠে মাঠে ইংল্যান্ডের
থাকবে না কেউ আর
মুখরিত করবে শুধু
পশুর পদভার।

নাকে মোদের রিঙগুলো সব
খসবে একে একে
মস্ত বোঝা পিঠে চেপে
ফেলবে না তো ঢেকে।

কড়িয়াল আর জুতোর নালে
পড়বে যে জং অতি
নিঠুর চাবুক সপাং সপাং
করবে না আর ক্ষতি।

মনে যত শস্যদানার
ছবি আছে আঁকা
তারচে' বেশি বার্লি আর গম
নামবে ঝাঁকা ঝাঁকা।

জই এবং খড় ছাড়াও আরো
খাবার অনেক পাব
সেদিন থেকে আমরাই তো
মালিক বনে যাব।

ঝিলিক দেবে মাঠে মাঠে
সোনার ফসলগুলো
দেখবে সেদিন নেই পানিতে
এক রত্তি ধুলো।

মিঠে হাওয়ার পরশ পেয়ে
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান পেতো ভাই—শুনতে পাবে
মুক্তির জয়গান।

সেই দিনটি আনার তরে
লাগবে অনেক শ্রম
মৃত্যু যদি আসে তবু
কেউ কোরো না ভ্রম।
গরু-ঘোড়া, হাঁস-মুরগিরা
একসারিতে এসে
স্বাধীন হওয়ার জন্য কষ্ট
করবে হেসে হেসে।

সুখবরটা নাও না শুনে
তাবৎ পশুর দল
সামনে আছে সোনালি দিন
খুশিতে উচ্ছল।

AMARBOI.COM

গানের সুর বুনো উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল পশুদের মাঝে। মেজর গানটা শেষ করার আগেই তার সাথে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল সবাই। এমনকি জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে ভোম্বল প্রাণীটাও আয়ত্ত করে ফেলল গানের কিছু কথা এবং সুর। কুকুর এবং শূকরের মতো চতুর জন্তুরা মাত্র কয়েক মিনিটে মুখস্থ করে ফেলল পুরোটা গান। তারপর অল্প একটু প্রাথমিক চেষ্টার পর পুরোটা খামার ফেটে পড়ার উপক্রম হল 'ইংল্যান্ডের পশুরা' গানটির সমবেত জোরালো সুরে। গরুরা গাইল হাম্বা হাম্বা রবে, কুকুরেরা গাইল ঘেউঘেউ করে, ভেড়া করল ভ্যাঁ-ভ্যাঁ, ঘোড়া করল হ্রেষাধ্বনি, হাঁসগুলো করল প্যাঁক-প্যাঁক। আনন্দে আটখানা হয়ে গানটা তারা পাঁচবার গাইল পরপর। মাঝখানে বাধা না পড়লে হয়তোবা আরো কয়েকবার গাওয়া হত গানটা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পশুদের কানফাটানো কোরাসগানে ঘুম ভেঙে গেল মি. জোন্‌সের। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লেন তিনি। ভাবলেন, নির্ঘাত শেয়াল ঢুকেছে উঠোনে। শোবার ঘরে এক কোণে সবসময় খাড়া থাকে এক বন্দুক। সেটা নিয়ে অন্ধকারে গুড়ুম গুড়ুম গুলি ছুড়লেন তিনি। কার্তুজগুলো গিয়ে ঢুকে পড়ল গোলাঘরের দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে সভা পণ্ড। পশুরা যে যেমন পারল ছুটে পালাল দ্রুত। সবাই গিয়ে গা ঢাকা দিল যার যার ঘুমোনোর জায়গায়। পাখিরা লাফিয়ে নামল দাঁড়গুলোতে, পশুরা স্থির হল খড়ের ওপর, এবং মুহূর্তেই পুরোটা খামারে নেমে এল ঘুম।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## দুই

তিন রাত পর ঘুমের ভেতর মারা গেল বুড়ো মেজর। মৃত্যুটা হল শান্তিপূর্ণ। তাকে কবর দেওয়া হল বাগানের ধারে।

তখন সবেমাত্র মার্চ মাসের শুরু। পরবর্তী তিনটে মাস ধরে ধুমসে চলল তাদের গোপন তৎপরতা। খামারের পশুদের ভেতর যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান, তাদের মাঝে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে মেজরের বক্তৃতা। তারা জানে না, মেজর যে বিদ্রোহের কথা বলে গেছে, কবে সফল হবে সেটা। এই বিদ্রোহ তাদের জীবদ্দশায় সফল হবে কি না—এ নিয়েও চিন্তাভাবনা করার কোনো প্রয়োজন নেই তাদের। কিন্তু তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করছে, এই বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়াটা বিরাট কর্তব্য। জন্তুদের ভেতর শূকরেরা সবচেয়ে চালাক বলে অন্যদের শেখানোর এবং সংগঠিত করার কাজটা সঙ্গত কারণে তাদের ওপর গিয়েই পড়ল। শূকরদের ভেতর সেরা দুই শূকর হচ্ছে নেপোলিয়ন এবং স্নোবল। অল্পবয়েসী এই তাগড়া দুই শূকরকে মি. জোন্‌স লালনপালন করছে বেচে দেওয়ার জন্য। নেপোলিয়ন আকারে বিশাল। এই বার্কশায়ার জাতের শূকরটাকে দেখলেই ভয় লাগে। সে হচ্ছে এ খামারের একমাত্র বার্কশায়ার। কথাবার্তা তেমন একটা বলে না নেপোলিয়ন, তবে কোনো কিছুতে গোঁ ধরলে পিছপা হয় না কখনো, তা আদায় করেই ছাড়ে। স্নোবল অনেক প্রাণবন্ত নেপোলিয়নের চেয়ে, কথাবার্তায় চটপটে এবং বুদ্ধিসুদ্ধিও ভালো, তবে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। খামারের অন্য সব শূকর পর্কার, অর্থাৎ মাংসের জন্য ওরা চলে যাবে কসাইয়ের কাছে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি রয়েছে স্কুইলারের। ছোটখাটো এই শূকরটা বেশ নাদুসনুদুস। তার চিবুকটা বেশ গোলগাল, পিটপিটে চোখ, চলাফেরায় চঞ্চল এবং কথা বলে খুব উঁচু গলায়। বাকপটু বলে সুনাম আছে তার। জটিল কোনো বিষয় নিয়ে যখন সে কথা বলে, লেজ নাড়তে নাড়তে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ লাফাতে থাকে। এভাবে সবাইকে পটাতে স্কুইলার ওস্তাদ। অন্যেরা বলাবলি করে, কালোকে সাদা করার অসাধারণ গুণ রয়েছে তার।

নেপোলিয়ন, স্নোবল এবং স্কুইলার মিলে বুড়ো মেজরের শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারায় রূপ দিল। এই মতবাদের নাম দিল তারা—'পশুত্ববাদ'। রাতে মি. জোন্‌স ঘুমিয়ে পড়লে গোলাঘরে গোপন সভা চলতে লাগল তাদের। এভাবে এক সপ্তায় বেশ ক'রাত সভা করল তারা। সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হলো পশুত্ববাদের নীতিমালা। শুরুতে ঔদাসীন্য এবং ব্যাপক বোধশক্তির অভাব দেখা গেল পশুদের মাঝে। কিছু পশু মি. জোন্‌সের প্রতি কর্তব্য এবং আনুগত্যের কথা বলল। মি. জোন্‌সকে 'মনিব' বলে সম্বোধন করল তারা, কিংবা বলল, 'মি. জোন্‌স আমাদের খাইয়েদাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি চলে গেলে না খেয়ে মরতে হবে আমাদের।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যেরা এ ধরনের প্রশ্ন করল, 'যে ঘটনা আমাদের মৃত্যুর পর ঘটবে, তা নিয়ে এত চিন্তা করে লাভ কী আমাদের? কিংবা, 'বিদ্রোহ যদি যে কোনোভাবে ঘটেই যায়, তা হলে সেখানে আমরা কাজ করলেই কি, আর না করলেই বা কি?'

তিন শূকর মিলে গলদঘর্ম হয়ে সবাইকে বোঝাতে লাগল, তারা যা বলছে—সেটা পশুত্ববাদবিরোধী। সবচেয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করে বসল মলি, সাদা ঘোটকীটি। স্নোবলের কাছে তার প্রথম প্রশ্ন ছিল : 'বিদ্রোহের পরেও নিয়মিত চিনি পাওয়া যাবে?'

'না', কড়াভাবে বলে দিল স্নোবল। 'এই খামারে চিনি তৈরির কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া চিনির কোনো দরকারও নেই তোমার। তোমার দরকার হচ্ছে জই এবং খড়। ওসব পাবে তোমার চাহিদামতো।'

'এবং আমি কি এখনকার মতো ফিতে পরতে পারব আমার কেশরে?' জানতে চাইল মলি।

'আরে বন্ধু', বলল স্নোবল। 'যে ফিতের জন্য তুমি এত পাগল, সেগুলো যে দাসত্বের পরিচায়ক—সেটা জানো? তুমি বুঝতে পারছ না, ওই ফিতেগুলোর চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য কত বেশি?'

মলি মেনে নিল স্নোবলের কথা, তবে মন থেকে সায় দিয়েছে বলে মনে হল না।

শূকরদের আরো ঝক্কি পোহাতে হল পোষা দাঁড়কাক মোজেসকে বোঝাতে গিয়ে। মি. জোন্‌স একটু বেশি আদর করে থাকেন এই কাকটিকে। মোজেস গুপ্তচরের কাজে যেমন পটু, তেমনি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলায়ও ওস্তাদ। বলেও বেশ চাতুর্যের সাথে। মোজেস ফস্ করে বলে বসল, 'মিছরির পাহাড়' নামে রহস্যময় এক দেশের খোঁজ জানে সে, যেখানে মৃত্যুর পর চলে যায় সব প্রাণী। আকাশের কোথাও মেঘের রাজ্য থেকে সামান্য দূরে এই মিছরির পাহাড়। সেখানে সপ্তাহে সাতদিনই রোববার, সারা বছর জুড়েই থাকে আনন্দফূর্তি। মিছরির পাহাড়ে ঝোপঝাড়ে জন্মে বড় বড় মিছরির তাল এবং সুস্বাদু পিঠা।

কাজকর্ম বাদ দিয়ে এভাবে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার জন্য কেউ পছন্দ করে না মোজেসকে। তবু জন্তুদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে ফেলল মোজেসের গল্প। মিছরির পাহাড়ের যে আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই—সবাইকে এটা বোঝাতে গিয়ে প্রচুর কথা খরচ করতে হল শূকরদের।

শূকরদের সবচেয়ে অনুগত শাগরেদ বনে গেল গাড়িটানা দুই ঘোড়া—বক্সার এবং ক্লোভার। কোনো কিছু নিয়ে নিজেদের মতো করে ভাবতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায় ওরা। এজন্য অন্যের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয় সহজেই। শূকরদের ওস্তাদ মেনে তাদের সব কথা গিলে ফেলল দুজন। এবং এই কথাগুলো অন্যান্য জন্তুর মাঝে প্রচার করতে লাগল সহজ যুক্তি দিয়ে। গোলাঘরের প্রতিটা গোপন সভায় নিয়মিত হাজির হতে লাগল ওরা, এবং সভাশেষে পশুদের সমবেত সঙ্গীতে ওরা নেতৃত্ব দিতে লাগল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্তুরা যা ভেবেছিল, তারচেয়ে অনেক আগে এবং খুব সহজেই বিদ্রোহ এসে গেল। মি. জোন্‌স মনিব হিসেবে রূঢ় প্রকৃতির হলেও আগের বছরগুলোতে অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল তার। কিন্তু ইদানীং সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। তিনি আরো বেশি ভেঙে পড়েন একটি মামলায় টাকাপয়সা হারিয়ে। মাত্রাতিরিক্ত মদপানেও স্বাস্থ্যহানি ঘটে তার। রান্নাঘরে সারা দিন নিজের উইন্ডসর-চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়তেন, আর মদ গিলতেন তিনি। মাঝে মধ্যে মোজেসকে গিয়ে খাওয়াতেন বিয়ারে ভেজানো রুটি। মনিবের গা-ছাড়া ভাব দেখে খামারের লোকজন সব অলস হয়ে গেল। দেখা দিল সততার অভাব। মাঠগুলো ভরে গেল আগাছায়, খামারের দালানকোঠার ছাউনি হয়ে গেল জিরজিরে, সুযোগ পেয়ে বেড়ে উঠতে লাগল ঝোপঝাড় এবং খামারের পশুগুলো ধুঁকতে লাগল অনাহারে।

জুন মাস এসে গেল। খড় কাটার সময় এটা। গরমের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যা, দিনটা ছিল শনিবার, উইলিংডন গিয়ে মি. জোন্‌স রেড লায়ন বারে এত বেশি মদ গিললেন, পরদিন দুপুরের আগে ফিরতেই পারলেন না। খামারের লোকজন সকাল সকাল গরুর দুধ দুইয়ে চলে গেল খরগোশ ধরতে, পশুদের খাওয়ানো নিয়ে কোনোরকম গা করল না। এদিকে মি. জোন্‌স ঘরে ফিরেই ড্রইংরুমের সোফায় গিয়ে পত্রিকা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লেন, কাজেই সন্ধে নামার পরেও না খেয়ে রইল পশুগুলো। শেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল ওদের। একটা গরু সজোরে শিঙ দিয়ে গুঁতো মেরে ভেঙে ফেলল স্টোরের দরজা, বাকি পশুরাও সাহায্য করল তাকে। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল মি. জোন্‌সের। চারজন লোক নিয়ে চাবুক হাতে তিনি ছুটলেন পশুগুলোকে শায়েস্তা করতে। ক্ষুধার্ত পশুগুলোর মেজাজ তখন চরমে। যদিও কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না, তবু সবাই জোট বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিপীড়কদের ওপর। জোন্‌স এবং তাঁর লোকজন সহসা আবিষ্কার করল, চারদিক থেকে ক্রমাগত লাথিগুঁতো এসে পড়ছে তাদের গায়ে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। পশুগুলোর এমন উগ্র মূর্তি এর আগে কখনো দেখে নি তারা। যে পশুগুলোকে এত দিন তারা ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নিয়েছে, অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, ওদেরকে হঠাৎ এমন খেপে উঠতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই, ঘাবড়ে গেল ভীষণ। এক মুহূর্ত বা দুদণ্ড কোনো রকমে আক্রমণ ঠেকাল তারা, তারপর ঝেড়ে দিল পিট্‌টান। এক মিনিট পর পাঁচ জনকেই দেখা গেল গাড়ি চলার পথটা ধরে বড় রাস্তার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে, পশুগুলো আনন্দধ্বনি করতে করতে পিছু ধাওয়া করল তাদের।

শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সবই দেখলেন মিসেস জোন্‌স। বিপদ টের পেয়ে একটা কার্পেট ব্যাগে দ্রুত কিছু জিনিস ভরে নিলেন তিনি। তারপর খামার থেকে কেটে পড়লেন আরেকটা পথ দিয়ে। মোজেস তার দাঁড় থেকে বেরিয়ে পাখা নেড়ে উড়তে লাগল মিসেস জোন্‌সের পিছু পিছু, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে মাতম করতে লাগল কা-কা রবে। এর মধ্যে পশুগুলো মি. জোন্‌সকে তার লোকজনসহ ধাওয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাস্তা পর্যন্ত দিয়ে এল। তারপর আটকে দিল খামারের পাঁচ-হুড়কোঅলা ফটক। এভাবে পশুরা প্রায় সবাই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সফল হল তাদের বিদ্রোহ। মি. জোন্‌সকে তাড়িয়ে দিয়ে ম্যানর ফার্ম দখল করে নিল পশুরা।

কপাল খুলে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রথম কয়েক মিনিট বিশ্বাস করতে কষ্ট হল পশুগুলোর। ধাতস্থ হওয়ার পর প্রথমে তারা পুরোটা খামার চষে দেখল, কোথাও কোনো মানুষ লুকিয়ে আছে কি না। তারপর তারা খামারের দালানের দিকে ছুটে গেল জোন্‌সের ঘৃণ্য রাজত্বের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে। আস্তাবলের শেষপ্রান্তে যে সাজঘরটা ছিল, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ওটা। কড়িয়াল, নাকের বলয়, কুকুরের শেকল, শূকরছানা এবং মেষশাবক খাসি করার নিষ্ঠুর ছুরি—সব ছুড়ে দেওয়া হল কুয়োর ভেতর। উঠোনে জঞ্জালের জ্বলন্ত স্তূপে ছুড়ে দেওয়া হল লাগাম, গলায় বাঁধার দড়ি, চোখের ঠুলি, আর অবমাননাকর নাকে ঝোলানোর থলেগুলো। চাবুকগুলোরও একই অবস্থা হল। চাবুকগুলো আগুনে পোড়ানোর সময় তিড়িংবিড়িং করে লাফাল পশুরা। ঘোড়াগুলোকে বাজারে নিয়ে যাবার সময় যে ফিতেগুলো দিয়ে ওদের কেশর সাজানো হতো, স্নোবল সেই ফিতেগুলোকেও ছুড়ে মারল আগুনে।

'ফিতেগুলোকে কাপড় বলেই বিবেচনা করা উচিত', বলল স্নোবল। 'যে কাপড় হচ্ছে মানুষের চিহ্ন। সব পশুরই ন্যাংটো থাকা উচিত।'

বক্সারের কানে এ কথা যাওয়া মাত্র নিজের ছোট্ট খড়ের টুপিটা নিয়ে এল সে। মাছির ভনভন থেকে কান দুটোকে বাঁচানোর জন্য গরমকালে এই টুপিটা পরে থাকে বক্সার। টুপিটা সে আগুনে ছুড়ে মারল অন্যান্য জিনিসের সাথে পুড়ে যাওয়ার জন্য।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে খামার থেকে মি. জোন্‌সের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল পশুরা। তারপর নেপোলিয়ন সবাইকে নিয়ে হানা দিল ভাঁড়ার ঘরের ছাউনিতে। সবার জন্য দ্বিগুণ খাবার বরাদ্দ হয়ে গেল, প্রতিটা কুকুর এক সাথে পেল দুটো করে বিস্কিট। সবাই মিলে এবার টানা সাতবার গাইল ওদের 'পশু-সঙ্গীত'। তারপর রাতের মতো ক্ষান্ত দিল ওরা। সে রাতের মতো আরামের ঘুম আর কখনো আসে নি ওদের জীবনে।

পরদিন যথারীতি খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ওদের, এবং হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত রাতের গৌরবময় ঘটনার কথা। সবাই একসঙ্গে দৌড়ে চলে গেল চারণভূমির দিকে। পথের মাঝখানে ছোট্ট এক গোলাকার টিলা। এই টিলাটার ওপর দাঁড়ালে খামারের বেশিরভাগ অংশ নজরে পড়ে যায়। পশুরা সবাই ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল টিলাটার মাথায়। ভোরের পরিষ্কার আলোয় টিলাটার চারদিকে চরে বেড়াতে লাগল ওরা। হ্যাঁ, এই খামার এখন ওদের—খামারের ভেতর যা কিছু দেখা যায়, সব ওদের! এই ভাবনা আনন্দের বান ডেকে আনল জন্তুদের মাঝে। ঘুরে ঘুরে তিড়িংবিড়িং নাচতে লাগল ওরা। উত্তেজনায় একেকটা সবেগে লাফিয়ে উঠতে লাগল শূন্যে। শিশিরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। মুখ ভরে খেতে লাগল গরমের সুস্বাদু ঘাস, কালো মাটির ডেলা লাথি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরে ভেঙে শুঁকতে লাগল কড়া সুঘ্রাণ। এরপর পুরো খামারটা ঘুরে দেখল ওরা। চাষের জমি, খড়ের মাঠ, বাগান, পুকুর, ঝোপঝাড়—এসব জরিপ করার সময় প্রশংসা ফুটে উঠল সবার চোখেমুখে। যেন এর আগে কখনো এসব দেখে নি ওরা, এবং এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে—সবই ওদের।

জরিপ শেষে ফার্মের দালানগুলোর কাছে ফিরে গেল ওরা। ফার্ম হাউসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। এই ফার্ম হাউসও এখন ওদের, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। মুহূর্তেক পর স্নোবল এবং নেপোলিয়ন মিলে কাঁধ দিয়ে ঠুস মেরে খুলে ফেলল দরজা, জন্তুরা সব এবার সার বেঁধে ঢুকে পড়ল ভেতরে। উটকো উপদ্রবের ভয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল ওরা। পা টিপে টিপে যেতে লাগল এঘর থেকে ওঘরে, বড়জোর ফিস্‌ফাস—এর বাইরে গলা চড়িয়ে কথা বলছে না কেউ। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অবিশ্বাস্য সব বিলাসী উপকরণের দিকে এক ধরনের ভীতি নিয়ে তাকাচ্ছে ওরা। বিছানায় পাতা পালকের জাজিম, ঘোড়ার চুল দিয়ে তৈরি সোফা, আয়না, ড্রইং রুমের ম্যান্টেল-পিসের ওপর রাখা রানী ভিক্টোরিয়ার পাথর খোদাই করা মূর্তি—সব মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে সবাই।

ফার্ম হাউসটা ঘুরে দেখে সবাই যখন সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দেখা গেল মলি নেই ওদের সাথে। ফিরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল ওরা। সবচেয়ে ভালো শোবার ঘরটায় পাওয়া গেল মলিকে। মিসেস জোন্‌সের ড্রেসিং-টেবিল থেকে একটা নীল ফিতে তুলে নিয়েছে সে। ফিতেটা কাঁধের ওপর সাজিয়ে বোকার মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। সবাই খুব করে ধমকে দিল তাকে, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। কিছু শূকরের রান ঝুলছিল রান্নাঘরে, সেগুলোকে নিয়ে আসা হল কবর দেওয়ার জন্য। আর রান্নাঘরের পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে বিয়ারের যে পিপেটা, বক্সার এমন লাথি হাঁকাল ওটায়—সঙ্গে সঙ্গে চুরমার। এছাড়া ফার্ম হাউসে আর কিছুতে হাত দিল না ওরা। ওখানে দাঁড়িয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাস করল পশুরা। ফার্ম হাউসটাকে একটা জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে। সবাই একমত হল, কোনো পশু কখনো বসবাস করবে না ফার্ম হাউসে।

সকালের নাশতা সেরে নিল পশুরা। তারপর স্নোবল এবং নেপোলিয়ন আবার সবাইকে ডেকে জড়ো করল এক জায়গায়।

'বন্ধুরা', বলল স্নোবল। 'সকাল এখন সাড়ে ছটা। লম্বা একটি দিন পড়ে আছে আমাদের সামনে। আমরা আজ খড় কাটব সবাই মিলে। তবে তার আগে আরেকটা ব্যাপারে অবশ্যই মন দিতে হবে সবাইকে।'

গত তিন মাসের গোপন কর্মকাণ্ড এবার ফাঁস করল শূকরেরা। জঞ্জালের স্তূপ থেকে বানান শেখার পুরোনো একটা বই পেয়েছিল তারা। মি. জোন্‌সের ছেলেমেয়েদের বই এটা। গত তিন মাসে বইটা থেকে লিখতে এবং পড়তে শিখেছে ওরা। নেপোলিয়ন গিয়ে সাদা এবং কালো রঙের পট নিয়ে এল। তারপর এগোল


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ-হুড়কোঅলা ফটকের দিকে, সেখান থেকে পথ চলে গেছে বড় রাস্তা পর্যন্ত। স্নোবলের হাতের লেখা সবচেয়ে ভালো। দুই খুরের মাঝখানে ব্রাশটাকে শক্ত করে ধরে নিল সে। তারপর ফটকে লেখা 'ম্যানর ফার্ম' লেখাটা মুছে দিয়ে লিখল 'অ্যানিমেল ফার্ম'। হ্যাঁ, এখন থেকে এ খামারের নাম হবে এটাই—'পশু-খামার'।

এই কাজটি সেরে খামারের দালানে চলে এল ওরা। স্নোবল এবং নেপোলিয়ন মিলে একটা মই নিয়ে লাগাল বড় গোলাঘরটার পেছনের দেয়ালে। শূকরেরা বলল, গত তিন মাসের গবেষণায় 'পশুত্ববাদ'-এর ব্যাপক নীতিমালা তারা সাতটি নীতিতে কমিয়ে আনতে পেরেছে। এই সাতটি নীতি এখন লেখা হবে দেয়ালে। অ্যানিমেল ফার্মের সব প্রাণী এই নীতিগুলো অলঙ্ঘনীয় আইন হিসেবে মেনে চলবে আজীবন। একটা শূকরের পক্ষে মই বেয়ে ওঠা সহজ কথা নয়, স্নোবল অনেক কসরত করে মইয়ে উঠে কাজ শুরু করে দিল, রঙের কৌটো হাতে কয়েক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে রইল স্কুইলার। আলকাতরা মাখানো দেয়ালে বড় বড় সাদা অক্ষরগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠল, ৩০ গজ দূর থেকেও পড়া যাবে দিব্যি। শেষে লেখাগুলো দাঁড়াল এরকম :

**পশুদের অলঙ্ঘনীয় সাতটি নীতি**

১. দুপায়ে ভর করে যারা চলে, সবাই পশুদের শত্রু।
২. যারা চার পায়ে চলে, কিংবা পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, তারা প্রত্যেকেই বন্ধু।
৩. কোনো পশু কাপড় পরতে পারবে না।
৪. কোনো পশু ঘুমোতে পারবে না বিছানায়।
৫. পশুদের জন্য অ্যালকোহল নিষিদ্ধ।
৬. পশুরা পরস্পরকে মেরে ফেলতে পারবে না।
৭. সব পশু সমান।

লেখার কাজটা সুন্দরভাবে সারা হয়ে গেল। শুধু 'বন্ধু' শব্দটা লেখা হল ভুলভাবে। তাছাড়া আরেক জায়গায় একটা অক্ষর লেখা হল উল্টোভাবে, যদিও বানানটা ঠিক রইল। অন্যদের জেনে নেওয়ার সুবিধার্থে লেখাগুলো উঁচুগলায় পড়ে শোনাল স্নোবল। খামারের সব কটি জন্তু এই নীতিগুলোর সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত হয়ে সায় দিল মাথা নেড়ে। যারা একটু চালাক-চতুর, সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর গেঁথে নিল বাক্যগুলো।

'এখন, বন্ধুরা', রঙের ব্রাশ ফেলে দিয়ে চেঁচাল স্নোবল। 'চলো সবাই খড়ের মাঠে যাই! জোন্‌স এবং তার লোকজন যেভাবে ফসল কেটেছে, তারচেয়ে অনেক দ্রুত খড় কেটে এনে নিজেদের মান বাড়াই গে আমরা।'

কিন্তু এমন সময় হাম্বা-হাম্বা করে ডাক ছাড়ল গরু তিনটে, অনেকক্ষণ ধরেই কেমন একটা অস্বস্তিতে ভুগছিল ওরা। চব্বিশটি ঘণ্টা ধরে দুধ দেয় না গরুগুলো,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুধের ভারে স্তন ফেটে পড়ার যোগাড়। একটু ভেবে নিয়ে বালতি আনল শূকরেরা। খুব সুন্দরভাবে দুধ দুইয়ে নিল গরুগুলোর বাঁট থেকে। ওদের খুরগুলো স্বচ্ছন্দে মানিয়ে গেল কাজটার সাথে। শিগগিরই ননী ভাসা ফেনিল দুধে ভরে গেল পাঁচটি বালতি। পশুদের অনেকেই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকাল এই দুধের দিকে।

'এই এত দুধের গতি কী?' কে একজন জিজ্ঞেস করল।

'জোন্‌স মাঝে মধ্যে এই দুধ মিশিয়ে দিতেন আমাদের যবের আটার সাথে।' বলে উঠল এক মুরগি।

'দুধ নিয়ে ভেবো না, বন্ধুরা', বালতিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল নেপোলিয়ন। 'দুধের একটা গতি হবেই। এরচেয়ে খড় কাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড স্নোবল এ কাজে নেতৃত্ব দেবে তোমাদের। আমিও মিনিট কয়েকের মধ্যে যোগ দিচ্ছি। এগিয়ে যাও, বন্ধুরা! খড়গুলো অপেক্ষা করছে।'

পশুরা দলবেঁধে মাঠে গিয়ে খড় কাটতে শুরু করল। সন্ধের দিকে সবাই যখন ফিরে এল খামারে, ততক্ষণে দুধ সব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

## তিন

খড় কাটতে গিয়ে খুবই কষ্ট হল ওদের এবং রীতিমতো ঘেমে নেয়ে উঠল ওরা! তবে এই কষ্টের জন্য কেষ্ট মিলে গেল, এমনকি আশাতীত ফল পাওয়া গেল।

মাঝে মধ্যে কাজটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। কারণ ফসল কাটার যন্ত্রগুলো সব মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি, জন্তুদের সুবিধের জন্য নয়, এবং জন্তুদের জন্য বিরাট এক ঝক্কির কারণ হল পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা। কিন্তু শূকরেরা এতই চালাক, প্রতিটা প্রতিকূলতার ক্ষেত্রের একটা করে উপায় বাতলে ফেলল। মাঠের প্রতিটা ইঞ্চি ঘোড়াদের নখদর্পণে। ফসল কাটা এবং মাড়াইয়ের কাজটা ওরা মি. জোন্‌স এবং তাঁর লোকজনের চেয়ে ভালো বোঝে। শূকরেরা আসলে কাজের কাজ বলতে কিছুই করল না, অন্যের ওপর ওদের খবরদারি এবং হম্বিতম্বিই সার। জ্ঞানবুদ্ধিতে টনটনে বলে ওরা মাতব্বরিটা নিয়ে নেবে—এটাই স্বাভাবিক। ঘোড়াদের এখন আর কড়িয়াল কিংবা লাগামের কোনো দরকার নেই। কাজেই ফসল কাটার উপযোগী যন্ত্রের সাথে নিজেদের সেভাবে সাজিয়ে নিল বক্সার এবং ক্লোভার। তারা যখন নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, একটা শূকর কোমর কষে মাতব্বরি ফলাতে লেগে গেল তাদের পেছনে। 'হুস্‌-হুস্‌', 'হ্যাট্‌-হ্যাট'—এরকম যত মাতব্বরি বোল আছে সব কপচাতে লাগল ওটা। খড় তোলা এবং জড়ো করার বেলায় চেষ্টার কমতি রইল না কোনো পশুর। এমনকি হাঁস-মুরগিও দিনের আলো থাকা পর্যন্ত ছোটাছুটি করল, খড়ের খুদে একটা কুটো পর্যন্ত ঠোঁট দিয়ে তুলে জড়ো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল এক জায়গায়। খড় কাটার কাজটা শেষ করার পর দেখা গেল, মি. জোন্‌স এবং তার লোকেরা যেভাবে ফসল কাটত, তার দুদিন আগেই শেষ হয়েছে কাজটা। তা ছাড়া খামারে ফসলের এতবড় স্তূপ আগে কখনো দেখা যায় নি। হাঁস-মুরগির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণে একটি কণাও নষ্ট হল না ফসলের। এবং খামারের কোনো পশু এক গ্রাসের বেশি চুরি করল না ফসল।

এভাবে পুরোটা গরমকাল খামারের কাজ চলল ঘড়ির কাঁটা ধরে। কাজটা যে এভাবে সফল হবে, জন্তুরা ভাবে নি কখনো। এজন্য সবাই খুব খুশি। খাওয়ার সময় প্রতিটা গ্রাসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছে ওরা, এখন সত্যিই খামারের সব খাবার ওদের নিজেদের। নিজেরা তৈরি করছে নিজেদের জন্য, কোনো মনিব এসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুড়ে দিচ্ছে না খাবার। পরনির্ভরশীল অকর্মা মানুষেরা চলে যাওয়ায় বাড়তি কিছু খাবার জুটে গেল জন্তুদের জন্য। পশুরা যদিও অনভিজ্ঞ, তবু কাজ করার পর প্রচুর অবসর পেল ওরা। অনভিজ্ঞতার জন্যই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল ওদের। যেমন—বছরের পরবর্তী সময়ে, শস্য কেটে আনার পর সেগুলো মাড়াই করতে হল একদম সেকেলে পদ্ধতিতে। কারণ খামারে কোনো মাড়াইকল নেই। শস্যের খোসা বা ভুসি-তুষ ওড়াতে হল ফুঁ দিয়ে। তবে শূকরদের চাতুর্য এবং বক্সারের বিস্ময়কর পেশিশক্তি এ যাত্রা উদ্ধার করল খামারের জন্তুদের। আবার প্রশংসার পাত্রে পরিণত হল বক্সার। মি. জোন্‌সের সময়ের চেয়েও এখন বেশি কাজ করে বক্সার, মনে হয় যেন তিনটে ঘোড়ার শক্তি এসে জড়ো হয়েছে ওর গায়ে। একটা সময় দেখা গেল, খামারের সব কাজ যেন চেপেছে গিয়ে বক্সারের দুই শক্তিশালী কাঁধে। যেখানেই খামারের কাজ সবচেয়ে বেশি, সেখানেই বক্সার—সকাল-সন্ধ্যা শুধু টানছে আর ঠেলছে। একটা ছোকরা মোরগকে বলে দিয়েছে বক্সার, খামারের সবাই প্রতিদিন ভোরে জেগে ওঠার আধ-ঘণ্টা আগেই যেন ডেকে দেওয়া হয় তাকে। যে কাজটা করা সবচেয়ে বেশি দরকার, দৈনন্দিন কাজ শুরু হওয়ার আগে সেই কাজটা এ সময় এগিয়ে রাখবে সে। প্রতিটা সমস্যা, প্রতিটা বাধা-বিপত্তির সামনে বক্সারের কথা, 'আমি আরো বেশি পরিশ্রম করব।'—এবং এটাই তার নিজস্ব নীতি হয়ে দাঁড়াল।

খামারের প্রত্যেকেই তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যেতে লাগল। হাঁস-মুরগি মিলে পাঁচ বুশ্‌লের (১ বুশ্‌ল সমান ৮ গ্যালন) মতো শস্যদানা বাঁচাল মাটি থেকে কুড়িয়ে। ফসল কাটার সময় ছড়িয়ে পড়ে এই শস্যদানা। কেউ চুরি করল না, খাবারের ভাগ নিয়ে কেউ খেদ ঝাড়ল না, ঝগড়াঝাঁটি, কামড়াকামড়ি এবং হিংসা-বিদ্বেষ এক সময় ছিল খামারের এই পশুদের জীবনে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, আর এখন সেসব নেই বললেই চলে। কারো মাঝে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা নেই—প্রায় একদমই নেই। এটা ঠিক যে, মলি অন্য সবার মতো সকাল সকাল উঠতে পারে না, আর কাজ থেকে ফিরেও আসে আগেভাগে। অজুহাত দেখায়, তার নাকি পাথর ঢুকেছে খুরের ভেতর। এদিকে বেড়ালের আচরণও কেমন যেন অদ্ভুত। শিগগিরই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা গেল, কাজের সময়, কোনো খোঁজ নেই বেড়ালের, আবার খাওয়ার সময় ঠিকই হাজির। কিংবা সন্ধের পর যখন কোনো কাজ থাকে না, দিব্যি ঘুরঘুর করে বেড়াল। তবে বেড়ালটা তার অন্তর্ধানের কারণগুলো এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে, বিশ্বাস করা কঠিন যে, বেড়ালটার কোনো অভাব আছে সদিচ্ছার। শুধু বেঞ্জামিন, বুড়ো গাধাটার কোনো পরিবর্তন নেই বিদ্রোহের পর। মি. জোন্‌সের সময় সে যেমন ধীরগতিতে কাজ করত, এখনো তাই করে। কখনো ফাঁকিঝুঁকি দেয় না এবং স্বেচ্ছায় বাড়তি কোনো কাজও করে না। বিদ্রোহ এবং এর ফলাফল নিয়ে কোনো কথা নেই বেঞ্জামিনের। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, মি. জোন্‌স ভেগে যাওয়ার পর আগের চেয়ে সে সুখী কি না, জবাবে বেঞ্জামিন শুধু বলে, 'গাধারা অনেক দিন বাঁচে। তোমরা কেউ কখনো কোনো মৃত গাধা দেখ নি।' এবং তার এই রহস্যময় উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অন্যদের।

রোববারে কাজ বন্ধ। অন্যান্য দিনের চেয়ে এক ঘণ্টা দেরিতে নাশতা সারা হয় ছুটির এই দিনটিতে। নাশতার পর শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রতি সপ্তায় এই অনুষ্ঠানটা হবেই হবে। শুরুতে পতাকা তোলা হয়। মিসেস জোন্‌সের সাজঘরে সবুজ একটা টেবিলক্লথ পেয়েছিল স্নোবল। তাতে সাদা রঙে একটা খুর এবং একটা শিঙ আঁকা রয়েছে। এই কাপড়টাই পতাকা হিসেবে প্রতি রোববার সকালে ওড়ানো হয় ফার্ম হাউসের বাগানে। স্নোবল সবাইকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, পতাকার সবুজ রঙটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের সমস্ত সবুজ মাঠের প্রতীক, পতাকায় আঁকা খুর এবং শিঙ তাৎপর্য বহন করছে ভবিষ্যৎ পশুরাজ্যের, যার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেওয়ার পর। পতাকা উত্তোলনের পর দলবেঁধে সব পশু গিয়ে জড়ো হল বড় গোলাঘরটায়। একটি সাধারণ সমাবেশ হল সেখানে, যার নাম দেওয়া হল সভা। এখানে আগামী সপ্তার কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হলো এবং আলোচনাক্রমে গৃহীত হল সিদ্ধান্তগুলো।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় শূকরেরাই সবসময় তৎপর। অন্যান্য জন্তুরা ভোট দেওয়া ছাড় আর কিছুতে নেই, কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে যার যার মতো করে ভাবতে পারে না তারা। সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে তর্কবিতর্কে সবচেয়ে বেশি তৎপর স্নোবল এবং নেপোলিয়ন। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, কোনো কিছুতে কখনো ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারে না দুজন। একজন একটা পরামর্শ দিলে, আরেকজন দাঁড়ায় গিয়ে তার বিপরীতে। এমনকি যখন তারা প্রতিজ্ঞা করল—বাগানের পেছনে ছোট্ট চারণভূমিটাকে কাজ করার অযোগ্য বুড়ো পশুদের জন্য অবসর যাপন কেন্দ্র বানানোর ব্যাপারে কেউ বিরোধিতা করবে না, এর পরেও দেখা গেল—বিভিন্ন প্রাণীর অবসর নেওয়ার সঠিক বয়স নির্ধারণ নিয়ে প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেছে ওদের। পশুদের এই সভা বরাবর শেষ হয় নিজস্ব 'পশু-সঙ্গীত'-এর মাধ্যমে, এবং তারপর পুরো বিকেলটা চিত্তবিনোদনের জন্য ছুটি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূকরেরা সাজঘরটাকে হেডকোয়ার্টার বানাল ওদের। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে কামার, ছুতোর এবং অন্যান্য কারিগরের প্রয়োজনীয় কাজ শেখে ওরা ফার্ম হাউস থেকে আনা বিভিন্ন বইপত্র পড়ে। স্নোবল অবিশ্যি অন্যান্য জন্তুদের নিয়ে একটা সমিতি গড়ার কাজেও ব্যস্ত, যার নাম দিয়েছে সে 'পশু সমিতি'। এই সমিতি গড়ার কাজে কোনো ক্লান্তি নেই স্নোবলের। মুরগিদের জন্য সে গড়ে তুলল 'ডিম উৎপাদক সমিতি', গরুদের জন্য 'পরিষ্কার লেজ সঙ্ঘ', উগ্রস্বভাবের পশুদের জন্য 'বন্য বন্ধুদের জন্য পুনঃশিক্ষা প্রকল্প' (এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে ইঁদুর এবং খরগোশদের পোষ মানানো), ভেড়াদের জন্য সাদা উল কার্যক্রম, এবং এমনি আরো ক'টি সমিতি গড়ে তুলল স্নোবল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকল না একটাও। বুনো স্বভাবের পশুদের পোষ মানানোর প্রচেষ্টা ভেস্তে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এই বুনো পশুদের চণ্ডাল আচরণের কোনো হেরফের হল না। তাদের প্রতি ঔদার্য দেখালে চট করে তারা সুযোগ নিয়ে বসে। বেড়াল পুনঃশিক্ষা প্রকল্পে যোগ দিয়ে কিছুদিন কাজ দেখাল খুব। একদিন তাকে দেখা গেল ছাদে বসে গল্প করছে নাগালের বাইরে বসা কিছু চড়ুইয়ের সাথে। চড়ুইদের সে বলছে, সব পশুপাখি মিলে এখন বন্ধু বনে গেছে। কোনো চড়ুই যদি ইচ্ছে করে, তা হলে তার এক থাবায় এসে বসতে পারে নিশ্চিন্তে। কিন্তু চড়ুইদের ভজতে দেখা গেল না বেড়ালের মিষ্টি কথায়। ঠিকই নিরাপদ দূরত্বে রইল ওরা।

জন্তুদের পড়া এবং লেখার ক্লাসগুলো সত্যিই বিরাট সাফল্য অর্জন করল। শরৎকালের মধ্যে খামারের প্রায় প্রতিটা পশু কিছু না কিছু লিখতে-পড়তে শিখল। শূকরেরা ইতোমধ্যে পড়া এবং লেখা দারুণ শিখে ফেলেছে। কুকুরেরা সুন্দর পড়তে পারে, কিন্তু জন্তুদের ওই বিশেষ সাতটি নীতি ছাড়া অন্য কিছু পড়ার বেলায় আগ্রহ নেই ওদের। ছাগল মুরিয়েল কুকুরদের চেয়ে ভালো পড়তে পারে, এবং মাঝে মধ্যে জঞ্জালের স্তূপ থেকে পাওয়া খবরের কাগজগুলো অন্যদের পড়ে শোনায় সে। বেঞ্জামিন যে কোনো শূকরের মতোই পড়াশোনায় পটু, কিন্তু চর্চায় নেই। সে বলে বেড়ায়, এ পর্যন্ত যতদূর ধারণা তার হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র মূল্য নেই পড়াশোনার। ক্লোভার বর্ণমালা সবই শিখেছে, কিন্তু শব্দ বানাতে পারে না। এদিকে বক্সারের দৌড় 'ডি' পর্যন্ত। সে ধুলোর ওপর খুর দিয়ে এ, বি, সি, ডি—এই চারটি অক্ষর লিখে কান দুটো পেছন দিকে টেনে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে, মাঝে মধ্যে নাড়ে কপালের কেশগুচ্ছ, মনে করতে চায় পরের অক্ষরগুলো, কিন্তু লাভ হয় না। এর আগে কয়েকবার ই, এফ, জি, এইচ শিখেছিল সে। কিন্তু এখানেও আরেক বিপত্তি। দেখা গেল, নতুন অক্ষরগুলো লিখতে গিয়ে এ, বি, সি, ডি ভুলে গেছে দিব্যি। কাজেই শেষমেশ প্রথম চার অক্ষরে সন্তুষ্ট থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বক্সার। প্রতিদিন দুএকবার করে এই অক্ষর চারটি লিখে স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নেয় সে।

মলি নিজের নাম লেখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি অক্ষর ছাড়া আর কিছু শেখে নি। সে গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে সাজিয়ে খুব সুন্দর করে নিজের নাম লেখে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর দু'একটা ফুল সেই নামের ওপর লিখে চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং প্রশংসা করে।

খামারের অন্যান্য পশুরা 'এ' অক্ষর ছাড়া আর কিছু শিখতে পারল না। আরো দেখা গেল, ভেড়া এবং হাঁস-মুরগির মতো বোকাসোকা পশুপাখিরা ওদের সাতটি নীতিও শিখতে পারল না ভালো করে। অনেক চিন্তাভাবনা করে সাতটি নীতিবাক্য সংক্ষিপ্তাকারে একটি মাত্র আদর্শবাণীতে নিয়ে আসার কথা ঘোষণা দিল স্নোবল। যেমন : 'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ।' স্নোবল বলল, পশুত্ববাদের অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিটি রয়েছে এই বাক্যের মাঝে। যে এই নীতিটা কঠোরভাবে মেনে চলবে, মানুষের যাবতীয় প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে সে।

পাখিরা প্রথমে আপত্তি জানাল এ নিয়ে। কারণ তারাও তো দু পায়েই চলে কিন্তু স্নোবল পাখিদের বোঝাল, ব্যাপারটাকে তারা যেভাবে দেখছে, বাস্তবে আসলে ঠিক তা নয়। সে বলল, 'বন্ধুরা, পাখির পাখা হচ্ছে তার চালিকাশক্তি, ওড়াউড়ি ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না এই পাখা। এজন্য একটি পাখাকে একটি পায়ের সমান ধরা উচিত। মানুষের হাত হচ্ছে তার অন্যতম শারীরিক বৈশিষ্ট্য। এই হাত দিয়ে মানুষ সব ধরনের অপকর্ম করে থাকে।'

স্নোবলের লম্বা বক্তৃতা কিছুই বুঝল না পাখিরা, তবে তারা মেনে নিল ওর ব্যাখ্যাটা, এবং অনুগত সব পশু মিলে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে গেল নতুন নীতিবাক্য শিখতে—'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ।' বাক্যটা বড় বড় করে লেখা হল গোলাঘরের পেছনের দেয়ালে, সাতটি নীতির ওপরে। পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর বাক্যটার প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা জন্মাল ভেড়াদের। এবং প্রায়ই মাঠে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ওরা সবাই মিলে তারস্বরে বলতে লাগল, 'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ!' ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এভাবে, তবু কোনো ক্লান্তি নেই ভেড়াদের।

স্নোবলের সভা-সমিতির প্রতি কোনো আগ্রহ নেই নেপোলিয়নের। নেপোলিয়ন বলে, বড়দের জন্য কোনো কিছু করার চেয়ে ছোটদেরকে শিক্ষা দেওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ফসল কেটে ঘরে তোলার অল্প কদিন পরেই দুই কুকুরী জেসি এবং ব্লুবেল মিলে ন'টা হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চার জন্ম দিল। বাচ্চারা মায়ের দুধ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন ওদেরকে সরিয়ে নিল দুই মায়ের কাছ থেকে। বলল, এখন থেকে এই বাচ্চাগুলোর শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব তার। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে একটা চিলেকোঠায় রাখল সে, সেখানে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাজঘরে রাখা মইটা। আর বাচ্চাগুলোকে নেপোলিয়ন সবার কাছ থেকে এমনভাবে আলাদা করে রাখল, খামারের বাকি সবাই শিগগিরই ভুলে গেল ওদের কথা।

গরুর দুধ গায়েব হওয়ার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল শিগগিরই। শূকরদের খাবারের সাথে রোজ মেশানো হয় গরুর দুধ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌসুমের প্রথম আপেলগুলো পাকতে শুরু করেছে এখন। বাতাসের ঝাপটায় টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ছে পাকা পাকা আপেল, বাগানের ঘাস ছাওয়া জমি ভরে উঠছে এই পাকা আপেলে। পশুরা ভেবেছিল, আপেলগুলো খামারের সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু একদিন আদেশ জারি হল, ঝরে পড়া সব আপেল নিয়ে সাজঘরে রাখা হবে শুধুমাত্র শূকরদের জন্য। পশুদের কেউ কেউ গাঁইগুঁই করল এ নিয়ে, কিন্তু লাভ হল না কোনো। আপেল খাওয়ার ব্যাপারে সব শূকরই জোট বেঁধে একমত, এমনকি স্নোবল এবং নেপোলিয়নও। স্কুইলারকে পাঠানো হল এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য।

'বন্ধুরা!' বলল স্কুইলার। 'আশা করি, তোমরা ভাবছ না যে, আমরা স্বার্থপরের মতো আচরণ করছি এবং বিশেষ সুবিধা বাগাচ্ছি? আমরা অনেকেই কিন্তু দুধ এবং আপেল পছন্দ করি না। আমি নিজেও করি না। এসব খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই—স্বাস্থ্যটাকে ঠিক রাখা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, বন্ধুরা, দুধ এবং আপেল একটা শূকরের শরীর ঠিক রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আমরা শূকররা মাথা খাটিয়ে কাজ করে থাকি। এই খামারের সবকিছু পরিচালনার দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর। দিনরাত তোমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখছি আমরা। তোমাদের ভালোর জন্যই আমরা এই দুধ পান করছি এবং আপেল খাচ্ছি। এখন আমরা যদি আমাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হই, তা হলে কী ঘটবে জানো? জোন্স ফিরে আসবে আবার! হ্যাঁ, ফিরে আসবে জোন্স! নিশ্চিত থেকো, বন্ধুরা!' প্রায় মিনতির সুরে বলে উঠল স্কুইলার, সেই সঙ্গে এপাশ-ওপাশ লাফাতে লাফাতে লেজ নাড়তে লাগল ক্রমাগত, 'তোমরা নিশ্চয়ই কেউ চাও না, আবার ফিরে আসুক জোন্স!'

এখন পশুরা যদি একটা ব্যাপারেও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে মি. জোন্সের প্রত্যাবর্তন না চাওয়া। কাজেই এ ব্যাপারে কারো কোনো কথা রইল না। শূকরদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার গুরুত্বটাও এবার পরিষ্কার হয়ে উঠল সবার কাছে। কাজেই আর কোনো বিতর্কে না গিয়ে রাজি হয়ে গেল সবাই—হ্যাঁ, দুধ আর ঝরে পড়া আপেল (এমনকি গাছ থেকে পেড়ে আনা পাকা আপেলও) সব সংরক্ষণ করা হবে শুধুমাত্র শূকরদের জন্য।

## চার

গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ জেলার অর্ধেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল অ্যানিমেল ফার্মের ঘটনা। আশপাশের খামারগুলোতে প্রতিদিন কবুতরের ঝাঁক পাঠায় স্নোবল এবং নেপোলিয়ন। সেসব খামারের পশুগুলোকে বিদ্রোহ সম্পর্কে শেখানো বুলি কপচে আসে কবুতরেরা। সেই সঙ্গে শিখিয়ে আসে 'ইংল্যান্ডের পশু' গানটা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. জোন্‌সের বেশিরভাগ সময় কাটে এখন উইলিংডনের রেড লায়ন বারের ট্যাপরুমে। আগ্রহী শ্রোতা পেলে বলতে লেগে যান সেই অবিশ্বাস্য অন্যায়ের কাহিনী, কীভাবে একদল অকর্মণ্য জন্তুর মাধ্যমে বিতাড়িত হয়েছেন নিজের খামার থেকে। অন্যান্য খামার মালিকরা স্রেফ দেখানোর জন্যই সহানুভূতি দেখায় তাকে, কিন্তু শুরুতে সেরকমভাবে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এল না কেউ। বরং প্রত্যেকেই তলে তলে মি. জোন্‌সের দুর্ভাগ্যকে কাজে লাগিয়ে ফাঁকতালে দাঁও মারার ধান্ধা করতে থাকে। তবে মি. জোন্‌সের সৌভাগ্য যে, তাঁর খামারের সাথে লাগোয়া দুই খামারের অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না। দুটোতেই গ্যাঁট হয়ে চেপে বসেছে দুঃসময়। একটা খামারের নাম ফক্স উড। খামারটা বিশাল, অবহেলিত, সেকেলে ধাঁচের, যত্রতত্র ছেয়ে গেছে জঙ্গলে। খামারটির পশুচারণভূমির অবস্থা বড়ই বেহাল, ঝোপঝাড়ে সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। খামারের মালিক মি. পিলকিংটন সাদাসিধে ভদ্রলোক, বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন মাছ ধরা কিংবা পশু শিকার নিয়ে। একেক মৌসুমে একেক শিকার।

আরেক খামারের নাম পিঞ্চফিল্ড। খামারটা ছোট, তবে আগেরটার চেয়ে অবস্থা ভালো। মালিক মি. ফ্রেডরিক বেজায় রুক্ষ এবং ধূর্ত। একটার পর একটা মামলা লেগেই আছে তার এবং দরকষাকষিতেও তিনি কট্টর। এই খামার মালিক দু জন পরস্পরকে এতই অপছন্দ করেন, কোনো ব্যাপারে সমঝোতায় আসা তাঁদের পক্ষে কঠিন, এমনকি যার যার স্বার্থ রক্ষার্থেও না।

ম্যানর ফার্মের পশু-বিদ্রোহ দেখে ভীষণ ভয় পেলেন এই দুই খামার মালিক। নিজেদের পশুরা যাতে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে খুব বেশি জানতে না পারে, এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক রইলেন তারা। জন্তুরা নিজেরাই একটা খামার চালাবে—এ নিয়ে প্রথমে অবজ্ঞার সাথে হাসাহাসি করলেন দুজন। বলাবলি করতে লাগলেন, দিন পনেরোর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ওদের সব জারিজুরি। ম্যানর ফার্মকে কখনোই তারা অ্যানিমেল ফার্ম বলে মেনে নেন নি। ফলে মি. জোন্‌সের ফার্মটাকে 'ম্যানর ফার্ম'-ই বলতেন দুজন। তাদের ধারণা ছিল, খামার চালাতে গিয়ে মারামারি বাধিয়ে দেবে জন্তুরা। তারপর চলতেই থাকবে এই কামড়াকামড়ি। তার ওপর অনাহারে থাকার কষ্ট তো আছেই। ধুপ্‌ধাপ্ মারা পড়বে সব পশু। কিন্তু দিন যায়, কোনো জন্তুই না খেয়ে মরে না। ফ্রেডরিক এবং পিলকিংটন সুর পাল্টে বলাবলি করতে লাগলেন—এখন ভয়াবহ রকমের অনাচার চলছে ওই পশুখামারে। জন্তুরা কামড়াকামড়ি করে নিজেদের মাংস খাচ্ছে নিজেরাই, ঘোড়ার খুরের লোহার নাল গরম করে এনে ছ্যাঁকা দিচ্ছে একজন আরেকজনকে, মাদীগুলোর ওপর চলছে নির্বিচারে অত্যাচার। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে যাওয়ার শাস্তি—খুব করে এসব বলে বেড়াতে লাগলো ফ্রেডরিক এবং পিলকিংটন।

তা যাই হোক, এই গল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করল না কেউ। আজব এক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খামারের গুঞ্জন, যেখানে মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে জীবজন্তুরাই সব কিছু করছে, গল্পটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল অস্পষ্ট এবং বিকৃতভাবে। এভাবে এক বছরের মধ্যে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল একটা বিদ্রোহের ঢেউ। শান্তসুবোধ ষাঁড়গুলো বুনো হয়ে উঠল হঠাৎ, ভেড়াগুলো ঝোপঝাড় ভেঙে গোগ্রাসে সাফ করে দিতে লাগল সুস্বাদু পাতাগুলো, ঘোড়াগুলো আর বেড়ার ভেতর বন্দী থাকতে রাজি নয়। পিঠে কেউ চড়তে এলে লাথি মেরে সরিয়ে দিল পেছনে। এদিকে গাভীগুলোও পা চালাল দুধের বালতির ওপর। মোট কথা, পশু সঙ্গীতের সুর, এমনকি কথাগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। এবং বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে ছড়াতেই থাকল। মানুষ এ গান শুনলে রাগ দমিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে, যদিও তারা ভান করে হাস্যকর একটা কিছু শুনছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, পশুদের মধ্যে যে কীভাবে এই অসহ্য ফালতু গানটা এল, কারো বোধগম্য নয়। কোনো পশুকে কোথাও এই গানটা গাইতে দেখলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে সপাং সপাং চাবুক পড়ে ওটার পিঠে। এর পরেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল গানটা।

ঝোপে বসে কালোপাখিরা শিস্ দিয়ে গায় এ গান, এল্ম গাছে বসে কবুতরেরা বাকুম বাকুম করে গায় পশু-সঙ্গীত, সে গানের সুর গিয়ে অনুরণন তোলে কামারশালার ঠুঙঠাঙ শব্দে, গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে। মানুষের কানে এই সুর পৌঁছুলে ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে তারা, গানের ভেতর শুনতে পায় ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের পদধ্বনি।

অক্টোবরের শুরুতে, যখন শস্য কেটে গাদা করা হয়েছে এবং কিছু শস্যের মাড়াইও শেষ হয়েছে, এক ঝাঁক পায়রা এসে শূন্যে চক্কর মেরে নেমে এল পশুখামারের উঠোনে। বুনো উত্তেজনা ওদের মাঝে। জোন্স তার সব লোকজন নিয়ে আসছেন এদিকে, সাথে ফক্সউড এবং পিঞ্চফিল্ড থেকে যোগ দিয়েছে আধা ডজন। গাড়িটানা পথটা ধরে খামারের দিকে এগোল সবাই, পাঁচ-হুড়কোঅলা গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়ল খামারে। একমাত্র মি. জোন্স ছাড়া সবার হাতেই লাঠিসোঁটা। মি. জোন্স একটা বন্দুক হাতে ধেয়ে আসছেন সবার আগে। খামারটা পুনরুদ্ধারের জন্যই যে তাদের এই বেপরোয়া অভিযান, কোনো সন্দেহ নেই এতে।

পশুরা এমনটি আশা করেছে অনেক আগে থেকেই, এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তুতিও সারা হয়ে গেছে। ফার্ম হাউসে জুলিয়াস সিজারের ওপর লেখা একটা বই পেয়েছিল স্নোবল। সেখান থেকে সে শিখেছে যুদ্ধের কলাকৌশল। এজন্য খামারের দুর্গ আগলানোর দায়িত্ব বর্তেছে স্নোবলের ওপর। সবাইকে দ্রুত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সে, মাত্র দুমিনিটের ভেতর যার যার জায়গায় আক্রমণ ঠেকাতে দাঁড়িয়ে গেল পশুরা।

মানুষের দলটি যখন খামারের দালানগুলোর দিকে ধেয়ে আসছে, এসময় প্রথম আক্রমণটা চালাল স্নোবল। যত কবুতর আছে, সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশটির মতো হবে,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ে গেল ডানা ঝাপ্টে। দূরে, মাঝ আকাশে গিয়ে টপাটপ্ লাদা ছাড়তে লাগল মানুষদের মাথার ওপর। মানুষেরা সবাই যখন কবুতরের লাদা-আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঁসগুলো। এতক্ষণ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওরা, ঠোঁট দিয়ে এবার ঠোকরাতে লাগল মানুষদের পায়ের তলে। তবে হাঁসগুলোর এই আক্রমণ খুব একটা জুতসই হল না, মানুষেরা সামান্য একটু বিভ্রান্ত হল মাত্র। মানুষের দলটি সহজেই লাঠিপেটা করে হটিয়ে দিল হাঁসগুলোকে। স্নোবল এবার দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালাল। মুরিয়েল, বেঞ্জামিন এবং সকল ভেড়া মিলে চালাল এই অভিযান। স্নোবল নেতৃত্ব দিল সবার। চারদিক থেকে ছুটে গিয়ে মানুষদের লাথি-গুঁতো মারতে লাগল এই পশুরা। বেঞ্জামিন তার ছোট ছোট খুর দিয়ে ধুমাধুম লাথি হেঁকে চলল। কিন্তু আবারো মানুষ লাঠি এবং পেরেক-আঁটা বুট দিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানালো। মানুষদের জোরালো আক্রমণ সইতে পারল না পশুরা। সহসা শোনা গেল স্নোবলের চিৎকার—পিছু হটে যাওয়ার ইঙ্গিত এটা। সঙ্গে সঙ্গে সব পশু উল্টোদিকে ঘুরে ঝেড়ে মারল দৌড়।

আনন্দধ্বনি দিতে লাগল মানুষেরা। পশুদের পিট্‌টান দিতে দেখে মানুষের দলটি ভাবল, ভীষণ ভয় পেয়েছে ওদের। পশুদেরকে আরো বেশি ভড়কে দিতে পিছু নিল সবাই। এই সুযোগটির জন্যই মুখিয়ে ছিল স্নোবল। মানুষের দলটি উঠোনে ঢুকে পড়া মাত্র তিনটে ঘোড়া, তিনটে গরু এবং বাকি শূকরেরা বেরিয়ে এল পেছনে। এতক্ষণ গোয়ালে আত্মগোপন করে ছিল ওরা। স্নোবল এবার আক্রমণ চালানোর ইঙ্গিত দিল ওদের। আর সে নিজে ছুটল সোজা জোন্‌সের দিকে। স্নোবলকে ছুটে আসতে দেখে বন্দুক তুলে গুলি ছুড়লেন জোন্‌স। গুলিটা স্নোবলের পিঠে আঁচড় কেটে রক্তের দাগ ফুটিয়ে চলে গেল, পরমুহূর্তে একটা ভেড়া ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। একটুও না থেমে পনেরোটা পাথর ছুড়ে মারল জোন্‌সের পা লক্ষ্য করে। জোন্‌স ধপাস্ করে পড়ে গেলেন এক গোবরের গাদায়, বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে চলে গেল। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক মূর্তিতে হাজির হল বক্সার, পেছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে নাল পরা সামনের দু পা দিয়ে সে আঘাত হানল তাগড়া স্ট্যালিয়নের মতো। ফক্সউডের এক আস্তাবল-বালকের মাথায় গিয়ে লাগল তার প্রচণ্ড চাঁটি, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির খুলি ফেটে চৌচির। শেষে কাদায় মুখথুবড়ে পড়ল তার মৃতদেহ। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোক লাঠি ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল লোকজনের মাঝে। শেষে দেখা গেল, পশুরা মিলে ক্রমাগত চক্রাকারে দৌড়োচ্ছে মানুষদের। একের পর এক গুঁতো, লাথি, কামড় খেয়ে চলল মানুষ—পদদলিত হতে লাগল নির্বিচারে। খামারের এমন কোনো পশু রইল না, যে তার নিজস্ব ঢঙে আঘাত করল না মানুষকে। এমনকি বেড়ালও ছাদের ওপর থেকে এক রাখালের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে নখর ঢুকিয়ে দিল তার ঘাড়ে। লোকটি চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে একসময় যখন খামারের প্রবেশপথটা খোলা পাওয়া গেল, ঝেড়ে দৌড় মারল সব মানুষ। প্রধান রাস্তার দিকে ঝড়ো বেগে ছুটতে লাগল সবাই। এবং খামারে আক্রমণ চালানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পতন হল মানুষের। যেভাবে তারা এসেছিল, একইভাবে পালিয়ে গেল সবাই। হাঁসগুলো আবার পিছু নিল পালাতে থাকা মানুষদের। প্যাঁক-প্যাঁক করে সারাটা পথ পায়ের তলে ঠুকরে দিল তাদের।

একজন বাদে সব মানুষই গেল ভেগে। উঠোনের পেছনে পড়ে আছে সেই হতভাগ্য আস্তাবল-বালক। বক্সার তার খুর দিয়ে নাড়াচাড়া করছে ছেলেটিকে। কাদার ওপর মুখথুবড়ে পড়ে আছে সে। বক্সার তাকে চিৎ করার চেষ্টা করল, কিন্তু ছেলেটি নড়ল না।

'মারা গেছে', দুঃখের সাথে বলল বক্সার। 'এমনটি চাই নি আমি। আমি যে নাল পরে আছি, ভুলে গিয়েছিলাম একদম। কে বিশ্বাস করবে, আমি যে মৃত্যু চাই নি ওর?'

'কোনো সহানুভূতি নয়, বন্ধু', বলল স্নোবল, তার পিঠের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে এখনো। 'যুদ্ধ যুদ্ধই। আমাদের কাছে ভালোমানুষ বলতে শুধু মৃতরাই।'

'কারো জীবন কেড়ে নেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না, এমনকি কোনো মানুষেরও না।' আবার আওড়াল বক্সার। তার চোখ দুটো ভরে গেছে অশ্রুতে।

'আচ্ছা, মলি কোথায়?' কে একজন চিৎকার দিয়ে উঠল।

সত্যিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মলিকে। মুহূর্তেই টনক নড়ল সবার। আশঙ্কা করা হল, মানুষের হাতে আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে ও কিংবা এমনও হতে পারে—মানুষেরা ধরে নিয়ে গেছে ওকে। তো, যাই হোক, শেষমেশ পাওয়া গেল মলিকে। আস্তাবলের জাবপাত্রে খড়ের ভেতর মাথাটা সেঁধিয়ে লুকিয়ে আছে ও। গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে এখানে এসে আত্মগোপন করে মলি। মলিকে খুঁজে পেয়ে সবাই যখন আবার ফিরে এল, ততক্ষণে আস্তাবল-বালক দিব্যি হাওয়া। আসলে সে মারা যায় নি, মূর্ছা গিয়েছিল। সেরে ওঠার পর পিট্‌টান দিয়েছে।

খামারের পশুরা আবার জড়ো হল এক জায়গায়। তাদের বুনো উত্তেজনা এখন চরমে। যুদ্ধে কে কী বাহাদুরি দেখিয়েছে, গলা চড়িয়ে তাই এখন বলছে একেকজন। বিজয় উপলক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। পতাকা উড়িয়ে গাওয়া হল পশু-সঙ্গীত। তারপর যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সম্পন্ন হল মৃত ভেড়াটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ভেড়াটির কবরে বসিয়ে দেওয়া হল একটা কাঁটা ঝোপ। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ঝাড়ল স্নোবল। পশু খামারের প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য সবাইকে সব সময় প্রস্তুত থাকার ব্যাপারটি ভালো করে বুঝিয়ে দিল সে।

পশুরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, যুদ্ধে যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, সামরিক কায়দায় পুরস্কৃত করা হবে তাদের। সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতাব হবে 'প্রথম শ্রেণীর বীর পশু' এবং স্নোবল আর বক্সার ভূষিত হল এই সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতাবে। পুরস্কার হিসেবে পেতলের পদক পেল তারা। সাজঘরে পাওয়া ঘোড়ার পুরোনো সাজ থেকে নেওয়া হলো এই পদক। রোববার এবং ছুটির দিনগুলোতে এই পদকগুলো পরবে দুই বীর। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর বীর পশু' উপাধি পেল মৃত ভেড়াটি।

যুদ্ধের নাম কী হবে—এই নিয়ে প্রচুর জল্পনা হল। শেষে যুদ্ধের নাম ঠিক হল 'গোয়ালঘরের যুদ্ধ', কারণ গোয়ালঘরের অ্যামবুশ থেকেই মূলত এই যুদ্ধের শুরু। কাদার ওপর পাওয়া গেল মি. জোন্‌সের সেই বন্দুকটা, এবং পশুরা জানে, কিছু গোলাবারুদ রয়েছে ফার্ম হাউসে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, বন্দুকটা পতাকাদণ্ডের নিচে রাখা হবে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতীক হিসেবে। বছরে দুবার গুলি ছোড়া হবে এই বন্দুক থেকে। একবার ছোড়া হবে ১২ অক্টোবর, 'গোয়ালঘরের যুদ্ধ' উদযাপন উপলক্ষে, দ্বিতীয়বার ছোড়া হবে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ের এক বিশেষ দিনে—যেদিন পশু-বিদ্রোহ সফল হয়েছিল।

## পাঁচ

শীত যত ঘনিয়ে আসছে, দিনকে দিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মলি। প্রতিদিন সকালে দেরিতে কাজে আসে ও। অজুহাত দেখায়, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে, আরো নানারকম রহস্যময় ব্যথা-বেদনায় ছুতো খাড়া করে, যদিও খাচ্ছেদাচ্ছে দিব্যি। ছলছুতো খাড়া করার সময় প্রতিবারই দৌড়ে পানি পানের পুকুরটার কাছে চলে যায় ও, বোকার মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পানিতে পড়া নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। কিন্তু মলিকে নিয়ে যে গুঞ্জন উঠল, সেটা তার কাণ্ডকারখানার চেয়ে আরো ভয়াবহ।

উঠোনে একদিন হৃষ্টচিত্তে হেলেদুলে হাঁটছে মলি, লম্বা লেজটা নাড়ছে আর খড় চিবোচ্ছে, এমন সময় ক্লোভার এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'মলি', বলল ক্লোভার। 'তোমার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে আমার। আজ সকালে দেখলাম, পাশের খামার ফক্সউডের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছ তুমি। আমাদের এই খামার এবং ফক্সউডের মাঝখানে যে বেড়া ঝোপটা রয়েছে, সেটার ওপর দিয়ে তাকিয়েছিলে তুমি। বেড়া ঝোপটার ওপাশে মি. পিলকিংটনের এক লোক দাঁড়িয়েছিল। যদিও বেশ দূরে ছিলাম আমি, তবু একরকম নিশ্চিত যে, লোকটা কথা বলছিল তোমার সাথে, আর তুমিও লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছ তোমার নাকে হাত বুলিয়ে দিতে। এসবের মানে কী, মলি?

'না, সে কিছু বলে নি! আমি কোনো প্রশ্রয় দিই নি! সব মিথ্যে!' মাটিতে পা ঠুকে অস্বীকার করল মলি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মলি! আমার মুখের দিকে তাকাও! দিব্যি করে বলতে পারবে তুমি, লোকটা তোমার নাকে হাত বোলায় নি?'

'সব মিথ্যে!' আবার বলল মলি, কিন্তু ক্লোভারের মুখের দিকে তাকাতে পারল না ও, এবং পরমুহূর্তে মাঠের দিকে ছুটে চলে গেল।

একটা চিন্তা ঘাই মারল ক্লোভারকে। কাউকে কিছু না বলে মলির থাকার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বিছিয়ে থাকা খড় পা দিয়ে সরিয়ে দেখে, মিছরির তাল এবং বিভিন্ন রঙের কিছু ফিতে পড়ে আছে।

তিন দিন পর উধাও হয়ে গেল মলি। সপ্তাহ কয়েক কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না ওর। তারপর কবুতরেরা খবর নিয়ে এল, উইলিংডনের অপর প্রান্তে দেখা গেছে মলিকে। লাল এবং কালো রঙ লাগানো দারুণ একটা ঘোড়াগাড়িতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওকে। একটা সরাইখানার সামনে ছিল গাড়িটা। চেক-কাটা চোগা এবং পায়ে পটি পরা এক লালমুখো লোক নাকে হাত বোলাচ্ছিল মলির, আর চিনি খাওয়াচ্ছিল ওকে। লোকটাকে দেখে মনে হয়েছে সরাইখানার মালিক। নতুন পোশাক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মলির গায়ে, আর কপালে চুলের গোছায় বাঁধা হয়েছে লাল ফিতে। কবুতরেরা বলল, মলিকে দেখে মনে হয়েছে, সুখেই আছে সে। মলির কথা আর কখনো কোনো পশুর মুখে শোনা গেল না।

জানুয়ারিতে আবহাওয়াটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মাটি হয়ে উঠল লোহার মতো কঠিন, জমিতে কাজ করার কোনো উপায় থাকল না। দফায় দফায় সভা হল বড় গোলাঘরটায়। আগামী মৌসুমের কাজ নিয়ে পরিকল্পনা আঁটতে লাগল শূকরেরা। এটা একরকম মেনে নিল সবাই, শূকরেরা যেহেতু অন্যান্য পশুর চেয়ে সুচতুর, কাজেই খামারের ভালোমন্দের ব্যাপারগুলো তারাই দেখাশোনা করবে, অবিশ্যি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে হবে। এই সমঝোতার ব্যাপারটি ভালোই কাজ দিত, যদি না স্নোবল এবং নেপোলিয়নের মধ্যে কোনো বাদানুবাদ থাকত। মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে—এমন প্রতিটা ক্ষেত্রেই মতের অমিল হয় তাদের। একজন যদি বিশাল জমি জুড়ে বার্লি চাষের কথা বলে, আরেকজন বেছে নেয় জই চাষ। একজন যদি কোনো জমিকে বাঁধাকপি চাষের উপযোগী বলে মনে করে, আরেকজন বলে—এ জমিতে মুলো ছাড়া অন্য কিছু ভালো জন্মাবেই না। দুজনেই যার যার সিদ্ধান্তে অটল, ফলে ভয়াবহ বাকযুদ্ধ কে ঠেকায়?

সভার সময় স্নোবল প্রায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করে তার চমৎকার বাকপটুতার গুণে, নেপোলিয়নও অন্যদের নিজের পক্ষে টানে নানাভাবে পটিয়েপাটিয়ে। বিশেষ করে ভেড়াদের সে ভালোভাবেই ভজাতে পেরেছিল। ভেড়ার পাল ইদানীং ঘন ঘন আওড়ায়—'চারপেয়েরা শত্রু, দুপেয়েরা বন্ধু।' এবং ওদের এই ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ধ্বনির কোনো সময়-অসময় নেই। প্রায়ই এতে ব্যাঘাত ঘটে সভার। দেখা গেছে, 'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ'—সমস্বরে এই ধ্বনি তারা তোলে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নোবলের বক্তৃতার একেবারে মোক্ষম সময়ে। ফার্ম হাউসে কৃষক এবং খামার মালিকদের জন্য লেখা কিছু বই পেয়েছিল স্নোবল। খামারের উন্নয়ন এবং পশুদের বংশবৃদ্ধির ওপর লেখা এই পুরোনো বইগুলো। নতুন নতুন কারিগরি কৌশল প্রয়োগের পদ্ধতিও লেখা আছে এই বইগুলোতে। স্নোবল খুব করে পড়ে নিল সব। তারপর অন্যান্য পশুদের সে বলতে লাগল কীভাবে জমিতে নালা কেটে সেচ সুবিধে দেওয়া সম্ভব, গোবর সার থেকে কীভাবে জমি উর্বর হয়। জমিতে সার দেওয়ার পদ্ধতিটাকে সহজ করে তোলার জন্য পশু ভাইদের সে জমিতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লাদা মেরে আসার পরামর্শ দিল। এতে সার বয়ে নেওয়ার পরিশ্রমটা বেঁচে যাবে।

এদিকে নেপোলিয়নের নিজের কোনো পরিকল্পনা নেই, তবে সে ধীরেসুস্থে সবাইকে বলে বেড়ায়, স্নোবলের জারিজুরি আদৌ কোনো ফল দেবে না। তবে হাবভাবে মনে হচ্ছে, সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে সে। উইন্ডমিল নিয়ে তাদের মতবিরোধ আগের সব বিতর্ককে ছাড়িয়ে গেল।

খামারের দালান থেকে অল্প দূরে, বিস্তৃত চারণভূমিতে ছোটখাটো টিলা রয়েছে একটা, যা সবচেয়ে উঁচু জায়গা এই খামারের। জায়গাটা জরিপ করে স্নোবল ঘোষণা করল, এটাই উইন্ডমিলের উপযুক্ত স্থান। এই উইন্ডমিল ডায়নামো চলার শক্তি যোগাবে এবং ডায়নামো থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে খামারে। বিদ্যুৎ পশুদের থাকার ঘরগুলোকে করবে আলোকিত এবং শীতে যোগাবে উষ্ণতা। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের মাধ্যমে চলবে বৃত্তাকার করাত, ঘাসকাটার যন্ত্র, একটি ম্যানজেল-স্লাইসার এবং একটি দুধ দোয়ানোর যন্ত্র। পশুরা এ রকম কথা এর আগে কখনো শোনে নি (কারণ এই খামারটি তো সেকেলে ধাঁচের এবং যন্ত্রপাতি যা আছে—সবই তো সেই আদ্দিকালের)। স্নোবলের মুখে এসব যন্ত্রের কাণ্ডকীর্তি শুনে অবাক হয়ে গেল পশুরা। তারা যখন মনের সুখে মাঠে চরে বেড়াবে কিংবা পড়াশোনা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মনের উন্নতি ঘটাবে, এই ফাঁকে যন্ত্রগুলো স্বচ্ছন্দে করে যাবে যার যার কাজ।

কয়েক সপ্তাহর মধ্যে উইন্ডমিল বসানোর যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলল স্নোবল। যান্ত্রিক ব্যাপারগুলো বিস্তারিত জানা গেল মি. জোন্‌সের বইপত্র থেকে। বইগুলো হচ্ছে—'ঘরের কাজে উপকারী এক হাজার যন্ত্র', 'প্রতিটা মানুষই রাজমিস্ত্রি', এবং 'শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যুৎ'।

স্নোবল যে ছাউনিটাকে তার পড়াশোনার জন্য বেছে নিয়েছে, এক সময় ডিম ফোটানো হত ঘরটাতে। ঘরের কাঠের মেঝেটা বেশ মসৃণ, আঁকাআঁকির জন্য ভালো। সেখানে এক বসায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় স্নোবল। একখণ্ড পাথর চাপা দিয়ে বইটা খোলা রাখে সে। তারপর দুই খুরের মাঝখানে একটা চক ধরে মেঝেতে দ্রুত এঁকে চলে। দাগের পর দাগ টানতে টানতে মাঝে মধ্যে উত্তেজনায় ঘোঁৎঘোঁৎ করে ওঠে সে। ধীরে ধীরে নকশাটা জটিল এক আঁকিবুঁকিতে রূপ নিল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাঁজকাটা চাকার মতো একটা জিনিস। মেঝের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা দখল করে ফেলল এই চাকা। খামারের অন্যান্য পশুরা এই নকশার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না, তবে জিনিসটা মনে ধরল তাদের। সবাই দিনে অন্তত একবার আসে এই স্নোবলের এই আঁকিবুঁকি দেখতে। এমনকি হাঁস-মুরগিরাও আসে, তবে চকের দাগ না মাড়ানোর ব্যাপারে খুব কষ্ট করতে হয় ওদের। এভাবে সবাই আসে, শুধু নেপোলিয়ন দূরে দূরে। শুরু থেকেই উইন্ডমিলের বিরোধিতা করে আসছে সে। একদিন একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই স্নোবলের নকশাটা দেখতে গেল নেপোলিয়ন। ছাউনির চারপাশে তারিক্কি চালে ঘুরে ঘুরে নকশাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে, একবার কি দুবার শুঁকে দেখল জিনিসটা, তারপর দাঁড়িয়ে গেল নট-নড়নচড়ন হয়ে। আড়দৃষ্টিতে নকশাটা একটুখানি দেখে হঠাৎ পা তুলে ছর্ ছরিয়ে দিল ওটা ভিজিয়ে। অপকর্মটা সেরে একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এল সে।

উইন্ডমিল নিয়ে দু ভাগ হয়ে গেল পুরোটা খামার। একেবারে কাটাকাটি দু ভাগ। স্নোবল অস্বীকার করছে না যে উইন্ডমিল তৈরি করাটা কঠিন একটা কাজ। পাথর তুলে এনে দেয়াল গড়তে হবে, তারপর খাড়া করতে হবে উইন্ডমিলের মূল কাঠামোটা, শেষে লাগবে ডায়নামো এবং তার (কিন্তু এই জিনিসগুলো কোত্থেকে যোগাড় হবে, তা বলল না স্নোবল)। তবে স্নোবলের আশা আছে, বছরখানেকের ভেতর সারা হয়ে যাবে সব কাজ। সে ঘোষণা দিয়েছে, ডায়নামো চালু হলে পশুদের কষ্ট অনেক কমে যাবে। সপ্তাহে তখন শুধু তিন দিন কাজ করলেই চলবে। এদিকে নেপোলিয়ন স্নোবলের কথার বিপরীতে সুর তুলে বলছে, এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো। এখন খামারের পশুরা যদি উইন্ডমিলের পেছনে সময় নষ্ট করে, তা হলে না খেয়ে মরতে হবে সবাইকে।

পশুরা দু দলে ভাগ হয়ে দু রকম স্লোগান দিতে লাগল। একদল বলে, 'স্নোবলকে ভোট দাও, সপ্তায় তিন দিন বেছে নাও।' আরেক দলের জোরালো কণ্ঠ, 'নেপোলিয়নকে ভোট দাও, পেট পুরে খেয়ে নাও।'

বেঞ্জামিন কেবল গেল না এই দলাদলিতে। খাদ্যের আরো বেশি ফলন হবে কিংবা উইন্ডমিল সবার শ্রম বাঁচাবে—কোনো স্লোগানই বিশ্বাস করল না সে। তার কথা, উইন্ডমিল হোক বা না হোক, জীবন যেমন আছে, তেমনই চলবে—তার মানে, ভালো যাবে না।

উইন্ডমিল-বিতর্ক ছাড়াও খামারের নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। পশুরা সবাই খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছে, গোয়ালঘরের যুদ্ধে যদিও হেরে গেছে মানুষেরা, তারা আরো সংঘবদ্ধ হয়ে আবার আক্রমণ চালাতে পারে খামারটা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে। এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে মি. জোন্সের কর্তৃত্বের। এ রকম ধারণার পেছনে কারণও রয়েছে। মানুষের পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের এলাকাজুড়ে এবং যে কোনো সময়ের চেয়ে আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে পশুরা। বরাবরের মতো এই নিরাপত্তার প্রশ্নেও একমত হতে পারল না স্নোবল এবং নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নের মতে, আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করে পশুদের প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত গুলি ছোড়ার। স্নোবলের কথা, অন্যান্য খামারে ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর পাঠিয়ে পশুদের মাঝে উস্কে দেওয়া উচিত বিদ্রোহ। একজন বলল, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে পরাজয় অনিবার্য। আরেকজন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল, বিদ্রোহ যদি সব জায়গাতেই ঘটে যায়, তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। পশুরা আগে নেপোলিয়নের কথা শুনল, তারপর শুনল স্নোবলের কথা। কিন্তু কার কথা যে ঠিক—মনস্থির করতে পারল না কেউ। বাস্তবে দেখা গেল, দুজনের যে যখন কথা বলছে, তার কথায়ই সেই মুহূর্তে সায় দিচ্ছে সবাই।

অবশেষে শুভদিন এসে গেল স্নোবলের জন্য, এখন শুধু উইন্ডমিল তৈরির কাজে হাত দেওয়া বাকি। পরের রোববারে সভা ডাকা হল উইন্ডমিল তৈরির ব্যাপারে ভোটাভুটির জন্য। পশুরা সব জড়ো হল বড় গোলাঘরটায়। স্নোবল গিয়ে দাঁড়াল তার কথা বলার জন্য। কিন্তু গোলমাল শুরু করে দিল ভেড়ার দল। ওদের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ সহ্য করেও উইন্ডমিল বানানোর ব্যাপারে যুক্তি দেখাতে লাগল স্নোবল। এরপর নেপোলিয়ন দাঁড়াল জবাব দেওয়ার জন্য। সে শান্ত কণ্ঠে পশুদের বলল, উইন্ডমিল বানানোটা হবে একেবারেই অর্থহীন। কাজেই এ ব্যাপারে কাউকে ভোট না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিল সে। তারপর বসে গেল চট করে। মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের মতো কথা বলল নেপোলিয়ন, কিন্তু দেখা গেল, সবাই ভজে গেছে তার কথায়।

স্নোবল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। চিৎকার করে থামতে বলল ভেড়াগুলোকে, ওরা আবার ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করেছে। উইন্ডমিল যাতে বসানো যায়, এজন্য সবার কাছে কাতর কণ্ঠে সমর্থন চাইল সে। এখনো পশুদের অনুভূতি সমান দু ভাগে বিভক্ত, কিন্তু স্নোবলের কথার জাদু ভাসিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে। তার জ্বলজ্বলে কথামালা পশুখামারের এমন এক ছবি আঁকল, যেখানে পশুদের পিঠে ক্লান্তিকর শ্রমের বোঝা নেই। স্নোবলের কল্পনা এখন শস্য-কাটার কল এবং শালগম টুকরো করার যন্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে। সে বলতে লাগল, বিদ্যুৎ পশুদের থাকার জায়গাগুলোতে আলো তো দেবেই, আরো দেবে গরম এবং ঠাণ্ডা পানির সুবিধা এবং একটি হিটার। তাছাড়া বিদ্যুৎ মাড়াই কলগুলোকে চালাবে, ক্ষেতে লাঙল দেবে, মই দেবে, শস্য কাটবে এবং বাঁধাছাঁদা করবে।

এভাবে স্নোবল যখন তার কথা শেষ করল, তখন পরিষ্কার বোঝা গেল—ভোট কোন দিকে যাবে। এমন সময় উঠে দাঁড়াল নেপোলিয়ন। স্নোবলের দিকে অদ্ভুত এক তেরছা-দৃষ্টিতে তাকাল সে। বিকট সুরে এমনভাবে ঘোঁৎঘোঁৎ শুরু করল, যা আগে কখনো শোনে নি কেউ।

সহসা কুকুরের ভয়াল গর্জন শোনা গেল বাইরে, এবং পেতল বসানো কলার পরে নয়টি বিশাল কুকুর এসে ঢুকল গোলাঘরে। ওরা সোজা ধাঁই করল স্নোবলের দিকে,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নোবল কোনোমতে লাফ দিয়ে সরে কুকুরগুলোর কামড় থেকে বাঁচাল নিজেকে। নিমেষে দৌড়ে দরজার বাইরে চলে গেল সে, তারপর ছুটতে থাকল প্রাণপণ। কুকুরগুলোও পিছু নিল তার। বিস্ময় আর আতঙ্কে নির্বাক পশুরা দরজায় গিয়ে জড়ো হল কুকুরদের এই ধাওয়া–দৃশ্য দেখার জন্য। বিস্তৃত চারণভূমি দিয়ে যে পথটা রাস্তার দিকে চলে গেছে, সেই পথটা দিয়ে ছুটছে স্নোবল। একটা শূকর যতটুকু ছুটতে পারে, ঠিক ততটুকু জোরেই ছুটছে সে। কুকুরেরা প্রায় এসে গেছে তার কাছে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল স্নোবল। মনে হল, নির্ঘাত এবার ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু হাঁচড়ে–পাঁচড়ে আবার উঠে দাঁড়াল স্নোবল, ছুটতে লাগল আরো দ্রুতগতিতে, একটা কুকুর হঠাৎ খপ করে কামড়ে ধরল তার লেজ। কিন্তু সময়মতো ঝট্‌কা মেরে লেজটা ছাড়িয়ে নিল স্নোবল। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল আরো। আর ইঞ্চি কয়েক দূরত্ব কমাতে পারলেই স্নোবলকে পাকড়াও করবে কুকুরেরা, এমন সময় একটা ঝোপের ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ল স্নোবল, তারপর তাকে আর দেখা গেল না।

আতঙ্কিত পশুরা নিঃশব্দে ফিরে গেল গোলাঘরে। খেপা কুকুরগুলোও চলে এল শিগগিরই। প্রথমে কেউ ঠাওরাতে পারল না—এই জানোয়ারের দল এল কোত্থেকে, তবে জলদি জানা গেল : যে কুকুরছানাগুলোকে নেপোলিয়ন মায়েদের কাছ থেকে সরিয়ে আলাদাভাবে লালনপালন করেছে, সেগুলোই এই কুকুর। যদিও এখনো বড় হয় নি পুরোপুরি, তবে একেকটা বিশাল হয়েছে আকারে, দেখতে ঠিক নেকড়ের মতো ভয়াল। নেপোলিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল ওরা। সবাই লক্ষ্য করল, অন্যান্য কুকুর যেমন মি. জোন্‌সের সামনে লেজ নাড়ত, তেমনি এই কুকুরেরাও লেজ নেড়ে আনুগত্য দেখাচ্ছে নেপোলিয়নকে।

কুকুরদের নিয়ে মেঝের উঁচু জায়গাটায় উঠে পড়ল নেপোলিয়ন, যেখানে দাঁড়িয়ে এর আগে ভাষণ দিয়েছিল মেজর। নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, এখন থেকে রোববার সকালে কোনো সভা আর হবে না। সে বলল, এসব সভার আসলে কোনো দরকার নেই, শুধু শুধু সময়ের অপচয়। এখন থেকে খামারের কাজকর্ম সব পরিচালিত হবে শূকরদের নিয়ে গড়া এক বিশেষ কমিটির মাধ্যমে, যার সভাপতি নেপোলিয়ন নিজে। এই সমিতির সভা হবে গোপনে, পরে সিদ্ধান্তগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে সবাইকে। রোববার সকালে পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের অনুষ্ঠানটি চালু থাকবে ঠিকই, পশু–সঙ্গীতও গাওয়া হবে, তারপর পুরো সপ্তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেনে নেবে পশুরা। এ নিয়ে কোনো তর্ক–বিতর্ক চলবে না।

স্নোবলের এই বিতাড়ন সবাইকে মর্মাহত করলেও, প্রতিবাদে সাহসী হল না কেউ। বরং নেপোলিয়নের এই ঘোষণায় ভড়কে গেল সবাই। ওদের কয়েকটি মিলে অবিশ্যি প্রতিবাদ করত, যদি তর্ক করার মতো জুতসই কোনো যুক্তি খুঁজে পেত। এমনকি বক্সারকেও দিশেহারা মনে হল খানিকটা। কান দুটো পেছনের দিকে নিয়ে কপালের চুলের গোছা বার কয়েক নাড়ল সে, খুব চেষ্টা করল ভাবনাগুলোকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে, কিন্তু শেষমেশ বলার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। এরপরেও কয়েকটা শূকর সরব হয়ে উঠল। সামনের সারি থেকে অল্প বয়েসী চারটে শূকর জোরেশোরে প্রতিবাদ জানাল নেপোলিয়নের ঘোষণার। চারটেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। কিন্তু নেপোলিয়নকে ঘিরে বসা কুকুরগুলো গলার গভীর থেকে ভয়াল গর্জন ছাড়ল। অমনি কথা বন্ধ চার শূকরের, ধপ্ করে বসে পড়ল ওরা। এরপর ভেড়ার পাল ভয়াবহ শোর তুলে চেঁচাতে লাগল, 'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ!'

প্রায় মিনিট পনের ধরে চলল ভেড়াদের এই অত্যাচার এবং আর কোনো আলাপ-আলোচনার সুযোগ না রেখে শেষ হয়ে গেল সভা।

এবার স্কুইলার এল নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সবাইকে বোঝাতে।

'বন্ধুরা', বলল স্কুইলার। 'আমার বিশ্বাস, কমরেড নেপোলিয়ন বাড়তি শ্রম নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে যে ত্যাগস্বীকার করেছেন, তোমাদের সবার কাছেই সেটা প্রশংসিত হয়েছে। তোমরা ভেবো না, বন্ধুরা, নেতৃত্ব একটা আনন্দের ব্যাপার। বরং এটা সাঙ্ঘাতিক এক গুরুদায়িত্ব। পশুদের সাম্যবাদে কমরেড নেপোলিয়নের চেয়ে বিশ্বাসী আর কেউ নয়। তোমরা যদি নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পার, তাহলে সবচেয়ে খুশি হবেন তিনি। কিন্তু মাঝে মধ্যে তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পার, বন্ধুরা, তখন কী হবে? ধর, তোমরা স্নোবলের কথায় ভজে গিয়ে উইন্ডমিল গড়ার মতো একটা অবাস্তব পরিকল্পনায় হাত দিলে, তখন? কে এই স্নোবল? আমরা সবাই এখন জেনে গেছি তার খবর। একটা অপরাধীর চেয়ে ভালো কিছু কি সে?

'গোয়ালঘরের যুদ্ধে সাহসের সাথে লড়েছে সে', বলল কে একজন।

'সাহসই সবকিছু নয়', বলল স্কুইলার। 'এরচেয়ে কর্তব্যবোধ এবং আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি বিশ্বাস করি, এমন একটা সময় আসবে, যখন আমরা দেখব—গোয়ালঘরের যুদ্ধে স্নোবলের ভূমিকাটাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। শৃঙ্খলা, বন্ধুরা, কঠোর শৃঙ্খলা? এটাই হবে আমাদের আজকের মূলমন্ত্র। একবার ভুল জায়গায় পা দিয়েছ কি শত্রুরা সব চড়াও হবে আমাদের ওপর। নিশ্চয়ই বন্ধুরা, তোমরা চাও না জোন্স আবার ফিরে আসুক?'

আবার কোনো জবাব পাওয়া গেল না এ প্রশ্নের। পশুরা অবশ্যই চায় না মি. জোন্সের ফিরে আসা। যদি রোববার সকালের এই সভাগুলো তাঁকে ফিরে আসার পথ করে দেয়, তা হলে অবশ্যই সভাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বক্সার এতক্ষণে তার চিন্তার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে। সে তার অনুভূতি প্রকাশ করল এই বলে : 'যদি কমরেড নেপোলিয়ন এসব বলে থাকেন, তা হলে অবশ্যই ঠিক বলেছেন।'

এরপর থেকে দুটো নীতি বেছে নিল বক্সার। একটা হচ্ছে—'নেপোলিয়নের কথা সবসময়ই ঠিক।' আরেকটা নীতি তার একান্তই ব্যক্তিগত। সে মনে মনে বলল, 'আরো বেশি পরিশ্রম করব আমি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে দেখতে বদলে গেল আবহাওয়া। শুরু হয়ে গেল বসন্তের চাষবাস। যে ছাউনিতে স্নোবল তার স্বপ্নের উইন্ডমিলের নকশা এঁকেছিল, বন্ধ করে দেওয়া হল সেটা। সবাই আন্দাজ করল, মেঝে থেকে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে ওই নকশাটা।

প্রতি রোববার সকাল দশটায় পশুরা সব গিয়ে বড় গোলাঘরটায় জড়ো হয় পুরো সপ্তার কাজের নির্দেশ নেওয়ার জন্য। বুড়ো মেজরের খুলিটা বাগানের কবর থেকে তুলে এনে পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন একরত্তি মাংসও নেই ওটায়। পতাকাদণ্ডের গোড়ায় গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসানো হয়েছে খুলিটা। খুলির পাশে সেই বন্দুক। পতাকা উত্তোলনের পর সবাই যখন সার বেঁধে গোলাঘরে ঢোকে, তখন বিশেষ সম্মান জানায় খুলিটাকে। গোলাঘরে আগের মতো এখন আর কেউ একসঙ্গে বসে না। স্কুইলার এবং মিনিমাস নামে আরেক শূকরকে নিয়ে উঁচু মঞ্চটায় বসে যায় নেপোলিয়ন। কবিতা লেখার বিশেষ গুণ রয়েছে মিনিমাসের, গানে সুরও দেয় ভালো। এই তিনজন মঞ্চে ওঠার পর তাদেরকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে বসে তাগড়া নয়টি কুকুর। কুকুরগুলোর পেছনে বসে শূকরেরা। বাকি পশুরা তাদের দিকে মুখ করে বসে গোলাঘরের প্রধান অংশে। সৈনিকদের ঢঙে ভারিক্কি একটা ভাব নিয়ে সারা সপ্তাহের আদেশলিপি পড়ে শোনায় নেপোলিয়ন। তারপর 'পশু-সঙ্গীত' একবার গাওয়ার পর বেরিয়ে আসে সবাই।

স্নোবল বিতাড়িত হওয়ার পর, তৃতীয় রোববারে নেপোলিয়নের একটা ঘোষণা শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই। সেই উইন্ডমিলটা এবার নিজেই তৈরি করতে চায় সে। এই মন পরিবর্তনের জন্য কোনো কারণ দেখাল না নেপোলিয়ন। শুধু পশুদের সতর্ক করে দিল—এই বাড়তি কাজ মানে প্রচুর কঠোর পরিশ্রম। এমনকি এ কাজের জন্য সবার রেশনে টান পড়ে যেতে পারে। উইন্ডমিল গড়ার পরিকল্পনা আগাগোড়া চূড়ান্ত। শূকরদের বিশেষ এক কমিটি গত তিনটে সপ্তা কাজ করেছে এ নিয়ে। উইন্ডমিল তৈরি এবং আনুষঙ্গিক নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পরিকল্পনাটির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে বছর দুয়েক লেগে যাবে।

সন্ধ্যায় স্কুইলার ব্যক্তিগতভাবে পশুদের বোঝাতে গেল, নেপোলিয়ন আসলে উইন্ডমিলের বিপক্ষে ছিলেন না কখনো। বরং শুরু থেকেই এ জিনিসটি চেয়ে আসছেন তিনি। ডিম ফোটানোর ঘরের মেঝেতে স্নোবল যে নকশাটা আঁকে, সেটা সে চুরি করে নিয়েছিল নেপোলিয়নের কাগজপত্র থেকে। সত্যি বলতে কি, উইন্ডমিলের ব্যাপারটা নেপোলিয়নের নিজেরই সৃষ্টি।

একজন এ সময় জিজ্ঞেস করে বসল, তা হলে নেপোলিয়ন জোরালোভাবে উইন্ডমিলের বিরোধিতা করেছেন কেন?

ভীষণ এক ধূর্তভাব ফুটে উঠল স্কুইলারের চেহারায়। সে বলল, এটা ছিল কমরেড নেপোলিয়নের একটা কৌশল। তিনি উইন্ডমিলের বিরুদ্ধাচরণের ভান করে ভাগাতে চেয়েছেন স্নোবলকে। ওই বেটা তো ছিল একটা বিপজ্জনক চরিত্র এবং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপের খারাপ। এখন স্নোবল নেই, কাজেই উইন্ডমিলের কাজটাও এগিয়ে যাবে বাধাবিঘ্ন ছাড়া। এটা হচ্ছে একটা কৌশল।

বেশ কয়েকবার কথাটা আওড়াল স্কুইলার, 'বুঝলে, বন্ধুরা, এর নাম হচ্ছে কৌশল! কৌশল!'

আনন্দে লাফাতে লাফাতে লেজ নাড়ল চামচা স্কুইলার। পশুরা কেউ বুঝতে পারল না, এই 'কৌশল' বলতে আসলে কী বোঝাতে চাইছে স্কুইলার। কিন্তু তার দৃঢ়কণ্ঠ এবং সঙ্গে থাকা তিন কুকুরের ভয়াল গর্‌গর্‌ শুনে টুঁ শব্দটি না করে ব্যাখ্যাটা মেনে নিল সবাই।

## ছয়

সারাটা বছর ক্রীতদাসের মতো খেটে গেল পশুরা। কিন্তু এত কাজের মাঝেও তারা সুখী। কারণ এখানে রেষারেষি বা আত্মত্যাগের কোনো ব্যাপার নেই। পশুরা ভালো করেই জানে, তারা যা করেছে, সেটা তাদের নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভালোর জন্যই, কর্মবিমুখ অলস মানুষের বস্তা ভরার জন্য নয়।

সারাটা গ্রীষ্ম এবং বসন্তকাল জুড়ে সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা করে শ্রম দিল তারা। আগস্টে নেপোলিয়ন ঘোষণা দিল, এখন থেকে রোববার বিকেলেও কাজ চলবে। অবিশ্যি এ কাজটা বাধ্যতামূলক নয়, যার ইচ্ছে হয় করবে, নইলে করবে না। কিন্তু যে হাজির থাকবে না, রেশন থেকে অর্ধেক খাবার কমিয়ে দেওয়া হবে তার। এরপরেও দেখা গেল, দরকারি কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। আগের বারের চেয়ে এবার ফসলও খানিকটা কম হল, এবং যে দুটো জমিতে মুলো চাষের কথা ছিল, গরমের প্রথম দিকে, আগেভাগে ঠিকমতো লাঙ্গল না দেওয়ায় পতিত রয়ে গেল জমি দুটো। সহজেই আন্দাজ করা গেল, কঠিন এক সময়ের ভেতর দিয়ে যাবে আগামী শীতকাল।

উইন্ডমিল কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যা নিয়ে এল। চুনাপাথরের সুন্দর এক খাদ রয়েছে খামারে, বাইরের ঘরগুলোর একটায় সিমেন্ট এবং বালিও পাওয়া গেল প্রচুর, কাজেই নির্মাণ সামগ্রী সব হাতের কাছেই রয়েছে। কিন্তু পাথরগুলোকে ভেঙে কীভাবে সুবিধেমতো আকারে নিয়ে আসা যায়—এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে প্রথম দিকে হিমশিম অবস্থা পশুদের। গাঁইতি এবং শাবলের গুঁতো ছাড়া পাথর ভাঙার আর কোনো উপায় খুঁজে পেল না তারা। কিন্তু এসব ব্যবহারের বেলায়ও রয়েছে বিপত্তি। কারণ কোনো পশুই পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে কাজ করতে পারে না। সপ্তাহ কয়েক গাঁইতি-শাবল নিয়ে গুঁতোগুঁতি করার পর যখন কোনো ফল পাওয়া গেল না, তখন আসল বুদ্ধিটা খেলে গেল একজনের মাথায়—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। খাদের তলায় পড়ে আছে বড় বড় পাথরের খণ্ড, যেগুলো ব্যবহার উপযোগী পাথরখণ্ডের তুলনায় অনেক বড়। পশুরা সব মিলে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল সেই বিশাল আকৃতির পাথরগুলো। তারপর গরু, ঘোড়া, ভেড়া এবং অন্যান্য পশু মিলে অনেক কষ্টে একটু একটু করে সেগুলো টেনে তুলল খাদের মাথায়—এমনকি শূকরেরাও যোগ দিল মাঝে মধ্যে, তারপর খাদের মাথা থেকে দড়াম! দ্রুত গড়িয়ে নেমে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পাথরগুলো। তারপর এই পাথরের টুকরোগুলো বয়ে নেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। গাড়িভর্তি পাথর টেনে নিয়ে যেতে লাগল ঘোড়াগুলো, ভেড়াগুলো টানতে লাগল একটা করে বড় টুকরো, এমনকি মুরিয়েল এবং বেঞ্জামিনও পুরোনো একটা গাড়িতে নিজেদের জুতে দিয়ে একসঙ্গে টানতে লাগল পাথর। গরমের শেষাশেষি পর্যাপ্ত পাথর জমা হয়ে গেল এক জায়গায়। তারপর শূকরদের তত্ত্বাবধানে শুরু হল উইন্ডমিল তৈরিব কাজ।

কিন্তু শ্রমসাধ্য এই প্রক্রিয়া এগোতে লাগল ধীর গতিতে। প্রায়ই দেখা যায় কষ্টেসৃষ্টে খাদের মাথায় বড়সড় একটা পাথর তুলতে গিয়েই দিন কাবার, এবং মাঝে মধ্যে নিচে পড়ে ভাঙেও না সে পাথর। এদিকে বক্সার ছাড়া কোনো কাজই হয় না। বক্সারের শক্তি যেন খামারের বাকি পশুগুলোর সম্মিলিত শক্তির সমান। যখন কোনো পাথর খণ্ড ফস্কে গিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করে, পশুর দলও দড়িসুদ্ধ হড়হড়িয়ে রওনা দেয় পাথরের সাথে, হতাশায় চিৎকার দিয়ে ওঠে তারা। এরকম বিপদে সবসময় ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করে বক্সার। পাথরে বাঁধা দড়িটা বিপুল বিক্রমে টেনে ধরে নিয়ে আসে খাদের মাথায়। বক্সার যখন প্রাণান্তকর চেষ্টায় পাথরটাকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে টেনে তোলে, তার নিশ্বাস পড়তে থাকে দ্রুত, খুরের ডগা বাঁকা হয়ে গেঁথে যায় মাটিতে, ঘেমে নেয়ে ওঠে বিশাল শরীর, তখন সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ক্লোভার মাঝে মধ্যে বক্সারকে সতর্ক করে দেয় এই অতি-পরিশ্রমের ব্যাপারে, কিন্তু বক্সার কখনো কান দেয় না তার কথায়। সব সমস্যার সমাধানে বক্সারের স্লোগান দুটোই যথেষ্ট—'আমি আরো বেশি কাজ করব' এবং 'নেপোলিয়ন সবসময়ই ঠিক'।

বক্সারের কথানুযায়ী সেই কচি মোরগটা এখন তাকে রোজ ভোরে আধঘণ্টার জায়গায় পৌনে এক ঘণ্টা আগে ডেকে দেয়। এই বাড়তি সময়টাতে বক্সার একাকী চলে যায় খাদটার কাছে। ভেঙে যাওয়া টুকরো পাথরের বোঝা এনে রাখে উইন্ডমিলের নির্ধারিত জায়গায়।

কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও গরমকালটা মন্দ কাটল না পশুদের। মি. জোন্সের সময়ের চেয়ে তারা বেশি খাবার না পেলেও, নেহাত কম পাচ্ছে না। নিজেদের খাবার নিজেরাই যোগানোর বেলায় সুবিধেটা হচ্ছে—বাড়তি পাঁচটা মানুষকে ভাগ দিতে গিয়ে অপচয় হচ্ছে না খাবারটা। একের পর এক ব্যর্থতাকে টপকেই তো আজ এ পর্যায়ে এসেছে তারা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুরা এখন অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে আরো বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছে, যার ফলে বেঁচে গেছে শ্রম। যেমন—ক্ষেতের আগাছা তুলে ফেলার ক্ষেত্রে পশুদের মতো নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয় মানুষের। যেহেতু এখন কোনো পশু চুরির ধান্ধায় নেই, কাজেই চারণভূমি এবং চাষ দেওয়া জমির মাঝখানে বেড়া দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ফলে বেড়া দেওয়া এবং গেট তৈরির প্রচুর পরিশ্রম বেঁচে গেছে। এর পরেও নানারকম ঘাটতি দেখা দিল, যা আগে থেকে ভাবা হয় নি। প্যারাফিন তেল, পেরেক, দড়িদড়া, কুকুরের বিস্কিট, ঘোড়ার নালের লোহা—এসব জিনিসের অভাব দেখা দিল, যেগুলোর কোনোটাই তৈরি হয় না খামারে। পরবর্তীতে অভাব দেখা দিল বীজ এবং কৃত্রিম সারের। আরো দরকার পড়ল নানারকম কলকব্জার। সবশেষে প্রয়োজন হল উইন্ডমিলের যন্ত্রপাতির। কী করে এই জিনিসগুলো যোগাড় হবে, ভেবেচিন্তে কূল পেল না কেউ।

এক রোববার সকালে পশুরা সবাই যখন কর্তাবাবুর নির্দেশের জন্য জড়ো হয়েছে, এমন সময় নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, নতুন এক কৌশল বেছে নিয়েছে সে। এখন থেকে এই পশু খামার ব্যবসা করবে আশপাশের খামারগুলোর সাথে। তবে এই ব্যবসাটা অবশ্যই কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে হবে না। ব্যবসাটা হবে জরুরিভিত্তিতে কিছু জিনিসের চাহিদা মেটানোর জন্য। নেপোলিয়ন বলল, সব কিছুর ঊর্ধ্বে উইন্ডমিলের প্রয়োজনটাকে স্থান দিতে হবে। এ জন্য খড়ের একটা গাদা এবং এ বছর উৎপাদিত গমের একটা অংশ বিক্রির আয়োজন করছে সে। পরে যদি আরো টাকার টান পড়ে, তা হলে মুরগির ডিম বেচে সে চাহিদা পূরণ করা হবে। উইলিংডনে ডিমের একটা বাজার সবসময়ই আছে। এই ত্যাগস্বীকারটাকে স্বাগত জানানো উচিত মুরগিদের, বলল নেপোলিয়ন, কারণ তাদের এই বিশেষ অবদান উইন্ডমিল তৈরির জন্যই।

পশুদের মাঝে আবার একটা অস্বস্তি দেখা গেল। মানুষের সাথে কখনো ওঠা-বসা হবে না, ব্যবসা হবে না, টাকার লেনদেন হবে না—এটাই তো ছিল সর্বাগ্রে পাস করা প্রস্তাব। মি. জোন্‌স বিতাড়িত হওয়ার পর বিজয়োল্লাসের প্রথম যে সম্মেলনটা হল, সেখানে কি অনুমোদিত হয় নি এসব?

সব পশু মিলে স্মরণ করার চেষ্টা করল সেই প্রস্তাবগুলো। অন্তত মানুষের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টা স্মরণ করতে পারল তারা। তবে কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। শুধু ফট্ করে দাঁড়িয়ে গেল অল্প বয়েসী শূকর চারটে। নেপোলিয়নের শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করল ওরা, কিন্তু ধোপে টিকল না। কুকুরগুলোর ভয়াল গর্জন ওদের থামিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ভেড়াগুলো যথারীতি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে গাইতে লাগল—'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ!'

ভেড়াগুলোর সমবেত সুর মুহূর্তেই দূর করে দিল ক্ষণিকের এই বিশৃঙ্খলা। শেষে নেপোলিয়ন খুরধ্বনি তুলে থামতে বলল ভেড়াগুলোকে, এবং ঘোষণা করল,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবসার যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে সে। এক্ষেত্রে মানুষের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন হবে না কোনো পশুর, ফলে স্পষ্টতই সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার থেকে দূরে থাকছে তারা। মানুষের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে সমস্ত দায়দায়িত্ব নেপোলিয়নের। মি. হুইম্পার নামে উইলিংডনের এক আইনজীবী রাজি হয়েছেন পশুখামারের সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকতে। প্রতি সোমবার সকালে তিনি পশুখামারে আসবেন প্রয়োজনীয় কাজ বুঝে নিতে।

'পশুখামার দীর্ঘজীবী হোক!'—বরাবরের মতো এই কথা বলে বক্তব্য শেষ করল নেপোলিয়ন। তারপর 'পশু-সঙ্গীত' গাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল সভা।

সভাশেষে স্কুইলার এল খামারের পশুদের বোঝাতে। সে জোরগলায় বলল, মানুষের সাথে ব্যবসা হবে না এবং টাকার লেনদেন চলবে না—এ ধরনের প্রস্তাব পাস হয় নি কখনো, এমনকি প্রস্তাব করাও হয় নি। এটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার; সম্ভবত শুরুতে স্নোবলের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে এই মিথ্যে। এরপরেও কিছু পশু হালকা সন্দেহ প্রকাশ করল, তখন স্কুইলার ধূর্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি নিশ্চিত, এটা তোমাদের অলীক কোনো স্বপ্ন নয়! এ ধরনের কোনো প্রস্তাবের প্রমাণ দেখাতে পারবে তোমরা? এমন কথা লেখা আছে কোথাও?'

এবং সত্যিই যেহেতু এ ধরনের কোনো কথা লেখা নেই কোথাও, কাজেই পশুরা নিশ্চিত হল—ভুল করছে তারা।

যেভাবে আয়োজন করা হল, সেভাবেই প্রতি সোমবার খামারে আসতে লাগলেন মি. হুইম্পার। ধূর্ত চেহারার ছোটখাটো লোক তিনি, দু পাশের গালে চওড়া জুলফি। আইনজীবী হিসেবে ব্যবসা তাঁর ছোটখাটো, কিন্তু বুদ্ধি আছে বেশ। তিনি চট করে বুঝে গেলেন, পশুদের এই খামার থেকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আখের গোছানো যাবে বেশ। পশুরা ভীত চোখে তার আসা-যাওয়া দেখে, আর যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে তাকে। এর পরও নেপোলিয়নের দৃষ্টিতে অন্যরকম দাঁড়াল ব্যাপারটা। কোনো দুপেয়ে এসে চারপেয়েদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলছে, এতে মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে তাদের।—এই গর্ব নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করল পশুদের। আর যাই হোক, মানুষের সাথে পশুদের সম্পর্কটা তো এখন আর আগের মতো নেই। পশু খামারের দিন দিন যে উন্নতি হচ্ছে, তাতে ওদেরকে অবহেলা করার কোনো অবকাশ নেই মানুষের, কিন্তু বাস্তবে পশু খামারকে আগের চেয়ে আরো বেশি ঘৃণা করে তারা। প্রতিটা মানুষের মনে একটা বিশ্বাস জাঁকিয়ে বসেছে, আজ হোক বা কাল হোক, দেউলে হতে বাধ্য পশুখামার। আর ওদের যে উইন্ডমিল বসানোর কাজ, কক্ষনো সফল হবে না সেটা। সরাইখানায় গিয়ে জটলা করে এ নিয়ে গল্প করে তারা। উইন্ডমিল যে ব্যর্থ হবে, একজন আরেকজনকে নকশা এঁকে বুঝিয়ে দেয়। প্রমাণ দেখায়, উইন্ডমিল যদি শেষমেষ দাঁড়িয়েও যায়, কখনো কাজ করবে না ওটা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরেও নিজেদের দক্ষতায় খামার পরিচালনার জন্য পশুদের প্রতি এক ধরনের সমীহ জন্মাল মানুষের। এর একটা লক্ষণ হচ্ছে 'ম্যানর ফার্ম'কে 'অ্যানিমেল ফার্ম' বলে ডাকতে শুরু করা। অজান্তেই পশু খামারকে যথাযোগ্য এই স্বীকৃতি দিচ্ছে মানুষ। এদিকে মি. জোন্‌সের প্রতি সমর্থনও সরিয়ে নিয়েছে তারা। মি. জোন্‌স খামার ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে চলে গেছেন অন্য কোথাও।

যদিও মি. হুইম্পার ছাড়া পশু খামার এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের আর কেউ নেই, তবু একটা গুঞ্জন গ্যাঁট্ হয়ে বসল খামারে—ফক্সউডের মি. পিলকিংটন কিংবা পিঞ্চফিল্ডের মি. ফ্রেডরিকের সাথে কোনো ব্যবসায় জড়াচ্ছে নেপোলিয়ন। কিন্তু কখনো এর কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

শূকরেরা হঠাৎ নিজেদের আবাস ছেড়ে ফার্ম হাউসে গিয়ে উঠে পড়ল। এখন থেকে এখানেই থাকবে তারা। আবার অনিয়মের সম্মুখীন হল খামারের বাকি পশুরা। তারা স্মরণ করে দেখল, শুরুর দিকে পশুদের থাকার জায়গা নিয়ে যে আইন পাস হয়েছিল, শূকরেরা এখন তার বিরুদ্ধে। কিন্তু স্কুইলার এসে যথারীতি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিল সবার—শূকরেরা যা করেছে, ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। শূকরেরা যেহেতু খামারের মাথা, কাজেই ফার্ম হাউসে থাকাটা তাদের জন্য খুব জরুরি। এখানে বসে নিরিবিলিতে কাজ করতে পারবে তারা। নোংরা খোঁয়াড়ে থাকার চেয়ে ফার্ম হাউসে থাকাটা একজন নেতার মানমর্যাদার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ (ইদানীং নেপোলিয়নকে নেতা বলে ডাকে তারা)। এর পরেও কিছু পশুর শান্তি হারাম হয়ে গেল, যখন তারা শুনল—শূকরেরা শুধু রান্নাঘরেই খায় না, অবসর কাটানোর জন্য ড্রইং রুম ব্যবহার করছে, আর ঘুমোচ্ছে গিয়ে বিছানায়। বক্সার বরাবরের মতো প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটিয়ে বলল, 'নেপোলিয়ন সব সময়ই ঠিক!'

কিন্তু ক্লোভার এড়িয়ে যেতে পারল না। তার পরিষ্কার মনে পড়ল, পশুদের বিছানায় থাকা নিয়ে কড়া একটা আইন চালু আছে। গোলাঘরের পেছনে চলে গেল সে। সেখানে লেখা সাতটি নীতিবাক্য পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অক্ষরগুলো আলাদা করে পড়া ছাড়া বেশি দূর এগোতে পারল না। তখন মুরিয়েলকে ডেকে আনল সে।

'মুরিয়েল' বলল ক্লোভার। 'চার নম্বর নীতিটা আমাকে পড়ে শোনাও তো। ওখানে বিছানায় ঘুমোনোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে না?'

মুরিয়েল কষ্টেসৃষ্টে পড়ল লেখাটা।

'এতে বলা হয়েছে, "কোনো পশু চাদর বিছানো বিছানায় ঘুমোতে পারবে না", 'শেষমেষ বলল মুরিয়েল।

ক্লোভার কৌতূহলী হয়ে মনে করতে চাইল, চার নম্বর নীতিতে চাদরের কথা উল্লেখ ছিল কি না। কিন্তু মনে পড়ল না। তবে দেয়ালে যেহেতু লেখা রয়েছে, কাজেই অবশ্যই চাদরের কথাটা ছিল। এমন সময় সেখানে স্কুইলার এসে হাজির। দু তিনটে কুকুর নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে, মওকা মতো দৃশ্যটাকে কাজে লাগিয়ে দিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমরা তো শুনেছ, বন্ধুরা', বলল স্কুইলার। 'আমরা শূকরেরা এখন ফার্ম হাউসের বিছানায় ঘুমোচ্ছি? এবং কেন ঘুমোব না, বলো? তোমরা নিশ্চয়ই ধরে নাও নি, বিছানায় ঘুমোনোর ব্যাপারে কখনো কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল? বিছানা মানে নিছক একটা ঘুমোনোর জায়গা। গোয়ালঘরে যে খড়ের স্তূপ, সেটাও কিন্তু বিছানা। আইনগত যে বিধিনিষেধ—সেটা বিছানার চাদর নিয়ে, যা মানুষের হাতে তৈরি। ফার্ম হাউসের বিছানা থেকে চাদরগুলো সরিয়ে ফেলেছি আমরা। চাদরের বদলে কম্বল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছি। এবং খুবই আরামের এই কম্বলের বিছানা! তবে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, এরচেয়ে বেশি আরামের নয়। তোমাদের এ কথা বলতে পারি, বন্ধুরা, আজকাল খামারের মগজ খাটানোর যত কাজ, সবই করতে হচ্ছে আমাদের। কাজেই আমাদের আরাম থেকে বঞ্চিত করতে পার না তোমরা। বল, বন্ধুরা, তাই কি চাও? তোমরা নিশ্চয়ই চাও না, খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে কর্তব্য থেকে সরে যাই আমরা? নিশ্চয়ই তোমরা আশা কর না, আবার ফিরে আসুক জোন্‌স?'

সঙ্গে সঙ্গে স্কুইলারকে পুনর্নিশ্চয়তা দেওয়া হল—না, জোন্‌সের ফিরে আসাটা কাম্য নয় কারো। এবং ফার্ম হাউসের বিছানায় শূকরদের ঘুমোনো নিয়ে আর কোনো কথাও উঠল না। কিছুদিন পর যখন ঘোষণা করা হল, রোজ সকালে খামারের অন্যান্য পশুদের চেয়ে একটা ঘণ্টা পরে উঠবে শূকরেরা, এ নিয়েও কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেল না কারো।

শরৎকালে দেখা গেল, পশুরা ক্লান্ত হলেও সুখী। একটা বছর খুব কষ্টে কেটেছে তাদের। খড় এবং শস্যের কিছু অংশ বিক্রি করার পর শীতের জন্য পর্যাপ্ত খাবার রইল না তাদের, কিন্তু উইন্ডমিলের জন্য যে কোনো ক্ষতি তারা মেনে নিতে প্রস্তুত। প্রায় অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে এটার। ফসল কাটার পর পরিষ্কার শুষ্ক আবহাওয়ার একটা লম্বা সময় এল। পশুরা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে লাগল। তারা ভাবল, যদি সারা দিন ধরে একটানা কাজ করা যায়, তা হলে আরেক ফুট বাড়ানো যাবে দেয়াল। বস্তার রাতেও নামল কাজে। মৌসুমী চাঁদের হালকা আলোতে দু'এক ঘণ্টা বাড়তি কাজ করতে লাগল সে। অবসর সময়ে পশুরা অর্ধসমাপ্ত উইন্ডমিলের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং দেয়ালগুলোর শক্তি আর ঋজুতা নিয়ে প্রশংসা করে। সেইসঙ্গে অবাক হয়ে ভাবে, আর কখনো এত সুন্দর জিনিস বানাতে পারবে না তারা। বুড়ো বেঞ্জামিনের কেবল কোনো কৌতূহল নেই উইন্ডমিল নিয়ে, যদিও আগের মতো সে রহস্যময় ঢঙে বলে—'গাধারা দীর্ঘদিন বাঁচে'।

নভেম্বর এলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বইতে শুরু করল দুরন্ত বাতাস। সিমেন্ট মেশাতে ঝামেলা হচ্ছে এখন, বেশি করে ভিজে উঠছে, এজন্য বন্ধ রাখতে হল নির্মাণ কাজ। শেষে একরাতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ের তাণ্ডবে কেঁপে উঠল খামারের দালানগুলোর ভিত, গোলাঘরের ছাদ থেকে উড়ে গেল কিছু টালি। মুরগিগুলো জেগে উঠে কক্-কক্ করতে লাগল আতঙ্কে, কারণ তারা এমন এক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ শুনতে পাচ্ছে, সবাই ধরে নিল—দূরে একটা বন্দুক থেকে গুলি বেরোচ্ছে ক্রমাগত।

সকালে খোঁয়াড়গুলো থেকে বেরিয়ে এল পশুরা। তারা দেখে, তাদের পতাকা-দণ্ড পড়ে আছে মাটিতে, একটা এল্‌ম গাছ বাগানের কাছে উপড়ে আছে মুলোর মতো। একটা দৃশ্য দেখে প্রতিটা পশুর গলা থেকে বেরিয়ে এল হতাশার চিৎকার। দৃশ্যটা বড়ই ভয়াবহ। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তাদের এত সাধের উইন্ডমিল!

সবাই একসঙ্গে দৌড়োল অকুস্থলের দিকে। নেপোলিয়ন ছুটল সবার আগে। হ্যাঁ, শুয়ে পড়েছে ওটা, তাদের এত কষ্টের ফল ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যে পাথরগুলো তারা ভেঙে অনেক কষ্টে এখানে বয়ে এনেছে, সব ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এই করুণ দৃশ্য দেখে প্রথমে কথা বলতে পারল না কেউ, বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোর দিকে। নিঃশব্দে পায়চারি করছে নেপোলিয়ন, মাঝে মধ্যে মাটি শুঁকে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠছে। শক্ত হয়ে উঠেছে তার লেজ এবং ঝটাঝট্ নড়ছে এপাশ-ওপাশ—মনের ভেতর একটা তোলপাড়ের চিহ্ন। সহসা সে থমকে দাঁড়াল, যেন কিছু একটা স্থির করে ফেলেছে।

'বন্ধুরা', বলল নেপোলিয়ন। 'তোমরা কি জানো, এই অপকর্মটা কার? তোমরা কি জানো, রাতে কোন শত্রু এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে এই উইন্ডমিল? সে হচ্ছে স্নোবল!' হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল সে। 'স্নোবল এসে এই কাণ্ড করেছে! স্রেফ ঈর্ষার বশে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য এ কাজ করেছে সে। নিজের কলঙ্ককর বিতাড়নের প্রতিশোধ নিতে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি এসে, আমাদের প্রায় এক বছরের পরিশ্রমের ফসল নষ্ট করে দিয়ে গেছে বিশ্বাসঘাতক স্নোবল। বন্ধুরা, ঠিক এই মুহূর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি স্নোবলের। যে তাকে শেষ করে দিতে পারবে, 'দ্বিতীয় শ্রেণীর পশু বীর' উপাধি দেওয়া হবে তাকে, সেই সঙ্গে দেওয়া হবে আধা বুশেল আপেল। আর কেউ যদি স্নোবলকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারে, তাকে দেওয়া হবে পুরো এক বুশেল আপেল!'

স্নোবলের কথা শুনে পশুরা সবাই খুব দুঃখ পেল। এত বড় একটা অপকর্ম করতে পারল সে! স্নোবলের প্রতি ঘৃণা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করল সবাই। আবার যদি সে কখনো এদিকে আসে, কী করে তাকে পাকড়াও করা যাবে—এ নিয়ে ভাবতে লাগল তারা। খুব শিগগিরই ঘাসের ওপর শূকরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল চিলাটার অল্প দূরে। মাত্র কয়েক গজ গিয়ে এক ঝোপের ফোকরে মিলিয়ে গেছে এই পায়ের ছাপ। নেপোলিয়ন শুঁকে দেখে পায়ের ছাপটা স্নোবলের বলে রায় দিল। আরো বলল, সম্ভবত ফক্সউড খামার থেকে এসেছে স্নোবল।

'আর দেরি নয়, বন্ধুরা!' পায়ের ছাপ পরীক্ষা শেষে বলল নেপোলিয়ন। 'অনেক কাজ পড়ে আছে। আজ সকাল থেকেই আবার নতুন করে শুরু হবে উইন্ডমিলের কাজ। এবং রোদবৃষ্টি যাই থাকুক, সারাটা শীতকাল কাজ করে যাব আমরা। হতভাগা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই বিশ্বাসঘাতককে আমরা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব, আমাদের কাজ পশু করা এত সহজ নয়। মনে রেখো, বন্ধুরা, আমাদের এই পরিকল্পনার কোনো হেরফের হলে চলবে না—সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে কাজ। এগিয়ে যাও, বন্ধুরা! উইন্ডমিল দীর্ঘস্থায়ী হোক! দীর্ঘদিন টিকে থাকুক পশু খামার!'

## সাত

কঠিন এক দুঃসময় নিয়ে এল শীতকাল। শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাত অশান্ত রাখল আবহাওয়া। বরফ ঢাকা জমাট পরিবেশ বিরাজ করল একটানা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উইন্ডমিলটাকে আবার গড়ে তোলার জন্য সর্বশক্তিতে লেগে পড়ল পশুরা। তারা ভালো করেই জানে, বাইরের পৃথিবী তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। সময়মতো উইন্ডমিলটা খাড়া করতে না পারলে আনন্দে হাততালি দেবে হিংসুটে মানুষেরা।

তবে হিংসা-বিদ্বেষের বাইরে, এমনিতে মানুষের বিশ্বাস, উইন্ডমিলটা স্নোবল ধ্বংস করে নি। তারা বলাবলি করছে, দেয়ালগুলো বেশি হালকা ছিল বলেই ধসে গেছে ওটা। কিন্তু পশুরা জানে, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। তবে আগে যেমন দেয়াল ছিল আঠারো ইঞ্চি পুরু, এবার দেয়াল গড়া হচ্ছে তিন ফুট পুরু করে। তার মানে, আগের চেয়ে প্রচুর পরিমাণে পাথরের দরকার হচ্ছে এবার। কিন্তু তুষারে দীর্ঘ সময় খাদটা ঢাকা থাকার ফলে কাজের কাজ কিছুই হল না। কন্‌কনে শুকনো আবহাওয়ায় কিছুটা কাজ যাওবা এগোল কিন্তু সেটা ছিল অমানুষিক পরিশ্রমের ব্যাপার, এবং পশুরা এতে আগের সেই উৎসাহ খুঁজে পেল না। সর্বদা ঠাণ্ডা এবং ক্ষুধায় কষ্ট করল তারা। শুধু বক্সার এবং ক্লোভার হতোদ্যম হল না। স্কুইলার এদিকে কাজের আনন্দ এবং শ্রমের মর্যাদা নিয়ে মিষ্টি মিষ্টি বুলি ছাড়ছে সবাইকে, কিন্তু অন্যান্য পশুরা তার কথার চেয়ে বেশি উৎসাহ পাচ্ছে বক্সারের শক্তিমত্তা দেখে। বক্সারের সেই নিজস্ব নীতিবাক্য এখনো অব্যর্থ—'আমি আরো বেশি পরিশ্রম করব!'

জানুয়ারিতে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল। শস্যের বরাদ্দ কমিয়েও দেওয়া হল বেশ খানিকটা। ঘোষণা করা হল, বাড়তি আলু বরাদ্দ করে পুষিয়ে দেওয়া হবে এই ঘাটতি। পরে দেখা গেল, ভালো করে ঢেকে না দেয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে বেশিরভাগ আলু। স্বাভাবিক রঙ বদলে গেছে এই আলুগুলোর, নরম প্যাচপেচে একটা ভাব, খুব সামান্যই পাওয়া গেল খাওয়ার মতো। একসময় ভুসি এবং খৈল ছাড়া আর কিছু খাওয়ার রইল না পশুদের। সবাই টের পেল, অনাহারের দিন শুরু।

তবে খামারের এই দুর্দিনের কথা কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না বাইরে, যে করেই হোক, ঢেকে রাখতে হবে। এমনিতেই উইন্ডমিলের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাফাচ্ছে মানুষ, তাহা মিথ্যে কথা ছড়াচ্ছে অ্যানিমেল ফার্মের নামে। তারা রটিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াচ্ছে, রোগবালাই এবং খেতে না পাওয়ার কারণে মারা যাচ্ছে খামারের সব পশু, খাবারের জন্য অবিরাম ঝগড়া চলছে নিজেদের মধ্যে, তারা নিজেদের মাংস খাচ্ছে নিজেরাই, সেই সঙ্গে চলছে শাবক-হত্যা। নেপোলিয়ন ভালো করেই জানে, সত্যিকারের খাদ্য পরিস্থিতি জানাজানি হয়ে গেলে, ফলটা ভালো হবে না মোটেও, কাজেই সময় থাকতে মি. হুইম্পারের মাধ্যমে এমন কিছু করতে হবে, যাতে বিপরীত ধারণা জন্ম নেয় মানুষের মনে। এতদিন মি. হুইম্পারের সাপ্তাহিক পরিদর্শনের সময় পশুদের সাথে একটু-আধটু দেখা হত তার, কিংবা কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হতই না। এবার কিছু পশুকে বাছাই করা হল তার সাথে কথা বলার জন্য, বিশেষ করে ভেড়াদের। তাদেরকে বলে দেওয়া হল, তারা যেন মি. হুইম্পারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—খামারের পশুদের বরাদ্দকৃত খাবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নেপোলিয়ন আরো আদেশ দিল, ভাঁড়ার-ঘরে প্রায় শূন্য হয়ে আসা শস্য রাখার যে পাত্রগুলো আছে, সেগুলো বালি দিয়ে ভরে ওপরে সুন্দর করে বিছিয়ে দিতে হবে শস্যদানা। যাতে মি. হুইম্পার দেখে বোঝেন, না—খাবার তো বেশ মজুদ আছে ওদের।

নেপোলিয়নের কথামতো সাজানো হল সব। তারপর সুন্দর একটা ছল করে মি. হুইম্পারকে নিয়ে যাওয়া হল ভাঁড়ার-ঘরের কাছে, যাতে তিনি এক ঝলক দেখতে পান ভেতরকার অবস্থা। ফাঁকিটা ধরতে না পেরে ঠিকই ধোঁকা খেলেন মি. হুইম্পার। বাইরে গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন, পশুদের খামারে কোনো খাদ্য সঙ্কট নেই।

এতকিছুর পরেও, জানুয়ারির শেষদিকে বেহাল অবস্থাটা প্রকট হয়ে ফুটে উঠল। এখন কোথাও থেকে বাড়তি খাবার সংগ্রহ করাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেপোলিয়ন আজকাল পশুদের সামনে আসে না বললেই চলে। সারাক্ষণ সে থাকে ফার্ম হাউসের ভেতর। তাকে পাহারা দিয়ে আগলে রাখে ভয়াল-দর্শন কুকুরগুলো। যদিও কখনো নেপোলিয়ন কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে বেরোয়, দুটি কুকুর খুব ঘনিষ্ঠভাবে ঘিরে রাখে তাকে, কেউ কাছে ঘেঁষতে চাইলে ঘেউঘেউ করে ভয় দেখায়। রোববার সকালের অনুষ্ঠানে আগের মতো আর যোগ দেয় না সে। তবে অন্য কোনো শূকরের মাধ্যমে ঠিকই তার আদেশ জারি করে। এবং এই দূতের দায়িত্বটি সচরাচর পালন করে থাকে স্কুইলার।

এক রোববার সকালে স্কুইলার ঘোষণা করল, খামারের যে মুরগিগুলোর ডিম পাড়ার সময় হয়েছে, ডিমগুলো সব জমা দিতে হবে তাদের। মি. হুইম্পারের মাধ্যমে নেপোলিয়ন ডিম বিক্রির এক চুক্তি করেছে। তাতে সপ্তাহে শ'চারেক করে ডিম বেচে দেওয়া হবে। এই ডিম থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত পুষিয়ে নেওয়া যাবে খাবারের ঘাটতি এবং পরিস্থিতিও অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

এ খবর শুনে ভয়ানক কক্-কক্ শুরু করে দিল মুরগিরা। তাদেরকে অবিশ্যি আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, এরকম আত্মত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটি যে সত্যি সত্যি ঘটবে—এমনটি বিশ্বাস করেনি তারা। মুরগিরা সবে ডিমে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে, আসছে বসন্তে বাচ্চা ফোটাবে তারা। এ সময় তাদের কাছ থেকে ডিম কেড়ে নেওয়াটা হবে খুন করার মতো একটা ব্যাপার। মি. জোন্‌সকে ভাগিয়ে দেওয়ার পর এই প্রথম বিদ্রোহের মতো কিছু একটা ঘটল। কালো তিন মিনর্কা ডেক্‌রা মোরগের নেতৃত্বে খামারের মুরগিরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল নেপোলিয়নের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। পাখা ঝাপ্টে চালের আড়ে গিয়ে উঠল সব মুরগি। সেখানে বসেই টুপ্‌টুপ্‌ ডিম ছাড়তে লাগল। আর ডিম সব মেঝেতে পড়ে খান্‌খান্‌। নেপোলিয়ন এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিল, এবং সেটা নির্মমভাবে। মুরগিদের খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল সে। আদেশ জারি করল, খামারের কোনো পশু যদি কোনো মুরগিকে এক দানা শস্যও খেতে দেয়, তা হলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কুকুরেরা কড়া দৃষ্টি রাখল, নেপোলিয়নের আদেশ কেউ অমান্য করে কি না। পাঁচ দিন বিদ্রোহে অটল থাকার পর আত্মসমর্পণে বাধ্য হল মুরগিরা। আড় ছেড়ে ডিম পাড়তে তারা চলে গেল নির্দিষ্ট বাক্সে। এর মধ্যে মারা গেল নয়টি মুরগি। তাদেরকে কবর দেওয়া হল বাগানের ভেতর। প্রচার করা হল, এই মুরগি নয়টি মারা গেছে রোগে ভুগে। হুইম্পার কিছুই জানলেন না এ ঘটনার। ডিমগুলো যথাসময়ে সরবরাহ করা হল। ডিমগুলো নেওয়ার জন্য সপ্তাহে একবার করে একটি মুদি গাড়ি আসতে লাগল খামারে।

স্নোবল সেই যে গেছে, আর কখনো দেখা যায় নি তাকে। তবে শোনা যায়, আশপাশের কোনো খামারে লুকিয়ে আছে সে। হয় ফক্সউডে, নয় তো পিঞ্চফিল্ডে। নেপোলিয়ন এর মধ্যে অন্যান্য খামার মালিকের সাথে খানিকটা সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছে আগের চেয়ে। বছর দুয়েক আগে ছোটখাটো একটা বন পরিষ্কার করায় একটা বীচ গাছ পড়ে ছিল উঠোনে। কাঠ হিসেবে গুঁড়িতে পরিপক্বতা এসে গিয়েছিল বেশ। হুইম্পার এই স্তূপটা বেচে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন নেপোলিয়নকে। মি. পিলকিংটন এবং মি. ফ্রেডরিক—দুজনই খুব আগ্রহী হলেন গুঁড়িটা কিনতে। নেপোলিয়ন এদিকে পড়ে গেল দোটানায়। কাকে দেব, কাকে দেব—ভাব। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপারটা হচ্ছে—ফ্রেডরিকের সাথে আলাপ করতে গিয়ে নেপোলিয়নের মনে হয় স্নোবল লুকিয়ে আছে ফক্সউডে, আবার পিলকিংটনের সাথে সমঝোতায় যেতে চাইলে শোনা যায়—স্নোবল আছে পিঞ্চফিল্ডে।

বসন্তের শুরুর দিকে হঠাৎ একটা উদ্বেগের ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। রাতে এসে চুপিসারে খামারে হানা দিয়ে যায় স্নোবল। পশুদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা, হারাম হয়ে গেল রাতের ঘুম। শোর উঠল, রাতের অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে এসে নানারকম অপকর্ম করে যায় সে। সে শস্য চুরি করে, উল্টে ফেলে দুধের বালতি, ভেঙে ফেলে ডিম, মাড়িয়ে দেয় বীজতলা, খুবলে নেয় ফলগাছের ছাল। এভাবে যখনি খামারে কোনো বিপত্তি ঘটে, দোষ সব পড়ে গিয়ে স্নোবলের ঘাড়ে। যদি একটি জানালা ভাঙে কিংবা একটি নর্দমা আটকে যায়, তা হলে যে কেউ নিশ্চিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েই বলে দেবে, রাতে স্নোবল এসে অপকর্মটা করে গেছে। যখন ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা খোয়া গেল, গোটা খামারের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, স্নোবল ওটা ছুড়ে দিয়েছে কূপের ভেতর। মজার ব্যাপার হচ্ছে, হারানো চাবিটা এক বস্তার নিচে আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও স্নোবল সম্পর্কে ধারণা বদলাল না কারো। গরুর পাল সবার সাথে তাল মিলিয়ে বলল, রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে, স্নোবল চুপিচুপি এসে দুধ চুরি করে নিয়ে যায় তাদের। শীতকালে যখন ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেল, তখনো বলা হল, স্নোবলের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে তাদের।

নেপোলিয়ন ঘোষণা দিল, স্নোবলের গোপন তৎপরতার ওপর পূর্ণাঙ্গ একটা তদন্ত হওয়া উচিত। কুকুরদের নিয়ে সদলবলে পরিদর্শনে বেরোল সে। সতর্কতার সাথে টুঁ মারতে লাগল খামারের দালানগুলোতে, অন্যান্য পশুরা সমীহপূর্ণ দূরত্ব নিয়ে পিছু নিল তার। কয়েক পা গিয়েই থেমে যায় নেপোলিয়ন, স্নোবলের পায়ের গন্ধ পাওয়ার জন্য মাটি শুঁকে বেড়ায়। নেপোলিয়নের কথা, গন্ধ শুঁকলেই সে টের পাবে সেখানে পা পড়েছে কি না স্নোবলের। খামারের প্রতিটা কোণ শুঁকে বেড়াল নেপোলিয়ন, গোলাঘর, গোয়ালঘর, মুরগির খোঁয়াড়, সবজিবাগান—কোথাও বাদ দিল না। এবং প্রায় সবখানেই স্নোবলের উপস্থিতির প্রমাণ পেল। মাটিতে নাক রেখে বার কয়েক গন্ধ শুঁকেই ভয়াল কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে ওঠে নেপোলিয়ন, 'স্নোবল! এখানে এসেছিল! দিব্যি গন্ধ পাচ্ছি তার!'

এবং নেপোলিয়ন যখুনি 'স্নোবল' শব্দটি উচ্চারণ করে, অমনি রক্তহিম করা গর্জন ছাড়ে সব কটা কুকুর, ছুঁচাল দাঁত বের করে ভয় দেখায়।

আতঙ্ক রীতিমতো গ্রাস করল খামারের পশুগুলোকে। গোটা পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, স্নোবল যেন অদৃশ্য কোনো প্রভাব, বাতাসে ভর করে সব রকমের বিপদ ডেকে এনে ভয় দেখাচ্ছে তাদের। সন্ধ্যায় স্কুইলার এসে সবাইকে ডেকে জড়ো করল এক জায়গায়। তার চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ দেখে বোঝা গেল, ভয়াবহ কোনো খবর নিয়ে এসেছে সে।

'বন্ধুরা!' বলল স্কুইলার, ভীত একটা ভাব নিয়ে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে সে। 'ভয়াবহ একটা ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে। পিঞ্চফিল্ড খামারের ফ্রেডরিকের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে স্নোবল। এমনকি সে এখন এদের সহযোগিতায় আক্রমণ চালাতে চাইছে খামারে, খামারটা কেড়ে নিতে চাইছে আমাদের কাছ থেকে! ওরা যখন হামলা চালাবে, গাইড হিসেবে কাজ করবে স্নোবল। তবে এরচেয়েও খারাপ খবর আছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, স্নোবলের বিদ্রোহের মূলে ছিল স্রেফ তার আত্মগর্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমাদের এই ধারণা ভুল, বন্ধুরা। তোমরা কি জানো আসল কারণটা কী? একদম শুরু থেকেই স্নোবল ছিল মি. জোন্সের দলে! সব সময়ই সে কাজ করেছে জোন্সের গুপ্তচর হিসেবে। এখানে কিছু কাগজপত্র ফেলে গেছে স্নোবল, যেগুলো আমরা এইমাত্র খুঁজে পেয়েছি। এই কাগজপত্রে রয়েছে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নোবলের সব কাণ্ডকীর্তির প্রমাণ। আমার মতে, কাগজগুলো ব্যাপক তথ্য বহন করছে, বন্ধুরা। ভাগ্যিস, সে সফল হয় নি—নইলে গোয়ালঘরের যুদ্ধে আমাদের হারিয়ে দিতে এবং ধ্বংস করার জন্য যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, আমরা কি দেখি নি তা?'

পশুরা সব হতবুদ্ধি হয়ে গেল। স্নোবল উইন্ডমিলের যে সর্বনাশ করেছে, এই অপরাধকেও ছাড়িয়ে গেছে তার গোয়ালঘরের যুদ্ধের ভূমিকা। কিন্তু স্নোবলকে সম্পূর্ণভাবে দোষী সাব্যস্ত করার আগে মিনিট কয়েক ভেবে দেখল তারা। গোয়ালঘরের যুদ্ধে স্নোবল যে ভূমিকা রেখেছে, স্মরণ করে দেখল সবাই। তাদের মনে পড়ল, স্নোবল সবার সামনে থেকে কীভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেছে, কীভাবে সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সাহস যুগিয়েছে প্রতিটা ক্ষেত্রে, এবং জোন্‌সের বন্দুক থেকে গুলি এসে তার পিঠে আঁচড় কাটার পরেও সে থেমে থাকে নি এক মুহূর্তও। স্নোবল মি. জোন্‌সের পক্ষে কাজ করেছে, প্রথমে এটা ভাবতে একটু কষ্ট হল সবার। এমনকি বক্সার, যার তেমন কোনো প্রশ্ন নেই, সেও অবাক হল। চার পা মুড়ে বসে গেল সে। চোখ বুজে খুব কষ্টে সাজাতে চেষ্টা করল ভাবনাগুলো।

'আমি বিশ্বাস করি না এটা', বলল বক্সার। 'গোয়ালঘরের যুদ্ধে সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছে স্নোবল। আমি নিজ চোখে দেখেছি। আমরা কি যুদ্ধের পর স্নোবলকে "প্রথম শ্রেণীর বীর পশু" উপাধি দিই নি?'

'সেটাই তো আমাদের ভুল, বন্ধু। আমরা এখন জেনে গেছি সব। উদ্ধার করা সেই গোপন কাগজপত্রে লেখা আছে তার কুকীর্তির কথা। আসলে সে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করেছিল।'

'কিন্তু সে তো আহত হয়েছিল', বলল বক্সার। 'আমরা সবাই তাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় দৌড়াতে দেখেছি।'

'সেটা ছিল ওই সাজানো ঘটনারই অংশ', বলল স্কুইলার। 'জোন্‌সের গুলি শুধুমাত্র আঁচড় কেটেছে তাকে। তোমাদের আমি দেখাতে পারি তার নিজের লেখা সেই গোপন কথাগুলো, যদি তোমরা পড়তে পার আর কি। স্নোবলের পরিকল্পনা ছিল, ওই চরম মুহূর্তে যুদ্ধের সঙ্কেত দিয়ে শত্রুপক্ষের জন্য ময়দান ছেড়ে দেওয়া। এবং বলতে গেলে, সাফল্য প্রায় এসে গিয়েছিল তার—শেষে কমরেড নেপোলিয়নের জন্য কুলমান রক্ষে হয়। আমাদের বীর নেতা নেপোলিয়ন না থাকলে নির্ঘাত জয়ী হত স্নোবল। তোমাদের কি মনে পড়ে না, জোন্‌স যখন সদলবলে উঠোনে এসে ঢুকল, হঠাৎ কেমন পিট্‌টান দিয়েছিল স্নোবল, এবং অনেক পশু অনুসরণ করেছে তাকে? আর এটাও কি তোমাদের মনে পড়ে না, পরাজয়ের আতঙ্কে সবাই যখন দিশেহারা, তখন কমরেড নেপোলিয়ন কি বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন? "মানুষ সব নিপাত যাক"—এই হুঙ্কার ছেড়ে কি তিনি দাঁত বসিয়ে দেন নি মি. জোন্‌সের পায়ে? তোমাদের তো নিশ্চয়ই সেটা মনে পড়ার কথা, বন্ধুরা!' এপাশ থেকে ওপাশে তিড়িংবিড়িং লাফাতে লাফাতে উত্তেজনায় চিৎকার দিয়ে উঠল স্কুইলার।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চিত্রানুগ নিখুঁত বর্ণনায় কাজ হল। পশুদের মনে হল, স্কুইলার যা বলেছে, সত্যিই সেরকম কিছু মনে করতে পারছে তারা। তা যাই হোক, শেষমেশ পশুরা সব স্মরণ করতে পারল, যুদ্ধের চরম মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিল স্নোবল। কিন্তু বক্সারের মন থেকে ধুঁক্‌ধুঁকি গেল না।

'আমি বিশ্বাস করি না, শুরু থেকেই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় ছিল স্নোবল', শেষমেশ বলল বক্সার। 'সে যা করেছে, তা সত্যিই ভিন্ন কিছু। তবে আমার বিশ্বাস, গোয়ালঘরের যুদ্ধে ভালো একজন কমরেডের ভূমিকা রেখেছে স্নোবল।'

'আমাদের নেতা, কমরেড নেপোলিয়ন', ঘোষণা করল স্কুইলার, ধীরগতিতে দৃঢ়তার সাথে বলল, 'স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—স্পষ্টভাবে, বন্ধুরা—যে, শুরু থেকেই স্নোবল ছিল জোন্‌সের চর—হ্যাঁ, বিদ্রোহ নিয়ে ভাবার আগে থেকেই সে ছিল এ কাজে।'

'ওহ, এটা তো আলাদা কথা', বলল বক্সার। 'যদি কমরেড এ কথা বলে থাকেন, তা হলে অবশ্যই এটা ঠিক।'

'এই যে, এতক্ষণে খাঁটি একখান কথা বললে, বন্ধু!' বলল স্কুইলার। তবে মুখে মিষ্টি কথা বললেও দেখা গেল, ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে বক্সারের দিকে কুৎসিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে সে।

ঘুরে রওনা দিতে গিয়ে আবার একটু থামল স্কুইলার। সবাইকে প্রভাবিত করার ভঙ্গিতে বলল, 'খামারের প্রতিটা পশুকে আমি চোখ দুটোকে একটু বেশি করে খোলা রাখতে বলছি। আমাদের এটা ভাবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, স্নোবলের কিছু গুপ্তচর এ মুহূর্তে লুকিয়ে আছে আমাদের মাঝে!'

চারদিন পর, পড়ন্ত বিকেলে, খামারের সব পশুকে উঠোনে জড়ো হওয়ার আদেশ দিল নেপোলিয়ন। সবাই এসে উঠোনে হাজির হলে, ফার্ম হাউস থেকে বেরিয়ে এল সে। একসঙ্গে দু'দুটি পদক তার সাথে (সম্প্রতি নিজেকে 'প্রথম শ্রেণীর বীর পশু' এবং 'দ্বিতীয় শ্রেণীর বীর পশু' খেতাবে ভূষিত করেছে নেপোলিয়ন)। বিশাল বিশাল সেই ন'টি কুকুর ঘিরে আছে তাকে। কুকুরগুলোর ভয়াল গর্জনে প্রতিটা পশুর শিরদাঁড়ায় বয়ে গেল ভয়ের শিহরণ। সবাই যার যার জায়গায় গুটিসুটি মেরে রইল নিঃশব্দে। ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে আঁচ করে ফেলেছে তারা।

নেপোলিয়ন সটান দাঁড়িয়ে কঠোর দৃষ্টিতে জরিপ করতে লাগল এই পশু সমাবেশ, তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গঙিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তে কুকুরগুলো ছুটে গিয়ে কান কামড়ে ধরল চার শূকরের। হিড়হিড়িয়ে এনে হাজির করল নেপোলিয়নের সামনে। যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে শূকর চারটি। কান দিয়ে রক্ত ঝরছে ওদের। রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষণিকের জন্য যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল কুকুরগুলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনটে কুকুর ছুটল বক্সারের দিকে। বিপদ বুঝে প্রস্তুত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেল বক্সার। পা তুলে একটাকে ধরাশয়ী করল লাফিয়ে শূন্যে থাকা অবস্থায়। বিশাল খুরের তলায় চেপে ধরল কুকুরটাকে। ছাড়া পাওয়ার জন্য কুঁইকুঁই করতে লাগল ওটা। বাকি দুটো আর সাহস করল না এগোতে। পালিয়ে গেল লেজ গুটিয়ে। বক্সার নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, কুকুরটাকে পিষে মেরে ফেলবে, না ছেড়ে দেবে। চেহারাটা বদলে গেল নেপোলিয়নের। নেপোলিয়ন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ করল কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে। বক্সার যেই পা তুলল, চোরের মতো পালাতে লাগল ওটা। নাস্তানাবুদের একশেষ হয়েছে কুকুরটা। ঘেউঘেউ করছে যন্ত্রণায়।

এ মুহূর্তে হইচই একদম নেই সমাবেশে। অপেক্ষায় থাকা শূকর চারটি কাঁপছে ভয়ে। তাদের চোখেমুখে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে অপরাধের চিহ্ন। নেপোলিয়ন তাদেরকে দোষ স্বীকার করতে বলল। এরা হচ্ছে সেই চার শূকর, নেপোলিয়ন রোববারের নিয়মিত সভা বাতিল করার পর প্রতিবাদ করেছিল যারা। পুনর্বার তাগিদ দেওয়ার আগেই স্বীকার করল চার শূকর স্নোবলকে খামার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তার সাথে গোপন যোগাযোগ ছিল তাদের। উইন্ডমিল ধ্বংসের ব্যাপারে স্নোবলকে সাহায্যও করেছে তারা। স্নোবলের সাথে তাদের চুক্তিও হয়েছে পশু খামারটাকে মি. ফ্রেডরিকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে। শূকর চারটি আরো বলল, স্নোবল ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে স্বীকার করেছে, গত কয়েক বছর ধরে জোন্সের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছে সে। যখন শেষ হল তাদের স্বীকারোক্তি, অমনি কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল চারটেরই। নেপোলিয়ন পিলে চমকানো কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল, আর কেউ এভাবে দোষ স্বীকার করবে কি না।

ডিম বিষয়ক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে তিন মুরগি, তারা এগিয়ে এল এবার। বলল, স্নোবল স্বপ্নের মাধ্যমে তাদেরকে দেখা দিয়ে প্ররোচিত করেছিল নেপোলিয়নের আদেশ অমান্য করতে। তিন মুরগিকেও জবাই করা হল। এরপর এগিয়ে এল একটা হাঁস। সে স্বীকার করল, গত বছর ফসল কাটার মৌসুমে শস্যের দুটি শিষ চুরি করেছিল। রাতে সেগুলো খেয়েছে চুপিচুপি। এরপর এক ভেড়া এসে বলল পেচ্ছাব করে খাওয়ার পানি নষ্ট করার কথা। আর এই জঘন্য কাজটি সে করেছে স্নোবলের প্ররোচনায়। এদিকে দুই ভেড়া স্বীকার করল তাদের গুপ্তহত্যার কথা। নেপোলিয়নের অন্ধভক্ত এক বুড়ো ভেড়াকে তারা মেরে ফেলেছে ধাওয়া করে। একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে দৌড়াতে দৌড়াতে বুড়োটা মারা যায় ধোঁয়ায় দম আটকে—ক্রমাগত কাশতে কাশতে। সব অপরাধীকে হাতেনাতে সাজা দেওয়া হল তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলে।

অপরাধীরা একের পর এক স্বীকারোক্তি দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হল তাদের। এভাবে মৃত পশুদের বিশাল এক স্তূপ জমে গেল নেপোলিয়নের পায়ের কাছে। রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। মি. জোন্সকে উৎখাতের পর—এতদিন এরকম একটা ভয়াল পরিবেশের সাথে অপরিচিত ছিল তারা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাযজ্ঞ শেষ হওয়ার পর শূকর এবং কুকুরেরা বাদে বাকি সব পশু বেরিয়ে এল একযোগে। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়েছে তারা, সবার মন ভারী হয়ে উঠেছে দুঃখে। তারা জানে না, কোন ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি আহত করেছে তাদের—স্নোবলের সাথে যোগ দেওয়া পশুদের বিশ্বাসঘাতকতা, নাকি এইমাত্র যে নির্মম প্রতিশোধ তারা দেখে এল—সেটা। আগের দিনগুলোতে যে রক্তপাত হত, সেগুলোও এখনকার মতো ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু এখন রক্তপাতটা নিজেদের মধ্যে হচ্ছে বলে অবস্থাটা আগের চেয়ে গুরুতর। মি. জোন্‌স এই খামার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, আজকের ঘটনার আগে, কখনো এক পশু আরেকটাকে হত্যা করে নি। এমনকি একটা ইঁদুর পর্যন্ত মারা হয় নি।

পশুরা সবাই মিলে সেই ছোট্ট টিলাটার দিকে এগোল, যেখানে তাদের অর্ধসমাপ্ত উইন্ডমিলটা দাঁড়িয়ে। সেখানে গিয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ল তারা। যেন উষ্ণতার জন্য সবাই ব্যাকুল। ক্লোভার, মুরিয়েল, বেঞ্জামিন, গরুর পাল, ভেড়াগুলো, হাঁস-মুরগির বিশাল এক ঝাঁক—কেউ বাদ নেই যেতে। হ্যাঁ, আছে। শুধু বেড়ালটা নেই ওদের সাথে। নেপোলিয়ন যখন সবাইকে এক জায়গায় জড়ো হতে বলে, তার ঠিক আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে যায় সে।

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। বক্সারই বসে থাকলেও বক্সার কিন্তু খাড়া। লম্বা কালো লেজটা দু পাশে নাড়তে নাড়তে পায়চারি করছে সে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে দূরে, থেকে থেকে মৃদু চিঁহি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে তার। কিছু একটা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছে বারবার। শেষমেশ সে বলল, 'আমি তো বুঝতে পারছি না এসব। আমাদের খামারে যে এ ধরনের কিছু ঘটতে পারে, কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার। অবশ্যই আমাদের কিছু ভুলের কারণে ঘটছে এটা। সমাধান যা দেখতে পাচ্ছি, আরো বেশি কাজ করতে হবে। এখন থেকে সকালে পুরো এক ঘণ্টা আগে উঠব আমি।'

পা টেনে টেনে সেই খাদটার কাছে চলে এল বক্সার। লেগে গেল পাথর সংগ্রহের কাজে। রাতের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার আগে বিশাল দুই বোঝা পাথর এনে জড়ো করল উইন্ডমিলটার কাছে।

পশুরা সবাই গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। যে টিলার ওপর তারা শুয়ে আছে, সেখান থেকে পুরো গ্রামটার দৃশ্য চোখে পড়ে। পশু খামারের বেশিরভাগ অংশ দেখতে পাচ্ছে তারা—বড় রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল চারণভূমি, খড়ের মাঠ, ছোট্ট বন, পানি পানের পুকুর; লাঙল দেওয়া ফসলের মাঠ, যেখানে ঘন হয়ে জন্মেছে গমের সবুজ কচি চারা, এবং খামারের দালানগুলোর লাল টালির ছাদও দেখা যাচ্ছে, যেখানে চিমনি থেকে পাক খেয়ে বেরছে ধোঁয়া।

বসন্তের ঝক্‌ঝকে এক বিকেল এটা। সবুজ ঘাস এবং ঠেলে ওঠা ঝোপগুলোতে পিছলে পড়ছে নরম রোদের আনুভূমিক আলো। এক ধরনের বিস্ময় সহসা নাড়া দিয়ে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল পশুদের—যে খামারটি কখনোই তাদের ছিল না, এখন সে খামারটি সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের। এখানকার প্রতিটা ইঞ্চি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি—সব মিলিয়ে পরম আকাঙ্ক্ষিত একটি স্থান।

পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকাতেই চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে গেল ক্লোভারের। যদি নিজের ভাবনাগুলো কথামালায় সাজাতে পারত, তবে সে বলত—বছর কয়েক আগে মানুষদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা যে কাজ শুরু করে, তখন কিন্তু তাদের লক্ষ্যটা ঠিক এরকম ছিল না। সে রাতে বুড়ো মেজর যখন বিদ্রোহের কথা বলে তাদের রক্ত গরম করে তোলে, তখন তাদের সামনে এরকম আতঙ্ক এবং হত্যাযজ্ঞের কোনো দৃশ্য ভাসে নি। ক্লোভার নিজে যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল, সেটা ছিল ক্ষুধা এবং চাবুকের আঘাত মুক্ত স্বাধীন পশুদের এক সমাজ। সেখানে সব পশুই সমান, যে যার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করবে। সবলরা রক্ষা করবে দুর্বলকে। সেই যে মেজরের ভাষণের সময় হাঁসের বাচ্চাগুলোকে সামনে পা দিয়ে আগলে সে রক্ষা করেছিল, ঠিক তেমনি পশুরা পরস্পরকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে কিন্তু তার বদলে এসব হচ্ছেটা কী? ক্লোভার জানে না, কেন এমন হচ্ছে। চারদিকে যখন আতঙ্ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কুকুরের ভয়াল গর্জন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে চারদিকে, দুঃখজনক অপরাধ স্বীকার করে চোখের সামনে টুকরো টুকরো হচ্ছে কমরেডরা, তখন কেউ মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে পারছে না কেন?

না, কোনো বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা নেই ক্লোভারের মনে। সে জানে, তারা এখন যে দুঃসময়ে বসবাস করছে, এই সময়টাও জোন্সের সেই দিনগুলোর চেয়ে অনেক ভালো। এবং সব কিছুর আগে প্রয়োজন মানুষের ফিরে আসার ব্যাপারে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। চারপাশে যাই ঘটুক না কেন, বরাবরের মতো বিশ্বস্ত থেকে যাবে সে, কঠোর পরিশ্রম করবে, তাকে যে আদেশ দেওয়া হবে পালন করবে তা, এবং মেনে চলবে নেপোলিয়নের নেতৃত্ব। কিন্তু পরেও ক্লোভার এবং অন্যান্য পশুদের যে আশা এবং এত কষ্ট, সেটা এই পরিস্থিতির জন্য নয়। তারা এত কষ্ট করে উইন্ডমিল তৈরি করেছে এবং জোন্সের বুলেটের মুখোমুখি হয়েছে নিজেদের ভেতর খুনোখুনি করতে নয়। ক্লোভারের এই ভাবনাগুলো নীরবে মাথা কুটে মরে তার মনের ভেতর, ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না সে।

মনের কথাগুলো বলতে না পেরে শেষে 'পশু-সঙ্গীত' গাইতে শুরু করল ক্লোভার। চারদিকে বসে থাকা অন্যান্য পশুও সুর মেলাল তার সাথে। গানটা পরপর তিনবার গাইল তারা—খুব দরদ দিয়ে, তবে গানের লয়টা ছিল ধীর এবং শোকাকুল। এমন বিমর্ষ সুরে এর আগে কখনো গানটি গায় নি তারা।

গানটি তৃতীয়বারের মতো গাওয়া শেষ হতে না হতে স্কুইলার এসে হাজির, সাথে দুই কুকুর। তার হাবভাবে মনে হল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলতে এসেছে। হ্যাঁ,

তাই। কমরেড নেপোলিয়নের বিশেষ ফরমান নিয়ে এসেছে সে। এখন থেকে 'পশু-সঙ্গীত' নিষিদ্ধ। এই গান আর গাওয়া যাবে না।

স্কুইলারের কথায় পশুরা সবাই অবাক।

'কেন?' জানতে চাইল মুরিয়েল।

'এই গানের আর প্রয়োজন নেই, বন্ধু,' কঠিন স্বরে বলল স্কুইলার। "পশু-সঙ্গীত" হচ্ছে বিদ্রোহের গান। কিন্তু বিদ্রোহ এখন সফল হয়েছে। আজ বিকেলে বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে বিদ্রোহের কাজ। আমাদের ঘরে-বাইরে যত শত্রু আছে, সবাই এখন পরাজিত। পশু-সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের জন্য উন্নতমানের যে জীবন আমরা কামনা করেছি, সেই সমাজ আজ প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, এই গানের আদৌ কোনো আর উদ্দেশ্য নেই।'

যদিও পশুরা সবাই আতঙ্কিত, কিন্তু এরপরেও কিছু পশু আপত্তি তুলত স্কুইলারের কথায়, কিন্তু ভেড়ার দল দিল সব পণ্ড করে। বরাবরের মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে বলতে লাগল তারা, 'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ।'

এভাবে কয়েক মিনিট ভ্যাঁ-ভ্যাঁ চলার পর আলোচনার সমাপ্তি ঘটল।

এরপর থেকে 'পশু-সঙ্গীত' আর কোথাও শোনা গেল না। এর বদলে কবি মিনিমাস নতুন এক গানে সুর দিল। এ গানে পশু-খামারের কোনো ক্ষতি না করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতির কথা বলা আছে।

প্রতি রোববার সকালে পতাকা উত্তোলনের পর গাওয়া হয় নতুন গানটি। কিন্তু গানের কথা ও সুর কোনোভাবেই দোলা না ছড়ায় না 'পশু-সঙ্গীত'-এর মতো।

AMARBOI.COM

## আট

দিন কয়েক পর হত্যাকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট আতঙ্কটা চলে গেলে কিছু পশু স্মরণ করে দেখল—কিংবা বলা যায়, স্মরণ করতে পেরেছে বলে মনে করল—ষষ্ঠ নীতিবাক্যে লেখা ছিল : 'কোনো পশু অন্য কোনো পশুকে হত্যা করতে পারবে না।'

শূকর বা কুকুরের ভয়ে যদিও এ নিয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করল না, তবু তাদের মনে হতে লাগল, ছ নম্বর নীতির সাথে কিছুতেই মেলে না এই হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। ক্লোভার বেঞ্জামিনকে বলল ছ নম্বর নীতিটা পড়ে শোনাতে। বেঞ্জামিন সাফ সাফ বলে দিল—এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা তার কাজ নয়। ক্লোভার এবার ধরল মুরিয়েলকে। মুরিয়েল নীতিটা পড়ে শোনাল ক্লোভারকে। তাতে লেখা : 'কোনো পশু বিনা কারণে অন্য কোনো পশুকে মারতে পারবে না।'

কোনো কারণে এই নীতিবাক্যের 'বিনা কারণে' অংশটি মুছে গিয়েছিল পশুদের স্মৃতি থেকে। তা যাই হোক, এখন দেখা যাচ্ছে, নীতিটি লঙ্ঘন করা হয় নি। এখানে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাকাণ্ডের কারণটি একেবারে পরিষ্কার। স্নোবলের দলে যোগ দিয়ে তারা বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছে বলেই তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।

বছরের পুরোটা সময় ধরে আগের বছরের তুলনায় বেশি পরিশ্রম করল তারা। দ্বিগুণ পুরু দেয়ালসহ উইন্ডমিলটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাড়া করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হল তাদের, তার ওপর খামারের নিয়মিত কাজগুলো তো ছিলই। মাঝে মধ্যে পশুদের মনে হয়, তারা আগের চেয়ে খাটছে বেশি, কিন্তু সে তুলনায় খাবারটা পাচ্ছে না। এমনকি জোন্সের দিনগুলোর চেয়েও ভালো খাবার জুটছে না।

রোববারের সকালগুলোতে স্কুইলার আসে সবার সামনে। তার সামনের দু পায়ের মাঝে ধরা থাকে একটা কাগজ। এই কাগজ হচ্ছে শস্য উৎপাদনের আয় উন্নতির প্রমাণপত্র। স্কুইলার সেই কাগজটা থেকে সবাইকে পড়ে শোনায় বিভিন্ন ফসলের বাড়তি ফলনের খবর। তার হিসাব অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন শতকরা দু শ ভাগ, তিন শ ভাগ কিংবা পাঁচ শ ভাগ বেড়েছে। তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণই দেখে না পশুরা, কারণ তারা তো আর পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারে না, বিদ্রোহের আগে কেমন ছিল ফলন। এর পরেও একটা সময় সবাই উপলব্ধি করতে পারল, আগে ওই কম ফলনেই বেশি খাবার পাওয়া যেত।

এখন সব কাজের নির্দেশ আসে স্কুইলার কিংবা অন্য কোনো শূকরের মাধ্যমে। পনের দিনে একবারের বেশি দেখা পাওয়া দাগু নেপোলিয়নের। যখন সে পশুদের সামনে আসে, সঙ্গে শুধু অনুচর কুকুরগুলোই থাকে না, কালো একটি মোরগ তার সামনে মার্চ করে এগোয় অনেকটা ভেরীবাদকের মতো। নেপোলিয়ন তার বক্তব্য শুরু করার আগে গলা চড়িয়ে ডেকে ওঠে মোরগটা—'কুক্‌কুরু-কুরু-কু-উ-উ-উ'। পশুরা জেনে গেছে, ফার্ম হাউসেও আলাদা আবাসে বসবাস করছে নেপোলিয়ন। দুই কুকুরকে পাহারায় রেখে একাকী খাবার সারে সে। ড্রইংরুমে কাচের কাবার্ডে সাজিয়ে রাখা দামি ডিনার সার্ভিস ব্যবহার করে খাওয়ার সময়। ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতি বছর দুটি বিশেষ দিন যেমন উদযাপন করা হয়, তেমনি তোপধ্বনি করা হবে ঘটা করে নেপোলিয়নের জন্মদিন পালনের সময়।

নেপোলিয়নকে এখন আর শুধু 'নেপোলিয়ন' ডাকা হয় না। সবসময় আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চারণ করা হয় তার নাম। বলা হয়—'আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়ন।' স্বজাতি শূকরেরা তাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে আনন্দ পায়। তারা তাকে বলে—'সকল পশুর পিতা', 'মানবজাতির ত্রাস', 'ভেড়ার খোঁয়াড়ের রক্ষক', 'হাঁসের বন্ধু' এবং এমনি আরো কত কী। স্কুইলার যখন নেপোলিয়নের পাণ্ডিত্য, হৃদয়ের মহানুভবতা, এবং তাবৎ পশুকুলের প্রতি তার গভীর ভালবাসা নিয়ে কথা বলে, আবেগে অশ্রু গড়াতে থাকে তার গাল বেয়ে। স্কুইলার আরো বলে, অন্যান্য খামারের যে পশুরা এখনো অজ্ঞতা এবং দাসত্বের ভেতর অসুখী জীবন যাপন করছে, তাদের প্রতিও গভীর সহানুভূতি রয়েছে স্কুইলারের। এখন প্রতিটি সাফল্য এবং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌভাগ্যের জন্য নেপোলিয়নের গুণকীর্তন করা স্বাভাবিক রীতি হয়ে গেছে। কান পাতলে প্রায়ই শোনা যাবে—এক মুরগি আরেকটাকে বলছে, 'আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়নের কল্যাণে দুদিনে পাঁচ-পাঁচটি ডিম পেড়েছি আমি।'

দুই গরু মিলে পানি পান করছে, আনন্দে গদগদ হয়ে একটা আরেকটাকে বলবে, 'কমরেড নেপোলিয়নের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ। আহ, কী সুস্বাদু এই পানি!'

নেপোলিয়নের প্রতি সাধারণ পশুদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে মিনিমাস একটা কবিতা লিখেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কমরেড নেপোলিয়ন'। কবিতাটি এ রকম :

বন্ধু তুমি পিতৃহীনের
সুখের ঝরনাধারা
প্রভু তুমি সুধারসের
আমরা আত্মহারা।

তোমার দুটি শান্ত চোখে
সূর্য খুঁজে পাই
কমরেড নেপোলিয়ন ছাড়া
নেতা মোদের নাই।

তোমার ভালবাসায় আছি
আমরা সকল প্রাণী
তুমি মোদের অন্নদাতা
আমরা তোমায় মানি।

পেটটি ভরে মনের সুখে
খাচ্ছি মোরা খড়
সবার চোখে শান্তির ঘুম
নেই তো কোনো ঝড়।

সকল পশুর দিকে সমান
দিচ্ছ তুমি মন
সত্যিই তুমি মহান নেতা
কমরেড নেপোলিয়ন।

ছোটবড়ো সকল ছানা
ফার্মে আছে যত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তিশ্রদ্ধায় তোমার প্রতি
করবে মাথা নত।

বিশ্বাসেতে থাকবে অটল
খাঁটি হবে মন
প্রথম বোলটা ফুটবে মুখে
'কমরেড নেপোলিয়ন!'

কবিতাটি নেপোলিয়নের অনুমোদনক্রমে লেখা হল বড় গোলাঘরটার দেয়ালে, যেখানে সাত নীতিবাক্য লেখা, তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে। লেখাগুলোর ওপরে নেপোলিয়নের এক ছবি আঁকা হল। সাদা কালি দিয়ে এই পার্শ্বচিত্র আঁকল স্কুইলার।

এরমধ্যে মি. হুইম্পারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চালাতে গিয়ে ফ্রেডরিক এবং পিলকিংটনের সাথে জটিল এক পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলল নেপোলিয়ন। উঠোনে পড়ে থাকা সেই গাছের গুঁড়ি বিক্রি হয় নি এখনো। দুজনের মধ্যে ফ্রেডরিকই পেতে বেশি আগ্রহী, কিন্তু দামটা ভালো বলছেন না। এমন সময় নতুন করে গুঞ্জন উঠল, মি. ফ্রেডরিক সদলবলে আক্রমণ করতে আসছেন পশু-খামার। উইন্ডমিলটা তৈরি হওয়ার পর থেকে ভয়ানক রকম ঈর্ষায় জ্বলছেন তিনি। ওটা শেষ না করে স্বস্তি নেই তাঁর। এদিকে স্নোবলের কথা শোনা যাচ্ছে, সে এখনো ওই পিঞ্চফিল্ড খামারেই আছে। গরমের মাঝামাঝিতে একটা ঘটনা পশুদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনটে মুরগি স্বেচ্ছায় এসে স্বীকার করল, স্নোবলের প্ররোচনায় নেপোলিয়নকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল তারা। সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেওয়া হল মুরগি তিনটেকে।

নেপোলিয়নের নিরাপত্তার জন্য নতুন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হল। রাতে চার কুকুর নেপোলিয়নকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে যায় তার বিছানার চার কোণে। আর পিংকি নামে অল্পবয়েসী এক শূকর খাবার চেখে বিষ পরীক্ষা করার পর তবেই খায় নেপোলিয়ন।

এদিকে শোনা গেল, নেপোলিয়ন ওই গাছের গুঁড়ি মি. পিলকিংটনের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এ ছাড়াও আরেকটা চুক্তি হয়েছে মি. পিলকিংটনের সাথে। এখন থেকে পশু-খামার এবং ফক্সউডের মধ্যে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু পণ্য বিনিময় হবে। যদিও নেপোলিয়ন আর পিলকিংটনের ব্যবসায়িক লেনদেন চলছে শুধুমাত্র হুইম্পারের মাধ্যমে, এরপরেও দুজনের সম্পর্কটা এখন প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে গেছে। একজন মানুষ হিসেবে পিলকিংটনকে অবিশ্বাস করে পশুরা, কিন্তু ফ্রেডরিকের তুলনায় অনেক বেশি পছন্দ করে। ফ্রেডরিককে তারা ভয় এবং ঘৃণা দুটোই করে সমানভাবে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় বয়ে চলল গরমকালের, এবং উইন্ডমিলের কাজও প্রায় শেষ, এদিকে বিশ্বাসঘাতকরা যে খামার আক্রমণ করবে—এই গুঞ্জনও জোরালো হয়ে উঠছে দিন দিন। ফ্রেডরিক সম্পর্কে যা শোনা যাচ্ছে, পশু-খামার আক্রমণের জন্য সশস্ত্র বিশ জন লোক ভাড়া করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশকে ঘুষ দিয়ে হাত করে ফেলেছেন। কাজেই তারা পশু-খামার দখল করলেও কেউ কিছু বলবে না। এছাড়া পিঞ্চফিল্ড থেকে বেরিয়ে এল আরো ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। ফক্সউডের পশুগুলোর ওপর নির্বিচারে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছেন ফ্রেডরিক। খামারের এক বুড়ো ঘোড়াকে নির্দয়ভাবে চাবুকে মেরে ফেলেছেন তিনি। গরুগুলোকে না খাইয়ে রাখেন ফ্রেডরিক, একটা কুকুরকে মেরেছেন আগুনে ছুড়ে দিয়ে। সন্ধের দিকে মোরগলড়াইয়ের আয়োজন করে মজা দেখেন তিনি। এ সময় মোরগগুলোর পায়ের কাঁটায় ক্ষুর বেঁধে দেওয়া হয়। কমরেডদের প্রতি এই অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী শুনে রক্ত গরম হয়ে গেল পশু খামারের সব পশুর। দলবেঁধে পিঞ্চফিল্ড খামারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মাঝে মধ্যেই হইচই করতে লাগল তারা, মানুষদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে বন্দী পশুদের মুক্ত করতে চাইল। কিন্তু স্কুইলার সবাইকে শান্ত হতে পরামর্শ দিল এবং আস্থা রাখতে বলল কমরেড নেপোলিয়নের কৌশলের প্রতি।

এরপরেও ফ্রেডরিকের প্রতি পশুবিদ্বেষ ক্রমশ বেড়েই চলল। এক রোববার সকালে নেপোলিয়ন এসে হাজির গোলাঘরে। সবাইকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, উঠোনে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি ফ্রেডরিকের কাছে বিক্রির কথা কখনো ভাবে নি সে। বরং নেপোলিয়ন মনে করে, এ ধরনের গুপ্তদার্থ লোকের সাথে ব্যবসা করাটা তার জন্য মর্যাদাহানিকর ব্যাপার। যেসব কবুতর বিদ্রোহের জোয়ার ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে, তাদেরকে ফক্সউডের দিকে পা বাড়াতে বারণ করা হল। আগের স্লোগানটাও বদলে ফেলতে বলা হল কবুতরগুলোকে। 'মানবজাতি নিপাত যাক' এই স্লোগানের বদলে এখন থেকে তারা বলবে 'ফ্রেডরিকের মৃত্যু হোক'।

গরমকালের শেষ দিকে স্নোবলের আরেকটা ষড়যন্ত্র অনাবৃত হল। গমক্ষেত পুরোটাই ভরে গেছে আগাছায়। আবিষ্কৃত হল, কোনো এক নিশি অভিযানে গমবীজের সাথে খুব করে আগাছার বীজ মিশিয়ে গেছে স্নোবল। এক রাজহাঁস এসে স্কুইলারের কাছে স্বীকার করল এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার কথা এবং পরমুহূর্তে সে আত্মহত্যা করল বিষকাঁটালির ফল খেয়ে। পশুরা সবাই এখন বুঝতে পারছে, তারা অনেকেই যেমন বিশ্বাস করে, আসলে ব্যাপারটি সত্যি নয়। বাস্তবে 'প্রথম শ্রেণীর বীর পশু' উপাধি পায় নি স্নোবল, নিজের কথা নিজেই ছড়িয়েছে সে। 'গোয়ালঘর'-এর যুদ্ধে নিজের কাপুরুষ ভূমিকাটাকে ঢেকে ফেলার জন্যই করেছে এ কাজ। পশুদের ভেতর একটা দল আবার গোলকধাঁধায় পড়ে গেল। তবে স্কুইলার শিগগিরই তাদের বোঝাতে পারল, স্মৃতিশক্তির দৌর্বল্যে ভুগছে তারা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরৎকালে, প্রচণ্ড, প্রাণান্তকর চেষ্টায় ফসল তোলা এবং উইন্ডমিলের কাজ প্রায় একসঙ্গে সেরে ফেলল পশুরা। এখনো অবিশ্যি যন্ত্রপাতি সব কেনা হয় নি, মি. হুইম্পার এ ব্যাপারে দরদাম করছেন, তবে উইন্ডমিলের কাঠামো তৈরি শেষ। কঠিন বিরোধিতা, অনভিজ্ঞতা, সেকেলে যন্ত্রপাতি, দুর্ভাগ্য এবং স্নোবলের বিশ্বাসঘাতকতা—এসব প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে কাজটা শেষ করতে পারল পশুরা। তারা ক্লান্ত হলেও গর্বিত, সবাই মনের আনন্দে হাঁটছে শ্রেষ্ঠকীর্তির চারপাশে। প্রথমবার যে উইন্ডমিল দাঁড় করিয়েছিল, ওটার চেয়েও সুন্দর লাগছে দ্বিতীয়বারেরটা। তার ওপর আগের চেয়ে এবারের দেয়ালগুলো দ্বিগুণ পুরু। কোনো বিস্ফোরণ বা ধ্বংসের তাণ্ডব আর বিধ্বস্ত করতে পারবে না দেয়ালগুলো।

সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া আজ ভেবে দেখছে তারা। উইন্ডমিলটা তৈরি করতে গিয়ে কী কষ্টই না করেছে সবাই, পাড়ি দিয়ে এসেছে হতাশার সাগর, এখন উইন্ডমিলের চাকা চালু হলে যখন ডায়নামো সচল হবে—বিরাট এক পরিবর্তন এসে যাবে পশুখামারের পশুদের জীবনে। এসব ভাবতে ভাবতে পশুদের ক্লান্তি সব চলে গেল। উইন্ডমিলের চারদিকে তিড়িংবিড়িং লাফাতে লাগল তারা। আনন্দধ্বনি দিতে লাগল চিৎকার করে। মোরগ এবং কুকুর পরিবেষ্টিত অবস্থায় নেপোলিয়ন এল সেখানে। সম্পন্নকৃত কাজটা দেখতে এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে সে অভিনন্দন জানাল এই বিরাট সাফল্য অর্জনের জন্য। এবং ঘোষণা করল, উইন্ডমিলের নাম হবে 'নেপোলিয়ন মিল'।

দুদিন পর খামারের পশুদের বিশেষ সভার জন্য ডাকা হল গোলাঘরে। সভায় নেপোলিয়ন যখন ঘোষণা করল, উঠোনের গাছের গুঁড়ি ফ্রেডরিকের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, বিস্ময়ে বোবা বনে গেল সবাই। আগামীকাল ফ্রেডরিকের গাড়ি এসে কাঠ নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করবে। আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে অন্যরকম। পশুরা যখন ভাবছে, পিলকিংটনের সাথে ধীরে ধীরে খাতির জমে উঠছে নেপোলিয়নের, এই সময়টাতে আসলে ফ্রেডরিকের সাথে তলে তলে তাল মিলিয়েছে নেপোলিয়ন। গোপন চুক্তি হয়েছে তাদের মধ্যে।

ফক্সউডের সাথে পশু খামারের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, অপমানজনক পত্র দেওয়া হলো পিলকিংটনকে। কবুতরগুলোকে বলা হল, তারা যেন পিঞ্চফিল্ডে গিয়ে 'ফ্রেডরিকের মৃত্যু হোক'—এ ধরনের কোনো স্লোগান ছাড়ে না, বরং ফক্সউডে গিয়ে ছাড়বে 'পিলকিংটনের মৃত্যু হোক'। নেপোলিয়ন একইসঙ্গে পশুদের আশ্বস্ত করল, পশুখামারে আক্রমণ হবে বলে গুঞ্জন উঠেছে, পুরোটাই ভুয়া। আর নিজ খামারের পশুদের ওপর ফ্রেডরিকের যে নিষ্ঠুরতার কথা শোনা গেছে, সেটাও আচ্ছামতো রঙ চড়িয়ে ছড়ানো হয়েছে। সম্ভবত স্নোবল এবং তার অনুচরেরা রয়েছে এসব গুজবের মূলে।

এখন দেখা যাচ্ছে, স্নোবল মোটেও লুকিয়ে নেই পিঞ্চফিল্ড খামারে। তার সম্পর্কে বলা হল, জীবনে কখনো পিঞ্চফিল্ডে পা-ই দেয় নি সে। ফক্সউডে বেশ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাম-আয়েশে কাটছে তার জীবন। বাস্তবে সে বেশ ক'বছর ধরে পেনশন ভোগ করছে পিলকিংটনের কাছ থেকে।

নেপোলিয়নের চাতুর্যে শূকরেরা উল্লসিত। পিলকিংটনের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে সে ফ্রেডরিককে বাধ্য করেছে গুঁড়ির দাম বারো পাউন্ড বাড়াতে। স্কুইলার সবাইকে বলল নেপোলিয়নের মনমানসিকতার সবচেয়ে বড় গুণটি হচ্ছে—কোনো মানুষকে বিশ্বাস না করা, এমনকি সে ফ্রেডরিককেও বিশ্বাস করে না।

স্কুইলার আরো বোঝাল, ফ্রেডরিক ওই গুঁড়ির দাম দিতে চেয়েছিলেন চেকের মাধ্যমে। এই চেক হচ্ছে এক ধরনের কাগজ, যেখানে টাকার অঙ্ক লেখা থাকে প্রতিশ্রুতি আকারে। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর চেয়েও চালাক। পাওনাটা সে দাবি করল সত্যিকারের পাঁচ-পাউন্ড কাগুজে নোটের মাধ্যমে, যে টাকাটা দিতে হবে গুঁড়ি নিয়ে যাওয়ার আগেই। ফ্রেডরিক ইতোমধ্যে শোধ করেছেন পাওনা টাকাটা, এবং যে অঙ্কটা পাওয়া গেছে—সেটা উইন্ডমিলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যথেষ্ট।

খুব দ্রুত গাছের গুঁড়ি নিয়ে গেলেন ফ্রেডরিক। তারপর ফ্রেডরিকের দেওয়া ব্যাংক-নোটগুলো দেখার জন্য পশুদের ডাকা হল গোলাঘরে। মঞ্চে, খড়ের বিছানায় আয়েশ করে বসেছে নেপোলিয়ন, মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। নিজের যত সাজসজ্জা আছে, সব পরে নিয়েছে সে। ফার্ম হাউসের রান্নাঘর থেকে চীনামাটির ডিশ এনে রাখা হয়েছে নেপোলিয়নের পাশে, সেখানে সুন্দরভাবে সাজানো টাকাগুলো। পশুরা সব সার বেঁধে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে, প্রত্যেকেই মনের আশা মিটিয়ে দেখে নিচ্ছে টাকা। বক্সারের পালা এলে, সে নাক বাড়িয়ে ঘ্রাণ নিল টাকাগুলোর, তার নিশ্বাসে সাদা সাদা পাতলা নোটগুলো নড়ে উঠল ঘসঘস্ করে।

তিন দিন পর ভয়ানক শোরগোল উঠল পশু খামারে। সাইকেল নিয়ে দ্রুত ছুটে এলেন মি. হুইম্পার। মড়ার মতো ফ্যাকাসে তাঁর মুখ। খামারে ঢুকেই সাইকেলটা উঠোনে ফেলে ছুটলেন সোজা ফার্ম হাউসের দিকে। পরমুহূর্তে নেপোলিয়নের ঘর থেকে শোনা গেল আক্রোশ ভরা আর্তনাদ। খবরটা বুনো আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল খামার জুড়ে। গুঁড়ি বেচে যে টাকা পাওয়া গেছে, সবই জাল! তার মানে, কোনো টাকাপয়সা না দিয়েই গাছের গুঁড়ি নিয়ে গেছেন ফ্রেডরিক!

নেপোলিয়ন খামারের সব পশুকে এক জায়গায় জড়ো করল চটজলদি। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল ফ্রেডরিকের। বলল, ফ্রেডরিককে ধরতে পারলে জীবন্ত সেদ্ধ করা হবে। নেপোলিয়ন একই সঙ্গে সবাইকে সতর্ক করে দিল, এই বিশ্বাসঘাতকতার পর চূড়ান্ত রকমের ক্ষতির প্রস্তুতি নিতে পারে শত্রু। যে কোনো মুহূর্তে সদলবলে পশু খামারে হানা দিতে পারেন ফ্রেডরিক, যা তাঁর অনেক দিনের খায়েশ। খামারে আক্রমণ আসার সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে রক্ষী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। বাড়তি আরেকটা পদক্ষেপ নেওয়া হল পিলকিংটনের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। সৌহার্দ্যের বাণী নিয়ে চার কবুতর গেল ফক্সউড খামারে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালে ঠিকই আক্রমণ এল। পশুরা তখন সকালের খাবার সারছে। বাইরে দাঁড়ানো রক্ষীরা যখন ছুটে এসে শত্রুদের খবর জানাল, ততক্ষণে ফ্রেডরিক তাঁর লোকজন নিয়ে এসে গেছেন পাঁচ-হুড়কোঅলা গেটের ভেতর। পশুরা যথেষ্ট সাহসের সাথে এগোল শত্রুর মোকাবিলা করতে, কিন্তু এবার গোয়ালঘরের যুদ্ধের মতো এত সহজে বিজয় এল না। ছ 'ছটি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পনেরোজন মানুষের সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্যে আসা মাত্র গুলি ছুড়ল ওরা। নেপোলিয়ন এবং বক্সারের জোরালো সমর্থন থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং বুলেটের তোড় সইতে পারল না পশুরা। শিগগিরই তারা পিছু হটে গেল। ইতোমধ্যে আহত হয়েছে বেশ কিছু পশু। তারা আশ্রয় নিয়েছে খামারের দালানগুলোতে, সাবধানে উঁকি মারছে ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে। উইন্ডমিলসহ বিশাল চারণভূমির পুরোটা এখন শত্রুদের কব্জায়। এমনকি নেপোলিয়নের মাঝেও দেখা দিয়েছে পরাজয়ের আতঙ্ক। কোনো কথা না বলে পায়চারি করছে সে, ঝটাঝট্ ঝাঁকুনি মারছে তার শক্ত হয়ে ওঠা লেজ। সহযোগিতার আশায় বারবার ব্যাকুলভাবে তাকাচ্ছে সে ফক্সউডের দিকে। পিলকিংটন যদি তার লোকজন নিয়ে এসে সাহায্য করেন, তা হলে আজো হয়তোবা জয়লাভ সম্ভব। এমন সময় আগের দিন পাঠানো চার কবুতর ফিরে এল ফক্সউড থেকে। এক কবুতরের কাছে পিলকিংটনের কাছ থেকে নিয়ে আসা একটা কাগজ। তাতে লেখা : 'উচিত শিক্ষা!'

ইতোমধ্যে ফ্রেডরিক এবং তাঁর লোকজন গিয়ে জড়ো হয়েছে উইন্ডমিলটার কাছে। পশুরা অসহায় দৃষ্টিতে দেখছে তাদের, চারদিকে আতঙ্ক ভরা ফিস্‌ফাস্। দুই লোকের একজন তুলে নিয়েছে একটা শাবল, আরেকজনের হাতে ভারী হাতুড়ি। উইন্ডমিলটাকে ধসিয়ে দিতে যার যার হাতিয়ার নিয়ে এগোল তারা।

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল নেপোলিয়ন। 'দেয়ালগুলো আমরা এত পুরু করে গড়েছি, কিছুই করতে পারবে না তারা। এক সপ্তায়ও শোয়াতে পারবে না উইন্ডমিলটাকে। সাহস রেখো, বন্ধুরা।' লোকজনের চলাফেরা গভীর মন দিয়ে দেখছে বেঞ্জামিন। হাতুড়ি এবং শাবল হাতে দুই লোক গর্ত করছে উইন্ডমিলের ভিতের কাছে। একধরনের কৌতূহল নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বেঞ্জামিন। বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওরা যে কী করছে, দেখতে পাচ্ছ না তোমরা? একটু পরেই দেখবে, বারুদ গুঁজে দেওয়া হচ্ছে ওই গর্তে।'

আতঙ্কিত পশুরা অপেক্ষা করতে লাগল। এ মুহূর্তে দালানের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হওয়াটা অসম্ভব। মিনিট কয়েক পর বিভিন্ন দিকে ছুটতে দেখা গেল লোকজনকে। তারপর কানে তালা লাগানো শব্দে ঘটে গেল বিস্ফোরণ। কবুতরগুলো ডানা ঝাপ্টে উড়ে গেল শূন্যে, এবং শুধু নেপোলিয়ন ছাড়া বাকি সব পশু মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ লুকাল পেটের নিচে। যখন তারা উঠে পড়ল আবার, দেখে—উইন্ডমিলের জায়গায় ঝুলে আছে বিশাল এক কালো ধোঁয়ার মেঘ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল মৃদু বাতাসে। কিন্তু সেই উইন্ডমিলটা আর নেই!

এই দৃশ্য আবার সাহস ফিরিয়ে আনল পশুদের মাঝে। মুহূর্তেক আগেও যে ভয় এবং হতাশা ছিল তাদের মাঝে, এখন আর নেই সেটা। মানুষের এই ঘৃণ্য, জঘন্য কাজ প্রচণ্ডভাবে খেপিয়ে তুলেছে তাদের। জেগে উঠেছে দুরন্ত প্রতিশোধ স্পৃহা। পুনর্বার কেউ কারো আদেশের অপেক্ষা না করে, পশুরা সব জোট বেঁধে ছুটল শত্রুর দিকে। শিলাবৃষ্টির মতো ছুটে আসা বুলেটকে এবার আর পরোয়া করছে না পশুরা। এটা বর্বরতায় ভরা এক তিক্ত অভিজ্ঞতার যুদ্ধ। বারবার গুলি চালাচ্ছে মানুষ, কিন্তু থামছে না পশুরা। যখন একদম কাছে এসে গেল পশুর দল, লাঠি আর বুট চালাতে লাগল মানুষ। একটা গরু, তিনটে ভেড়া এবং দুটো হাঁস মারা গেল, এবং প্রায় সবাই কমবেশি আহত হল। এমনকি নেপোলিয়ন, যে পেছন থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, তারও লেজের ডগা চিরে গেল বুলেটের আঘাতে। তবে মানুষও অক্ষত রইল না। বক্সারের লাথি খেয়ে তিনজনের মাথা ফেটে চৌচির, একজনের পেট ফুটো করে দিল গরুর শিঙ, জেসি এবং ব্লুবেলের খপ্পরে পড়ে আরেকজনের টাউজার্স প্রায় ফালা ফালা। নেপোলিয়নের দেহরক্ষী যে নয় কুকুর, কমরেডের নির্দেশে ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে ঘুরপথ দিয়ে আচম্বিতে সামনে এসে দাঁড়াল মানুষের। ওদের হিংস্র গর্জনে আঁতকে উঠল মানুষ। তারা দেখে, চারদিকে বিপদ ঘিরে ধরেছে তাদের। ফ্রেডরিক ভালো করেই টের পেলেন, মানে মানে এবার কেটে পড়াটাই উত্তম। চিৎকার করে সবাইকে ভেগে যেতে বললেন তিনি। পরমুহূর্তে পশুদের শত্রুরা সব ঝেড়ে দিল দৌড়। একদম কাপুরুষের মতো প্রিয় প্রাণটাকে নিয়ে ছুটতে লাগল তারা। পশুরা তাদেরকে রীতিমতো ধাওয়া করে নিয়ে গেল মাঠের মাঝ দিয়ে। কেউ কেউ দিশে হারিয়ে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে পালানোর সময় শেষবারের মতো কিছু লাথি খেল পশুদের।

শেষে বিজয় এল, তবে সবাই খুব ক্লান্ত এবং রক্তাপ্লুত। অবসন্ন পায়ে ধীরে ধীরে সবাই ফিরে চলল খামারের দিকে। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা মৃত সঙ্গীদের করুণ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলল অনেকে। একসময় উইন্ডমিলটা যেখানে ছিল, সেখানে এসে খানিকক্ষণ নির্বাক বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। হ্যাঁ, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওটা! তাদের এত কষ্টের শেষ চিহ্নটুকুও প্রায় গেছে! এমন কি উইন্ডমিলের ভিত পর্যন্ত আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আগেরবার যেমন ছড়িয়ে পড়া পাথর এনে উইন্ডমিলটা আবার তৈরি করেছিল তারা, এবার আর সেটা সম্ভব নয়। পাথরগুলোর কোনো চিহ্ন নেই আশপাশে। সব উধাও। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাথরগুলো শত শত গজ দূরে চলে গেছে। দৃশ্যটা এমন, যেন এখানে কখনো কোনো উইন্ডমিলই ছিল না।

খামারে এসে পৌঁছতেই স্কুইলারের সাথে দেখা। যুদ্ধে অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত ছিল সে। লাফাতে লাফাতে সবার সামনে এগিয়ে এল স্কুইলার, লেজটা নাড়ছে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চঞ্চলভাবে। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি উজ্জ্বল করে তুলেছে তার চেহারা। খামারের দালানগুলোর ওদিক থেকে গুলির শব্দ এল।

'গুলি হচ্ছে কেন?' বক্সারের প্রশ্ন।

'আমাদের বিজয় উদ্‌যাপনের জন্য', সানন্দে বলল স্কুইলার।

'কিসের বিজয়?' জানতে চাইল বক্সার। রক্ত ঝরছে তার হাঁটু থেকে, পা থেকে উড়ে গেছে একটা নাল এবং চিড় ধরেছে খুরে। তাছাড়া ডজনখানেক বুলেটের টুকরো এসে বিঁধেছে তার পেছনের পায়ে।

'এটা কেমন কথা বললে, বন্ধু! আমরা কি আমাদের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিই নি শত্রুদের? পশু খামারের পবিত্র মাটি থেকে কি পালিয়ে যায় নি শত্রুরা?'

'কিন্তু ওরা তো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে আমাদের উইন্ডমিল। আমরা দু'দুটি বছর ধরে কাজ করেছি এর পেছনে!'

'তাতে কি? আমরা আরেকটা উইন্ডমিল গড়ে নেব। দরকার হলে ছ'টা উইন্ডমিল বানাব। তুমি বুঝতে পারছ না, বন্ধু, কত বড় একটা কাজ করে ফেলেছি আমরা। যে মাটিতে এখন দাঁড়িয়ে আছি, সেটা চলে গিয়েছিল শত্রুর দখলে। কমরেড নেপোলিয়নের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ যে—বেদখলে যাওয়া সেই মাটির প্রতিটা ইঞ্চি আবার ফিরে পেয়েছি আমরা!'

'তা হলে আমাদের আগে যা ছিল, সেটাই আবার ফিরে পেয়েছি আমরা—এই তো?' বক্সারের মোটা মাথায় পরিষ্কারভাবে খেলছে না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, এখানেই আমাদের বিজয়', বলল স্কুইলার।

পরিশ্রান্ত পাগুলো টেনে টেনে উঠোন জুড়ে হাঁটতে লাগল সবাই। বক্সারের পায়ের ভেতর আটকে থাকা বুলেটের টুকরো তীব্রভাবে জানান দিচ্ছে চামড়ার নিচে। বক্সার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভিত থেকে বিধ্বস্ত উইন্ডমিলটাকে আবার খাড়া করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। কল্পনায় ইতোমধ্যে নিজেকে এই কষ্টের জন্য তৈরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো তার মনে হল, এই এগার বছর বয়সে এসে শরীরের তাকত হয়তো বা আগের মতো নেই। শক্ত সবল পেশিগুলোতে বার্ধক্যের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

পশুদের বিমর্ষ ভাবটা কেটে যেতে সময় লাগল না। যখন তারা সবুজ পতাকা উড়তে দেখল, সাতবার তোপধ্বনি শুনল, যুদ্ধে সাহসী ভূমিকার জন্য নেপোলিয়নের কাছ থেকে অভিনন্দন পেল, তখন সবার মনে হল—হ্যাঁ, সত্যিই তারা বিরাট এক বিজয় অর্জন করেছে। যেসব পশু যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল তাদের। একটা ওয়াগনকে শবযান বানিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে চলল বক্সার এবং ক্লোভার। এই শবযাত্রার পুরোভাগে রইল নেপোলিয়ন।

এরপর দুদিন ধরে চলল বিজয়োৎসব। গান হল, বক্তৃতা হল, সেই সঙ্গে হল আরো তোপধ্বনি। পশুরা সবাই বিশেষ উপহার হিসেবে পেল একটি করে আপেল,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটা পাখিকে দেওয়া হল দু আউন্স করে শস্যদানা এবং একেকটা কুকুর পেল তিনটে করে বিস্কিট। ঘোষণা করা হল, এবারের এই যুদ্ধের নাম হবে 'উইন্ডমিলের যুদ্ধ' এবং নতুন এক সম্মানসূচক খেতাব সৃষ্টি করল নেপোলিয়ন। খেতাবটা হচ্ছে 'সবুজ পতাকা সম্মাননা'। খেতাবটা নিজেকেই দিল সে। আনন্দোৎসবে মেতে গিয়ে সবাই জাল টাকার দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটা ভুলে গেল একদম।

কিছুদিন পর ফার্ম হাউসের ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে এক কেস হুইস্কি খুঁজে পেল শূকরেরা। ফার্ম হাউস দখল করার পর থেকে এতদিন এগুলো চোখে পড়ে নি শূকরদের। সে রাতে ফার্ম হাউস থেকে চড়া সুর ভেসে এল গানের। এই গানের ভেতর 'পশু-সঙ্গীত' শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল খামারের পশুরা। সাড়ে নটার দিকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল নেপোলিয়নকে। মি. জোন্সের নরম পশমি টুপিটা মাথায় দিয়েছে বলে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার মাঝে। উঠোনের চারধারে খানিকক্ষণ তিড়িংবিড়িং লাফিয়ে আবার চলে গেল সে। কিন্তু সকালে দেখা গেল, গভীর এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ফার্ম হাউসে। একটা শূকরেরও দেখা নেই।

নটার দিকে স্কুইলারকে দেখা গেল বেরিয়ে আসতে। মনমরা একটা ভাব নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সে। নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে তার চোখ দুটো, লেজটা নিস্তেজভাবে ঝুলছে পেছনে, এবং প্রতিটা পদক্ষেপে অসুস্থতার চিহ্ন ফুটে উঠছে প্রকটভাবে। পশুদের এক জায়গায় জড়ো করে সে বলল, সবার পিলে চমকে দেওয়ার মতো একটা খবর আছে তার কাছে। মরতে বসেছে কমরেড নেপোলিয়ন!

কান্নার রোল পড়ে গেল খামারে। ফার্ম হাউসের দরজার বাইরে খড় বিছিয়ে বসে গেল সবাই। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করতে লাগল—আহা, শেষ পর্যন্ত কী যে হয়! উৎকণ্ঠায় স্বাভাবিকভাবে কেউ পা ফেলতেও পারছে না। পা টিপে টিপে হাঁটছে। অশ্রুসজল চোখে একটি আরেকটিকে জিজ্ঞেস করছে, নেতা চলে গেছে, এখন কী হবে তাদের?

খামার জুড়ে রটে গেল একটা কথা, স্নোবল কোনো কূটকৌশলে বিষ দিয়েছে নেপোলিয়নের খাবারে। এগারটায় স্কুইলার এল আরেকটা ঘোষণা নিয়ে। পৃথিবীতে এটাই যেন কমরেড নেপোলিয়নের শেষ কাজ, এমন ভঙ্গিতে বলল, নেপোলিয়ন আদেশ জারি করেছেন : কেউ অ্যালকোহল পান করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

সন্ধের দিকে অবস্থা কিছুটা ভালো মনে হল নেপোলিয়নের। পরদিন স্কুইলার এসে সবাইকে জানাল, দ্রুত সেরে উঠছে নেপোলিয়ন। সন্ধে নাগাদ কাজে ফিরে এল সে। পরদিন জানা গেল, মি. হুইম্পারকে উইলিংডনের কিছু চটি বই কিনতে পাঠিয়েছে নেপোলিয়ন। চোলাইকরণ এবং পাতন পদ্ধতি সম্পর্কে লেখা রয়েছে এসব পুস্তিকায়। এক সপ্তাহ পর নেপোলিয়ন ঘোষণা দিল, বাগানের ওপাশে যে চারণভূমি রয়েছে, যব চাষ হবে সেখানে। এর আগে জমিটা অবসর নেওয়া পশুদের চারণভূমি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে ফেলে রাখা হয়েছিল। সবাইকে বলা হল এই চারণভূমিতে এখন আর খাওয়ার মতো কিছু নেই। কাজেই ফেলে না রেখে লাঙল চালানোই ভালো। এরই মধ্যে একদিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে গেল খামারে, যার মর্মার্থ খুব কষ্টে বুঝতে পারল দু' একজন। রাত বারটার দিকে একদিন মড়মড় করে কিছু একটা ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ হল উঠোনে। পশুরা যে যার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। চাঁদনি রাত ছিল বলে ফক্‌ফক্ করছিল চারদিক। বড় গোলাঘরটার পেছনের দেয়ালে, যেখানে সাত নীতিবাক্য লেখা, সেই দেয়ালটার নিচে দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে মই। মইয়ের পাশে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে স্কুইলার। আপাতত জ্ঞান নেই। তার সামনের পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা লণ্ঠন, একটা রঙ করার ব্রাশ এবং একটা উল্টে যাওয়া সাদা রঙের কৌটো।

কুকুরেরা শিগগির একটা বৃত্ত তৈরি করল স্কুইলারের চারপাশে। স্কুইলার সুস্থ হয়ে হাঁটার শক্তি ফিরে পাওয়ার পর কুকুরেরা তাকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল ফার্ম হাউসে। কোনো পশু মাথা খাটিয়ে কূল পেল না—এর মানেটা কী। বেঞ্জামিন শুধু ব্যতিক্রম। পরিবেশটা দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল সে। মনে হল, কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কাউকে বলল না কিছুই।

ক'দিন পর সাত নীতি পড়তে গিয়ে হোঁচট খেল মুরিয়েল। আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এখানে, যা স্মরণ রাখতে গিয়ে এতদিন ভুল করেছে তারা। পঞ্চম নীতির বেলায় তারা এতদিন ভেবেছে লেখাটা হচ্ছে—'কোনো পশু অ্যালকোহল পান করতে পারবে না', অথচ দিব্যি লেখা আছে—'কোনো পশু অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করবে না'।

AMARBOI.COM

## নয়

বক্সারের ফেটে যাওয়া খুর ভালো হতে অনেক দিন লেগে গেল। বিজয়োৎসব শেষ হওয়ার পরদিন থেকে আবার উইন্ডমিল তৈরির কাজ শুরু করল তারা। বক্সার বিশ্রাম নেওয়া থেকে বিরত রইল, এমনকি একটা দিনের জন্যও নয়। কারণ সে যে পায়ের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, এটা কেউ বুঝতে পারাটা তার জন্য ইজ্জতের ব্যাপার। শুধু প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লোভারকে গোপনে বলত, চিড় ধরা খুরটা খুব ভোগাচ্ছে তাকে। ক্লোভার ব্যথা-যন্ত্রণা দূর করার কিছু লতাপাতা চিবিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিল বক্সারের খুরের ক্ষতে। ক্লোভার এবং বেঞ্জামিন মিলে কাজ কমিয়ে দিতে বলল বক্সারকে। 'একটা ঘোড়ার জীবন কিন্তু চিরস্থায়ী নয়', বেঞ্জামিন বোঝাতে চেষ্টা করল বক্সারকে কিন্তু বক্সার কান দিল না। বক্সারের কথা, জীবনে আর একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাই রয়েছে তার—অবসর নেওয়ার আগে উইন্ডমিলের সফল পরিণতি দেখে যাওয়া।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুতে যখন পশু খামারের আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন ঘোড়ার অবসর নেওয়ার বয়স নির্ধারিত হয়েছিল বার বছর, গরুর চৌদ্দ বছর, কুকুরের নয়, ভেড়ার সাত এবং হাঁস-মুরগির পাঁচ বছর। তখন বুড়োদের প্রচুর পরিমাণে অবসর-ভাতা দেওয়ার ব্যাপারটি অনুমোদিত হয়। যদিও এখনো কোনো পশু পেনশনভুক্ত হয় নি, তবু বারবার আলোচনা হচ্ছে এ নিয়ে। বাগানের ওপাশে ছোট যে মাঠটা এতদিন অবসর নেওয়া বুড়োদের জন্য নির্ধারিত ছিল, সেটা এখন যব চাষের জন্য আলাদা করা হয়েছে। কাজেই অবসরপ্রাপ্ত পশুদের জন্য এ মুহূর্তে কোনো চারণভূমি নেই। শোনা যেতে লাগল, বিশাল চারণভূমির একটা কোণ বেড়া দিয়ে আলাদা করা হবে বিশেষ শ্রেণীর অবসর নেওয়া পশুদের জন্য। এই পশুদের মধ্যে বক্সার অন্যতম। বলা হচ্ছে, একটা ঘোড়া পেনশন-ভাতা হিসেবে প্রতিদিন পাবে পাঁচ পাউন্ড করে শস্য, শীতকালে পাবে পনেরো পাউন্ড খড়। ছুটির দিন পাবে একটা গাজর কিংবা আপেল। বক্সারের বারো বছর পূর্ণ হবে আগামী বছর গরমকালের শেষদিকে।

ইতোমধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে জীবন। গত বছরের মতো এবারও প্রচণ্ড শীত পড়েছে, এবং খাবারও আগের চেয়ে কম। আরো একবার খাবারের ভাগ কমিয়ে দেওয়া হল পশুদের, শুধু শূকর এবং কুকুরেরা বাদ। স্কুইলার সবাইকে বোঝাল, খাবার একদম কড়াভাবে ভাগ করে দেওয়াটা পশুত্ববাদের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেভাবেই হোক, স্কুইলার স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করতে পারল, খামারে আপাতদৃষ্টিতে খাদ্য সঙ্কট দেখা গেলেও বাস্তবে খাবারের কোনো ঘাটতি নেই। এটা সাময়িকভাবে খাবারের পুনর্বিন্যাস। স্কুইলার সব সময় এ ব্যবস্থাকে 'পুনর্বিন্যাস' বলে, 'খাবার কমানো' বলে না। আর, তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে সব। তবে বর্তমান অবস্থা জোন্সের সেই দিনগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। খামারের আয়-উন্নতির তালিকাটা পশুদের পড়ে শোনায় স্কুইলার। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গলা চড়িয়ে দ্রুত পড়ে যায় সে—তাদের জইয়ের উৎপাদন আগের চেয়ে বেশি হয়েছে, খড় হয়েছে আরো, জোন্সের সময়ের চেয়ে শালগমও ফলেছে বেশি। আগের চেয়ে তাদের কাজ করতে হয় কম, খাওয়ার পানিটাও ভালো, গড় আয়ু বেড়েছে। আগে পশুদের ছানাপোনা জন্ম নিলে পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হত, সে অবস্থা এখন আর নেই। ফলে সংখ্যাও বেড়ে গেছে পশুদের। খোঁয়াড়গুলোতে আগের চেয়ে অনেক খড় রয়েছে এখন এবং পোকামাকড়ের উপদ্রবও সেরকম নেই।

স্কুইলারের প্রতিটা কথাই বিশ্বাস করে পশুরা। সত্যি বলতে কি, জোন্সের কথা এবং তার সময়ের ঘটনা প্রায় মুছে গেছে তাদের স্মৃতি থেকে। তারা জানে, তাদের জীবনটা এখন কঠিন এবং নীরস। তারা প্রায়ই ক্ষুধা এবং শীতে কষ্ট পোহায়, এবং ঘুমোনোর সময় বাদে বাকি সময়টা কাজ করে যেতে হয় তাদের। তবে নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়টা পুরোনো দিনগুলোর চেয়ে ভালো। এই বিশ্বাসটা আনন্দ দেয় তাদের। তাছাড়া ওই দিনগুলোতে তারা ছিল ক্রীতদাস, আর এখন সবাই স্বাধীন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুইলার পুরোনো দিনের সাথে এখনকার জীবনের তফাতটা সুনিপুণভাবে তুলে ধরল সবার কাছে।

খাওয়ার মুখ এখন বেড়ে গেছে অনেক। শরৎকালে চারটে শূকরীই পরপর বাচ্চা প্রসব করল। সব মিলিয়ে একত্রিশটি শূকরছানা। ওদের গায়ের রঙ ছোপ ছোপ সাদা-কালো, আর যেহেতু খামারের শূকরদের ভেতর নেপোলিয়নই একমাত্র পুরুষ, কাজেই সহজেই আন্দাজ করা যায়—ছানাগুলোর বাবা কে। ঘোষণা দেওয়া হল, পরে যখন ইট-কাঠ কেনা হবে, শূকরছানাদের জন্য একটা স্কুল তৈরি হবে ফার্ম হাউসের বাগানে। আপাতত ওদের শিক্ষাদানের কাজটা চালাবে নেপোলিয়ন, ক্লাস বসবে ফার্ম হাউসের রান্নাঘরে। ওরা ব্যায়াম, খেলাধুলো যাই করবে, সব বাগানের ভেতর। খামারের অন্যান্য পশুশাবকের সাথে মেলামেশা একদম চলবে না। এসময় নতুন এক নিয়মও চালু হল, পথে কোনো শূকর আরেকটা পশুর মুখোমুখি হলে, ওই পশুকে অবশ্যই সরে দাঁড়াতে হবে। আর রোববারে যে কোনো শূকরকে লেজে পরতে হবে সবুজ ফিতে।

সুন্দরভাবে কেটে গেল সাফল্যের একটি বছর, কিন্তু টাকার অভাবটা আছে এখনো। স্কুলঘরের জন্য ইট, বালি এবং চুন কিনতে হবে। উইন্ডমিলের যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও টাকা জমানো প্রয়োজন। তারপর আরো যে সব জিনিস কিনতে হবে, সেগুলো হচ্ছে—ঘরের জন্য লণ্ঠনের তেল এবং মোম, নেপোলিয়নের জন্য চিনি (মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় আছে বলে অন্যান্য শূকরদের চিনি খাওয়া বারণ) এবং ফুরিয়ে যাওয়া আরো কিছু জিনিস। এই জিনিসগুলোর ভেতর রয়েছে—কিছু যন্ত্রপাতি, পেরেক, দড়ি, কয়লা, তার, ছাঁট-লোহা এবং কুকুরের বিস্কিট। টাকার প্রয়োজন মেটাতে কিছু খড় এবং আলু বিক্রি করা হল, এবং ডিমের সাপ্তাহিক চালান বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ছ'শতে। ডিম বিক্রির পরিমাণটা বেড়ে যাওয়ায় মুরগিরা যথেষ্ট ছানা ফোটাতে ব্যর্থ হল, ফলে মুরগিদের সংখ্যাটা আর একই রকম রইল না।

ডিসেম্বরে সবার বরাদ্দকৃত খাবার কমিয়ে দেওয়া হল। ফেব্রুয়ারিতে কমানো হল আরেকবার। তেল বাঁচানোর জন্য লণ্ঠন নিষিদ্ধ করা হল পশুদের থাকার জায়গায়। তবে শূকররা কিন্তু আছে বেশ, খাচ্ছেদাচ্ছে এবং দিন দিন ওজন বাড়াচ্ছে।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে, এক বিকেলে চমৎকার সৌরভ পেল খামারের পশুরা। উষ্ণতায় ভরা খিদে চাগিয়ে তোলা কড়া সৌরভ। খাবারের এমন ম ম সুবাস এর আগে কখনো পায়নি পশুরা। রান্নাঘরের পেছনে ছোট্ট এক ঘর থেকে সুগন্ধটা এসে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে। জোন্‌সের ব্যবহার করা হত না ঘরটা। কে একজন বলল, বার্লি রান্না হলে এমন সুবাস বেরোয়। পশুরা বুভুক্ষের মতো ঘ্রাণটা নিয়ে ভাবল, যাক, রাতে গরমাগরম সুরুয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু আশাটা পূরণ হল না তাদের, এবং পরের রোববারে ঘোষিত হল, এখন থেকে বার্লি সব সংরক্ষিত থাকবে শুধুমাত্র শূকরদের জন্য। বাগানের ওপাশের জমিতে ইতোমধ্যে বার্লি বোনা হয়ে গেছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে খামারে শিগগিরই একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিটা শূকর এখন প্রতিদিন এক পাইন্ট করে বিয়ার পাচ্ছে গলা ভেজানোর জন্য। আর নেপোলিয়ন পাচ্ছে আধা গ্যালন করে। দামি স্যুপের পেয়ালায় এই বিয়ার পান করে সে।

যদিও পশুদের জীবন এখন খুব কষ্টের, তবু এই ভেবে তারা মনের খেদটুকু মুছে ফেলে—আগের জীবনের চেয়ে এখন তাদের মানমর্যাদা অনেক বেশি। আগের চেয়ে অনেক গান করে তারা, অনেক বক্তৃতা হয়, অনেক শোভাযাত্রা হয়।

নতুন এক শোভাযাত্রার কথা ঘোষণা করল নেপোলিয়ন, যা হবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মতো একটা ব্যাপার। অ্যানিমেল ফার্মের কষ্ট এবং আনন্দকে উদযাপনের জন্য সপ্তায় একবার করে আয়োজিত হতে লাগল এই শোভাযাত্রা। সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সব বন্ধ করে খামারের জমিতে মিলিটারি কায়দায় মার্চ করে পশুরা। শূকরেরা থাকে এই শোভাযাত্রার আগে, তারপর ঘোড়ার দল, তারপর গরু, তারপর ভেড়া এবং সবশেষে হাঁস-মুরগি। কুকুরগুলো থাকে শোভাযাত্রার দু পাশে এবং নেপোলিয়নের সেই কালো মোরগটা সবার আগে মার্চ করে এগোয়। বক্সার এবং ক্লোভার মিলে খুর এবং শিঙ আঁকা সবুজ রঙের একটা ব্যানার নিয়ে যায় সব সময়, যেখানে লেখা —'কমরেড নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন!' তারপর কবিতা আবৃত্তি হয় নেপোলিয়নের সম্মানে। খাদ্য উৎপাদনের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানায় স্কুইলার। মাঝে মধ্যে একটি করে গুলি ছোঁড়া হয় বন্দুক থেকে।

স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রার সবচেয়ে বড় ভক্ত বনে গেল ভেড়ার পাল। কেউ যদি অভিযোগ করে (কোনো শূকর বা কুকুর সামনে থাকলে গুটিকয়েক পশু মাঝে মধ্যে অভিযোগ তোলে), এই শোভাযাত্রা মানে সময় নষ্ট এবং অনেকক্ষণ শুধু শুধু ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা, তখন ভেড়াগুলো ভয়াবহ শোর তুলে তার মুখ বন্ধ করে দেবে। তারা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে বলবে—'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা মন্দ!'

তবে সবকিছু মিলিয়ে পশুরা উপভোগ করে এই শোভাযাত্রা, উৎসব। পশুরা এই ভেবে খুব আরাম বোধ করে, তারা যাই কিছু করুক না কেন, এখন সবই করছে সত্যিকারের এক প্রভুর অধীনে, এবং কাজটা তারা করছে নিজেদের ভালোর জন্যই। গান, শোভাযাত্রা, স্কুইলারের তালিকা, তোপধ্বনি, নেপোলিয়নের মোরগের কুক্-কুরু-কুক এবং পতাকার পতপত ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদেরকে ভুলিয়ে দিচ্ছে খিদের কষ্ট।

এপিলে পশু-খামারকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হল। এখন একজন রাষ্ট্রপতি চাই। একমাত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল নেপোলিয়ন, এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি হয়ে গেল সে। একই দিন এমন কিছু নতুন দলিল পাওয়া গেল, যেখানে জোন্সের সাথে স্নোবলের গোপন আঁতাতের প্রমাণ রয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, গোয়ালঘরের যুদ্ধে স্নোবল আসলে পশুদের পক্ষে যুদ্ধ করার ভান করে নি, আগে যেমনটি ভাবা হয়েছিল তার সম্পর্কে স্নোবল সরাসরি যুদ্ধ করেছে মি. জোন্সের পক্ষে। বাস্তবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ছিল মানবদলের দলপতি। 'মানবতা দীর্ঘজীবী হোক'—এই কথা বলে আক্রমণ শানিয়েছে সে। অথচ খামারের কিছু পশুর চোখে আজো জ্বলজ্বল করে সেই দৃশ্য—স্নোবলের পিঠের ওই ক্ষতের জন্য আসলে দায়ী ছিল নেপোলিয়নের দাঁত।

গরমের মাঝামাঝিতে দাঁড়কাক মোজেসকে আবার দেখা গেল খামারে। কয়েক বছর নিখোঁজ থাকার পর ফিরে এল সে। কোনো পরিবর্তন হয় নি তার। এখনো কাজ করে না মোজেস, আগের মতোই মিছরির পাহাড়ের সেই একঘেয়ে গল্পটা বলে। সে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে কালো ডানা দুটো নাড়ে, আর বক্‌বক্ করে। আগ্রহী শ্রোতা পেলে ঘণ্টা ধরে টান দেয় তার গল্প।

'ওই যে ওখানে, বন্ধুরা', আকাশের দিকে বড়সড় কালো ঠোঁটটা তুলে দিব্যি করে বলে মোজেস। 'কালো মেঘগুলোর ওপাশেই রয়েছে মিছরির পাহাড়। চিরসুখের একটা দেশ। ওখানে গেলে আমাদের মতো দুঃখী পশুরা সারা জীবনের জন্য বেঁচে যাবে কষ্ট থেকে!'

মোজেস আরো বলে, একবার সে উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠেছিল, তখন দেখেছে সেখানকার সবুজ লতাপাতায় ভরা মাঠ। এই মাঠ কখনো উজাড় হবে না। সেখানকার ঝোপঝাড়ে রয়েছে মিছরির তাল আর মসিনার খইল। পশুরা অনেকেই বিশ্বাস করে তার কথা। তাদের জীবনটা এখন দুর্বিষহ। একদিকে ক্ষুধার কষ্ট, আরেকদিকে কায়িক শ্রমের যাতনা, এ সময় ভালো একটা জায়গার সন্ধান পেলে মন্দ কি?

মোজেসের প্রতি শূকরদের মনোভাব বোঝা বড় দায়। এমনিতে তারা পাত্তা দেয় না মোজেসকে। তার সম্পর্কে পশুদের বলা হয়েছে মিছরির পাহাড়ের গল্প পুরোটাই মিথ্যে। এরপরেও মোজেসকে খামারে থাকতে দিচ্ছে শূকরেরা। মোজেস কোনো কাজ না করলেও রোজ তাকে দেওয়া হচ্ছে আড়াই আউন্স করে বিয়ার।

বক্সারের ফেটে যাওয়া খুরটা সেরে ওঠার পর আগের চেয়ে আরো বেশি পরিশ্রম করতে লাগল সে। সে বছর খামারের সব পশু ক্রীতদাসের মতো খেটে গেল। খামারের নিয়মিত কাজ ছাড়াও রয়েছে উইন্ডমিলটা আবার খাড়া করার ধকল, তার ওপর মার্চ থেকে শুরু হয়েছে শূকরছানাদের স্কুলের কাজ—সব মিলিয়ে প্রাণান্তকর খাটাখাটনি। অপর্যাপ্ত খাবার খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকাটা মাঝে মধ্যে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বক্সার দিব্যি অটল। তার কথা বা কাজে বোঝা যায় না আগের সেই শক্তিটা আর নেই। শুধু চেহারাসুরতে একটু পরিবর্তন এসেছে—এই যা। বক্সারের গায়ের চামড়ায় আগের সেই চক্‌চকে ভাবটা নেই, এবং তার বিশাল নিতম্ব টানটান ভাবটা হারিয়ে কেমন কুঁচকে গেছে। সবাই বলাবলি করছে, 'যখন বসন্তের নতুন ঘাস জন্মাবে, শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে বক্সারের।'

কিন্তু বসন্তের নতুন ঘাস আসার পরেও মোটাতাজা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না বক্সারের মাঝে। মাঝে মধ্যে বিশাল আকৃতির সব পাথর যখন খাদের ঢাল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেয়ে ওপরের দিকে সে টানতে থাকে, মনে হয় যেন শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরেই এখনো খাড়া আছে তার শরীর। তখন বক্সারের ঠোঁট দুটোর নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় সে বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে—'আরো বেশি কাজ করব আমি।' কিন্তু তার মুখে কোনো রা ফোটে না। ক্লোভার এবং বেঞ্জামিন আবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে বলে বক্সারকে, কিন্তু বক্সার কান দেয় না কারো কথায়। বারোতম জন্মদিন এগিয়ে আসছে তার। অবসর নেওয়ার আগেই পাথরের ভালো একটা স্তূপ চাই বক্সারের। এতে যদি কিছু হয়ে যায় তার, পরোয়া করে না সে।

গরমকালের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ শোনা গেল, কিছু একটা হয়েছে বক্সারের। উইন্ডমিলের জন্য একাকী বিরাট এক বোঝা পাথর বয়ে আনছিল সে, পথে ঘটে গেছে বিপত্তি। খবরটা যে সত্যি, নিশ্চিত হওয়া গেল শিগগিরই। মিনিট কয়েক পরে দুই কবুতর ছুটে এসে বলল, 'কাত হয়ে পড়ে আছে বক্সার। উঠে দাঁড়াতে পারছে না!'

খামারের প্রায় অর্ধেক পশু দৌড়োল সেই টিলাটার দিকে, যেখানে উইন্ডমিলটা আবার গড়ে তোলা হচ্ছে। মালবোঝাই গাড়ির দু পাশের দুই দণ্ডের মাঝখানে পড়ে আছে বক্সার। গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে লম্বা করে, তুলতে পারছে না মাথাটা। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, শরীরের দু পাশ ঘেমে সারা। মুখ থেকে সরু ধারায় গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

বক্সারের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ক্লোভার।

'বক্সার!' ব্যাকুল কণ্ঠ ক্লোভারের। 'কেমন আছ তুমি?'

'আমার ফুস্‌ফুসে একটু সমস্যা,' দুর্বল কণ্ঠে বলল বক্সার। 'তবে এটা কোনো ব্যাপার নয়। আমি মনে করি, আমাকে ছাড়াই উইন্ডমিলের কাজটা শেষ করতে পারবে তোমরা। উইন্ডমিল তৈরির মতো যথেষ্ট পরিমাণ পাথর জমে গেছে। অবসর নেওয়ার জন্য আর মাত্র একটা মাসই তো বাকি। সত্যি বলতে কি, আমি এখন উদগ্রীব হয়ে আছি অবসর নেওয়ার জন্য। বেঞ্জামিনও তো যথেষ্ট বুড়ো হয়েছে, হয়তোবা ওকেও অবসর দেওয়া হবে একই সঙ্গে। তা হলে অবসর জীবনে ভালো একটা সঙ্গী পেয়ে যাব।'

'ওকে এক্ষুণি আমাদের সাহায্য করতে হবে', ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ক্লোভার। 'একজন দৌড়াও জলদি, স্কুইলারকে গিয়ে বল—কী ঘটেছে এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সব পশু স্কুইলারকে খবর দিতে ছুটল ফার্ম হাউসের দিকে। শুধু ক্লোভার এবং বেঞ্জামিন রয়ে গেল বক্সারের পাশে। বেঞ্জামিনের মুখে কোনো কথা নেই, সে তার লম্বা লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে বক্সারের গা থেকে। প্রায় পনেরো মিনিট পর স্কুইলার এসে গেল। সহানুভূতি এবং উদ্বেগের ছাপ পুরোমাত্রায় দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। সে বলল, কমরেড নেপোলিয়ন ইতোমধ্যে জেনে গেছেন খামারের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান কর্মীদের একজনের এই চরম দুর্ভাগ্যের কথা। তিনি বক্সারকে সুস্থ করে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছেন এর মধ্যে। উইলিংডনের হাসপাতালে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠানো হবে বক্সারকে। এ খবরে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল পশুরা। মলি এবং স্নোবল ছাড়া আর কোনো পশু কখনো এ খামারের বাইরে যায় নি, এবং তারা চায় না তাদের এই অসুস্থ বন্ধুটি মানুষের হাতে গিয়ে পড়ুক। তা যাই হোক, স্কুইলার সহজেই সবাইকে বোঝাতে পারল, এই খামারের চেয়ে উইলিংডনের পশু ডাক্তার অনেক ভালো শুশ্রূষা করতে পারবে বক্সারের।

আধা ঘণ্টা পর খানিকটা সুস্থ হল বক্সার। বহু কষ্টে চারপায়ে খাড়া হল সে। তারপর টলতে টলতে এগোল তার আস্তাবলের দিকে, যেখানে ক্লোভার এবং বেঞ্জামিন মিলে খড় দিয়ে একটি ভালো বিছানা তৈরি করে রেখেছে।

পরবর্তী দুটো দিন নিজের জায়গা থেকে নড়ল না বক্সার। শূকরেরা গোলাপি রঙের এক বোতল ওষুধ পাঠাল তাকে। বোতলটা বাথরুমের দেরাজে খুঁজে পেয়েছে তারা। খাওয়ার পর খেতে হয় এ ওষুধ। ওষুধটা দিনে দু বার করে বক্সারকে খাওয়াতে লাগল ক্লোভার। সন্ধ্যায় বক্সারের পাশে শুয়ে তার সাথে কথা বলে সে, বেঞ্জামিন তখন লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায় বক্সারের গা থেকে। যা ঘটেছে, তা নিয়ে মোটেও দুঃখ নেই বক্সারের। যদি সে ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠে, তা হলে আরো বছর তিনেক বেঁচে থাকার আশা করে। সামনের সেই শান্তিময় দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বক্সার, যখন বিশাল চারণভূমির এক কোণে আমৃত্যু অবসর কাটিয়ে যাবে। এই প্রথমবারের মতো পড়াশোনার ফুরসত মিলবে তার, সুযোগ আসবে মনের উন্নতি ঘটানোর। ইতোমধ্যে দুই সঙ্গীর কাছে মনের ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করেছে বক্সার। বাকি জীবনটা বর্ণমালার বাকি ২২টি অক্ষর শেখার পেছনে ব্যয় করবে সে।

বেঞ্জামিন এবং ক্লোভার মিলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে সঙ্গ দিয়ে যায় বক্সারকে। এভাবে ভালোই কাটছিল সময়, একদিন দুপুরে হঠাৎ একটা গাড়ি এসে হাজির। পশুরা তখন এক শূকরের তত্ত্বাবধানে আগাছা উপড়াচ্ছে শালগম ক্ষেতের। এমন সময় বেঞ্জামিনের কাণ্ড দেখে তারা হতবাক। খামারের দালানগুলোর ওদিক থেকে শালগম ক্ষেতের দিকে বড় বড় পা ফেলে ছুটে আসছে বেঞ্জামিন, সেই সঙ্গে চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। এর আগে বেঞ্জামিনকে কখনো এরকম উত্তেজিত দেখে নি তারা, এবং এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে কখনো দৌড়ও দেয় নি।

'শিগগির, শিগগির এসো তোমরা!' উত্তেজিত কণ্ঠে তাড়া দিল বেঞ্জামিন। 'বক্সারকে তো নিয়ে যাচ্ছে ওরা!'

শূকরটার আদেশের অপেক্ষা না করে কাজ ফেলে পশুরা সব দৌড়োল খামারের দালানগুলোর দিকে। বেঞ্জামিনের কথা একদম ঠিক। দুই ঘোড়ার একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে উঠোনে। গাড়ির দরজাটা বন্ধ। গাড়ির একপাশে লেখা রয়েছে কী যেন। চালকের আসনে বসে আছে এক ধূর্ত চেহারার লোক। তার মাথায় একটা গোল পশমি টুপি, টুপির ওপরের দিকটা বেশ নিচু। এদিকে বক্সারের থাকার জায়গা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। নেই বক্সার।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ির চারদিকে পশুরা জড়ো হয়ে একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল, 'বিদায়, বক্সার, বিদায়!'

'বোকার দল! এক্কেবারে বোকা!' চেঁচিয়ে উঠল বেঞ্জামিন, রাগ সহ্য করতে না পেরে বন্ধুদের চারপাশে লাফাল তিড়িংবিড়িং, শেষে ছোট ছোট খুরগুলো মাটিতে দুমাদুম ঠুকে বলল, 'আরে, বোকার দল, দেখতে পাচ্ছ না গাড়ির পাশে কী লেখা আছে?'

বেঞ্জামিনের কথায় চুপ হয়ে গেল পশুরা, নিস্তব্ধতা নেমে এল তাদের মাঝে। মুরিয়েল বানান করে পড়তে লাগল শব্দগুলো। কিন্তু বেঞ্জামিন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে, তারপর মৃত্যুপুরীর নীরবতার মাঝে পড়ে গেল :

' "আলফ্রেড সিমণ্ডস, ঘোড়ার কসাই এবং আঠা প্রস্তুতকারী, উইলিংডন। চামড়া এবং হাড়ের-গুঁড়ো ব্যবসায়ী। কুকুরের ঘর সরবরাহকারী।" তোমরা কি বুঝতে পারছ না এর মানেটা কী? বক্সারকে ওরা কসাইয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে!'

আতঙ্কে একসঙ্গে চিৎকার দিয়ে উঠল সব কটা পশু। এমন সময় চালকের আসনে বসা লোকটি চাবুক চালাল তার ঘোড়াগুলোর ওপর। অমনি চলতে শুরু করল গাড়ি। দ্রুত বেরিয়ে যেতে লাগল উঠোন থেকে। পশুরা সব অনুসরণ করতে লাগল গাড়িটা, চেঁচাতে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে। দৌড়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করল ক্লোভার। শক্তিশালী পাগুলো দ্রুত চালিয়ে প্রতিটা পদক্ষেপে জোর বাড়াতে লাগল সে। এসে গেল স্বচ্ছন্দ গতি। দৌড়োতে দৌড়োতে চেঁচাল, 'বক্সার! বক্সার! বক্সার! বক্সার!'

ঠিক এমন সময় বাইরের শোরগোল যেন কানে গেল বক্সারের, নাকের ডগায় সাদা দাগঅলা প্রিয় মুখটা উঁকি দিল গাড়ির পেছনের জানালায়।

'বক্সার!' মরিয়া হয়ে চিৎকার দিল ক্লোভার। 'বক্সার! বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো শিগগির! ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে!'

পশুরা সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'বেরিয়ে এসো, বক্সার! বেরিয়ে এসো!'

কিন্তু ইতোমধ্যে গতি বেড়ে গেছে গাড়ির, ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। ক্লোভারের কথা বক্সার আদৌ বুঝতে পেরেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এক মুহূর্ত পর বক্সারের মুখটা সরে গেল জানালা থেকে এবং গাড়ির ভেতর থেকে শোনা যেতে লাগল দুমাদুম পা চালানোর শব্দ। লাথি মেরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে। একটা সময় ছিল, যখন বক্সারের গোটা কয়েক লাথি চুরমার করে ফেলত গাড়ির কাঠগুলো। কিন্তু হায়! সেই শক্তি এখন নেই বক্সারের। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাঠের গায়ে খুর চালানোর ঠকাঠক্ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। পশুরা এবার কাতর কণ্ঠে ধাবমান দুই ঘোড়াকে মিনতি করল গাড়িটা থামানোর জন্য।

'বন্ধুরা!' চিৎকার করে বলল পশুরা। 'নিজের ভাইকে মারার জন্য এভাবে নিয়ে যেয়ো না তোমরা!'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অপদার্থ ঘোড়া দুটো বুঝতে পারল না কী ঘটছে। ওরা শুধু ওদের কান চারটে পেছনে টেনে শুনতে চেষ্টা করল কিছু, তারপর বাড়িয়ে দিল ছোটার গতি। বক্সারের মুখটা আর উঁকি দিল না জানালায়। কেউ একজন দ্রুত সামনে গিয়ে পাঁচ-হুড়কোঅলা গেটটা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবল, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে গেটটা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল গাড়িটা। তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। বক্সারকে দেখা গেল না আর কোনোদিন।

তিন দিন পর জানা গেল, উইলিংডনের পশু হাসপাতালে মারা গেছে বক্সার। একটি অসুস্থ ঘোড়া হিসেবে যতটুকু সেবাশুশ্রূষা দরকার, তার সবই পেয়েছে সে, কিন্তু লাভ হয় নি। স্কুইলারই এই দুঃসংবাদটা দিল সবাইকে। স্কুইলার বলল, বক্সারের শেষ মুহূর্তে তার পাশে ছিল সে।

'এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা', বলতে বলতে খুর দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু মুছল সে। 'অন্তিম মুহূর্তে তার পাশেই ছিলাম আমি। একদম শেষ মুহূর্তে কথা বলার শক্তিও ছিল না বক্সারের। তখন আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, তার একটা দুঃখ হচ্ছে—উইন্ডমিলটা শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যু এসে গেল। বক্সারের শেষ কথাগুলো ছিল, "এগিয়ে যাও, বন্ধুরা! বিদ্রোহের নামে এগিয়ে যাও। দীর্ঘজীবী হোক পশুখামার! দীর্ঘজীবী হোক কমরেড নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন সবসময়ই ঠিক।"'

এ পর্যন্ত এসে আচরণ হঠাৎ বদলে গেল স্কুইলারের। মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল সে। আবার কথা বলার আগে তার কুতকুঁতে চোখ দুটো চকিতে এদিক-ওদিক ঘুরে এল। দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া।

স্কুইলার বলল, খুব বাজে একটা গুজব কানে এসেছে তার। বক্সারকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর কারা যেন বোকার মতো ছড়িয়েছে এ কথা। খামারের কিছু পশু নাকি দেখেছে, বক্সারকে যে গাড়িটা নিয়ে গেছে, সেটার গায়ে লেখা ছিল—'ঘোড়ার কসাই'। এবং এ থেকেই চট করে তারা বুঝে নেয়, কসাইয়ের কাছে নেওয়া হচ্ছে বক্সারকে। খামারের কোনো পশু যে এমন বোকা হতে পারে, বলল স্কুইলার, রীতিমতো অবিশ্বাস্য এটা। স্কুইলার রাগ-ঘৃণা একসঙ্গে প্রকাশ করে বলল, যারা এই গুজব রটিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই ভালো করে চেনে তাদের প্রিয় নেতা কমরেড নেপোলিয়নকে। লেজ নাড়তে নাড়তে এদিক-সেদিক লাফাল স্কুইলার। পশুদের ভুল ধারণাটাকে শুধরে দেওয়ার জন্য সত্যিকারের সহজ একটা ব্যাখ্যা দিল সে। বলল, ওই গাড়িটা আগে সত্যিই এক কসাইয়ের ছিল, পরে এক পশু ডাক্তার কিনে নেন ওটা। কিন্তু তিনি রঙটঙ করে গাড়ির আগের লেখাগুলো বদলে দেন নি। এই লেখা পড়েই যত ভুল বোঝাবুঝি।

এ কথা শুনে বিরাট এক স্বস্তি অনুভব করল পশুরা। স্কুইলার আবার বক্সারের মৃত্যুশয্যার শেষমুহূর্তগুলোর বর্ণনা দিল চিত্রানুগভাবে। বলল, কী প্রশংসনীয় সেবাযত্ন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছে বক্সার। নেপোলিয়ন যে টাকাপয়সার মায়া না করে দামি দামি ওষুধ কিনে দিয়েছে তাকে, এ কথাও বলল বিশদভাবে। বক্সারের মৃত্যু নিয়ে পশুদের মনে ছিটেফোঁটা সন্দেহ যাও বা ছিল, সব চলে গেল এবার। শেষে তারা এই ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা পেল—যাক, অন্তত শান্তিতেই মরেছে বক্সার।

পরের রোববারে, সকালের সভায় বক্সারের সম্মানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিল নেপোলিয়ন। সে বলল, বক্সারের মৃতদেহ খামারে এনে কবর দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে বক্সারকে সম্মান জানানো হবে অন্যভাবে। ইতোমধ্যে সে বিরাট এক মালা তৈরির আদেশ দিয়েছে। ফার্ম হাউসের বাগানের চিরসবুজ লরেল পাতা দিয়ে তৈরি করা হবে এই মালা। তারপর মালাটি রেখে আসা হবে বক্সারের কবরের ওপর। এদিকে খামারের শূকরেরা চাইছে বক্সারের সম্মানে কিছু দিনের মধ্যে একটা ভোজের আয়োজন করতে। বক্সারের প্রিয় দুটি নীতিবাক্য আউড়ে বক্তব্য শেষ করল নেপোলিয়ন। সে বলল, "আমি আরো বেশি কাজ করব" এবং "কমরেড নেপোলিয়ন সবসময়ই ঠিক"—এই নীতিগুলো খামারের প্রতিটা পশুর বুকে ধারণ করা উচিত।'

যেদিন ভোজ হবে, উইলিংডন থেকে এক মুদির গাড়ি এসে বড়সড় একটা কাঠের বাক্স নামিয়ে দিয়ে গেল ফার্ম হাউসে। সেরাতে ফার্ম হাউস থেকে ভেসে আসতে লাগল শূকরদের চড়া গলার সুর। গান তো নয়, যেন ঝগড়ায় মেতেছে তারা। একটানা রাত এগারোটা পর্যন্ত চলল শূকরদের এই বেসুরো গান, তারপর একগাদা কাচ ভাঙার ভয়াবহ শব্দের মধ্য দিয়ে শান্ত হয়ে গেল ফার্ম হাউস। পরদিন দুপুরের আগে কেউ নড়ল না ফার্ম হাউস থেকে। এবং খামার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, শূকরেরা কোনোভাবে জুটিয়ে ফেলেছে আরেক বাক্স হুইস্কি কেনার টাকা।

AMARBOI.COM

## দশ

বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। একের পর এক ঋতু বদল হয়, স্বল্পায়ু পশুরাও বিদেয় নেয় একে একে। একটা সময় এসে গেল, যখন বিদ্রোহের আগে পুরোনো সেই দিনগুলোর কথা মনে রাখার মতো তেমন কেউ রইল না খামারে। রইল শুধু ক্লোভার, বেঞ্জামিন, দাঁড়কাক মোজেস এবং কিছু শূকর।

মুরিয়েল মারা গেছে, ব্লুবেল, জেসি এবং পিনশারও নেই। মি. জোন্‌সও বেঁচে নেই। তিনি মারা গেছেন মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে, মাতাল অবস্থায়। শহরের আরেক প্রান্তে থাকতেন তিনি। স্নোবলের কথা ভুলে গেছে সবাই। বক্সারের কথাও চেনাজানা কয়েকটি পশু ছাড়া আর কারো মনে নেই। ক্লোভার এখন বুড়ি। বেশ মুটিয়ে গেছে সে, শরীরের গাঁটে গাঁটে বাত জমেছে, যন্ত্রণায় প্রায়ই পানি গড়ায় চোখ থেকে। দু বছর আগেই অবসর নেওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু বাস্তবে খামারের কোনো পশুই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো অবসর নেয় নি। চারণভূমির এককোণে বুড়ো পশুদের থাকতে দেওয়ার যে কথাটি বলা হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরেই প্রসঙ্গটা আড়ালে পড়ে আছে। নেপোলিয়ন এখন একুশ স্টোন ওজনের এক পরিণত শূকর। স্কুইলার এত মোটা হয়েছে যে, চর্বির চাপে তাকাতে কষ্ট হয় তার। বুড়ো বেঞ্জামিন কিন্তু সেই আগের মতোই আছে, শুধু তার নাকের ডগা খানিকটা ধূসর হয়ে গেছে। বক্সারের মৃত্যুর পর থেকে আরো বিষণ্ন দেখায় তাকে এবং কথাও কমিয়ে দিয়েছে আরো।

খামারে পশুর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, যদিও গোড়ার দিকে যেভাবে ধরা হয়েছিল—সেভাবে বাড়ে নি। খামারে জন্ম নেওয়া অনেক পশুর কাছেই বিদ্রোহ এখন ম্লান হয়ে যাওয়া একটা ঐতিহ্য, আর যাদেরকে কিনে আনা হয়েছে, এই খামারে আসার আগে বিদ্রোহের নামও শোনে নি তারা। ক্লোভার ছাড়া এখন আরো তিনটে ঘোড়া রয়েছে খামারে। ওরা দেখতে সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিশালী। তিনটে ঘোড়াই ভালো কমরেড এবং কাজের প্রতি আত্মনিবেদিত, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই নেই। বর্ণমালা শিখতে গিয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ওরা। একটাও 'বি' অক্ষর পেরিয়ে যেতে পারে নি। বিদ্রোহ এবং পশুত্ববাদের নীতিগুলো সম্পর্কে ওদেরকে কিছু বলা হলে, মন দিয়ে শোনে ওরা। বিশেষ করে ক্লোভারের প্রতি ওদের আচরণ সন্তানের মতো। কিছু ওদেরকে যা বলা হয়, খুব বেশি বুঝতে পারে কি না সন্দেহ।

খামারে আগের চেয়ে উন্নতি হচ্ছে এখন, এবং কর্মকাণ্ড আরো বেশি সংগঠিত। মি. পিলকিংটনের কাছ থেকে দুটো মাঠ কিনে বাড়ানো হয়েছে খামারের জমি। অবশেষে সাফল্যের সাথে সারা হয়েছে উইন্ডমিলের কাজ। একটা মাড়াইকল এবং একটা খড় তোলার কপিকল হয়েছে খামারের। এ ছাড়া গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নতুন বিল্ডিং। মি. হুইম্পার নিজের জন্য একটা ছোটখাটো ঘোড়াগাড়ি কিনেছেন। অবিশ্যি উইন্ডমিলের শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না। শস্য মাড়াইয়ের কাজে লাগানো হয় এবং প্রচুর টাকা আসে এ থেকে। আরেকটা উইন্ডমিল তৈরির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে পশুরা। এই উইন্ডমিল দিয়ে ডায়নামো চালানো হবে। কিন্তু স্নোবল যে একসময় পশুদের আয়েশী জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল—পশুদের থাকার ঘরে বিজলিবাতি জ্বলবে, গরম এবং ঠাণ্ডা পানির সুবিধে থাকবে, সপ্তায় কাজ হবে মাত্র তিনদিন, সেসব কথা এখন আর শোনা যায় না। নেপোলিয়ন এই আরাম-আয়েশের বিরোধিতা করে বলেছে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পশুত্ববাদের নীতি-বিরুদ্ধ। নেপোলিয়নের কথা, কঠোর পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ।

খামারের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এমন—দিন দিন এর উন্নতি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পশুরা আগের মতোই দীনহীন রয়ে গেছে—শুধু শূকর এবং কুকুরেরা ছাড়া। শূকর এবং কুকুরেরা সংখ্যায় বেশি বলেই হয়তো বা এই বৈষম্যটা ধরা পড়ে। এমন নয় যে, শূকর এবং কুকুরেরা কোনো কাজ করে না, কিন্তু তারা সারাক্ষণই মেতে থাকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের ফ্যাশন নিয়ে। এদিকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো ক্লান্তি নেই স্কুইলারের। খামারের বিভিন্ন কাজের তদারকি এবং সাংগঠনিক কাজে হরদম খেটে যাচ্ছে সে। তার বেশিরভাগ কাজ অন্যান্য পশুদের কাছে বড়ই দুর্বোধ্য। যেমন—সে সবাইকে বলে বেড়ায়, খামারের উন্নতির জন্য শূকরেরা প্রতিদিন প্রচুর খাটাখাটনি করছে। এই খাটাখাটনির বর্ণনা দিতে গিয়ে স্কুইলার যখন 'ফাইলপত্র', 'রিপোর্টস', 'কার্যবিবরণী' এবং 'স্মারকলিপি'—এই রহস্যময় শব্দগুলো উচ্চারণ করে, বোকা বনে যায় বাকি পশুরা।

স্কুইলার আরো বলে, শূকরেরা রাতদিন বড় বড় কাগজে লেখালেখির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই কাগজগুলো যখন অক্ষরে অক্ষরে ভরে যায়, তখন সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয় আগুনে। খামারের কল্যাণের জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু আজো শূকর কিংবা কুকুরেরা খাদ্য উৎপাদনে নিজেদের শ্রম দেয় না, অথচ তারা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের খাওয়াদাওয়াও সবসময় ভালো।

এদিকে খামারের বাকি পশুদের জীবন আগেও যা ছিল, এখনো তাই। তারা জানে, এরকমই থাকবে তাদের জীবন। তারা সবাই খিদের কষ্টে ভোগে, খড়ের ওপর ঘুমোয়, পুকুর থেকে পানি পান করে এবং খেটে মরে মাঠে। শীতকালে প্রচণ্ড হিমে কাঁপে, এবং গরমে অতিষ্ঠ হয় মাছির উৎপাতে। বুড়োরা মাঝে মধ্যে তাদের ঝাপসা স্মৃতি ঘেঁটে দেখার চেষ্টা করে, মি. জোন্‌সকে বিতাড়নের পর, বিদ্রোহের সেই নতুন দিনগুলো ভালো ছিল, না বর্তমান সময়টা ভালো। কিন্তু মনে পড়ে না কিছু। এখনকার জীবনযাপনের সাথে তুলনা করার মতো কোনো কিছুই নেই তাদের সামনে। স্কুইলারের তালিকা ছাড়িয়ে যেতেই পারে না কেউ। স্কুইলার তাদেরকে বর্তমান অবস্থার যে ফিরিস্তি দেয়, তাতে দিনকে দিন উন্নতি হচ্ছে খামারের। পশুরা তাদের শত ব্যস্ততার মাঝে যদিওবা একটুখানি ফুরসত পায় এসব সমস্যা নিয়ে ভেবে দেখার, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। শুধু বুড়ো বেঞ্জামিনের মনে আছে তার দীর্ঘ জীবনের সমস্ত ঘটনা। সে জানে, যে জিনিস তাদের জীবনে ছিল না, সে জিনিস কখনো আসবে না বাকি সময়ে—খামারের অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ হোক—ক্ষুধা, কষ্ট এবং হতাশা থাকবেই তাদের জীবনে। এটাই হচ্ছে তাদের জীবনের অপরিবর্তনীয় সূত্র।

এত কষ্টের পরেও আশা ছাড়ে নি পশুরা। পশু-খামারের সদস্য হিসেবে গভীর সম্মানবোধ নাড়া দিয়ে যায় তাদের। সারা দেশের ভেতর—এই গোটা ইংল্যান্ডে—এটাই এখনো একমাত্র পশু-খামার—যে খামারটির মালিক এবং পরিচালক পশুরা নিজে। শুধু খামারের বড় পশুরাই নয়, সবচেয়ে ছোট পশুটি, এমনকি দশ-বারো মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা নবাগতরাও অভিভূত হয় খামারটির দিকে তাকিয়ে। যখন তারা তোপধ্বনি শোনে এবং লম্বা পতাকাদণ্ডের মাথায় পতপত করে উড়তে দেখে সবুজ পতাকা, তখন উছলে ওঠা গর্বে ভরে যায় তাদের বুক। পুরোনো সেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরোচিত দিনগুলোতে ফিরে যায় সবাই। মি. জোন্‌সকে খামার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, পশুত্ববাদের সাতটি নীতি লেখা, অনুপ্রবেশকারী মানুষদের পরাজিত করার সেই মহাযুদ্ধ—এসব কথাই ঘুরেফিরে আসে। পুরোনো দিনের সেই স্বপ্নগুলোর কোনোটাই আজ অপূরণীয় নেই। একদিন ইংল্যান্ডের সবুজ মাঠগুলোর কোথাও আর মানুষের পা পড়বে না, গোটা ইংল্যান্ড হয়ে যাবে পশুদের—মেজরের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এখনো আস্থা আছে পশুদের। হ্যাঁ, একদিন এই স্বপ্নটাও বাস্তবে পরিণত হবে : হয়তোবা শিগগির আসবে না এই বিজয়, এখন যে পশুরা বেঁচে আছে, তাদেরও সৌভাগ্য নাও হতে পারে এই বিজয় দেখে যাওয়ার, তবে সে সময়টা একদিন আসবেই।

'ইংল্যান্ডের পশুরা'—এই পশু-সঙ্গীত এখনো শোনা যায় এখানে-সেখানে। গোপনে গুনগুনিয়ে গাওয়া হয় এই গান। খামারের প্রতিটা পশু জানে এই গান, কিন্তু কেউ গলা ছেড়ে গাইতে সাহস পায় না। এটা ঠিক যে, তাদের জীবনটা খুব কষ্টের এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাও সেভাবে পূরণ হয় নি, এরপরেও এখানকার জীবন অন্যান্য পশুদের চেয়ে আলাদা। যদি তারা ক্ষুধার্থ থাকে, তা হলে সেটা স্বেচ্ছাচারী মানুষের কারণে নয়; যদি তারা কঠোর পরিশ্রম করে, সেটাও অন্তত নিজেদের জন্যই। তাদের ভেতর দু পেয়ে কোনো প্রাণী নেই। কোনো মানুষকে তারা 'মনিব' বলে সম্বোধন করে না। এখানকার সব পশু সমান।

গ্রীষ্মের শুরুতে একদিন স্কুইলার ভেড়ার পালকে আদেশ করল তাকে অনুসরণ করতে। খামারের অপর প্রান্তে এক টুকরো পতিত জমিতে নিয়ে গেল ভেড়াদের। চা গাছের কচি চারায় ভরে আছে জমিটা। স্কুইলারের তত্ত্বাবধানে সেখানে সারা দিন আগাছা উপড়ানোর কাজে কাটিয়ে দিল ভেড়ার পাল। সন্ধেবেলায় একাকী ফার্ম হাউসে ফিরে এল স্কুইলার। ফেরার আগে ভেড়াদের বলল, যেহেতু খুব গরম পড়েছে, কাজেই খোলা মাঠেই থেকে যাও তোমরা।

মাঠটাতে পুরো একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দিল ভেড়ারা। এ সময় ওদের ছায়াও দেখতে পেল না খামারের অন্যান্য পশুরা। স্কুইলার তাদেরকে জানাল, নতুন একটা গান শেখানো হচ্ছে ভেড়াদের, যে গানটির জন্য বিশেষ গোপনীয়তা দরকার।

ভেড়ার পাল ফিরে আসার পরপর, এক মনোরম সন্ধ্যায় কাজ শেষে খামারে ফিরে আসছে পশুরা, সহসা একটি হ্রেষা ধ্বনি চমকে দিল ওদের। উঠোনে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছে কোনো ঘোড়া। পশুরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পথের ওপর। ক্লোভারের কণ্ঠ এটা। আবার চি-হিঁ-হিঁ করে উঠল সে, অমনি সব পশু বড় বড় পা ফেলে ছুটল উঠোনের দিকে। তারপর তারা দেখতে পেল—ক্লোভার যা দেখেছে।

পেছনের দু পায়ে ভর করে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে এক শূকর।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, স্কুইলার হাঁটছে। হোঁতকা বপুটাকে ঠিক রাখতে গিয়ে একটু হিমশিম খেয়ে গেলেও ভারসাম্যটাকে নিখুঁতভাবেই ধরে রেখে উঠোন জুড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। মুহূর্তেক পর ফার্ম হাউসের দরজা দিয়ে লম্বা এক লাইন ধরে বেরিয়ে এল শূকরেরা, সবাই হাঁটছে পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে। কিছু শূকর অন্যদের চেয়ে ভালো রপ্ত করেছে দু পায়ে হাঁটার কৌশল, দু একটাকে আবার দেখা গেল টলতে, যেন একটা লাঠি পেলে সুবিধে হত হাঁটতে। তবে প্রতিটা শূকরই সাফল্যের সাথে উঠোন জুড়ে চক্কর মারল দু পায়ে হেঁটে। একদম শেষে কুকুরদের পিলে চমকানো ঘেউঘেউ শুনে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। কালো মোরগ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে আগমনবার্তা ঘোষণা করল, এবং এরপরই বেরিয়ে এল নেপোলিয়ন। রাজকীয় ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে এল সে। উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক। কুকুরেরা চারদিকে ঘিরে আছে তাকে। খুরের ফাঁকে একটা চাবুক ধরে আছে নেপোলিয়ন।

মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে এল। বিস্মিত, আতঙ্কিত পশুরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো হল এক জায়গায়। সবাই একযোগে তাকিয়ে আছে শূকরদের দিকে। শূকরেরা লম্বা এক সারিতে দলবেঁধে ধীরে ধীরে দু পায়ে হাঁটছে উঠোনে। পুরো জগৎটাই যেন হঠাৎ উল্টে গেছে পশুদের চোখের সামনে।

এক সময় আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠল পশুরা। এবং সব বাধা তুচ্ছজ্ঞান করে সোচ্চার হল প্রতিবাদে। অথচ কুকুরের ভয়ে টুঁ শব্দটি করতে ভয় পায় পায় পশুরা, তা ছাড়া অভিযোগ-সমালোচনা না করে করে প্রতিবাদের ভাষাটাও ভুলে গিয়েছিল তারা। কিন্তু প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হল না, পশুদের ঝাঁজাল কণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেল ভেড়াদের সমবেত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ধ্বনিতে। তারা প্রচণ্ড শোর তুলে বলতে লাগল—

'চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা আরো ভালো! চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা আরো ভালো! চারপেয়েরা ভালো, দুপেয়েরা আরো ভালো!'

পাঁচ মিনিট ধরে অবিরাম চলল ভেড়াদের এই ভ্যাঁ-ভ্যাঁ। যখন ওরা থামল, তখন আর প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ নেই কারো। ততক্ষণে শূকরেরা আবার লাইন ধরে সেঁধিয়ে গেছে ফার্ম হাউসে।

বেঞ্জামিন অনুভব করল, কে যেন নাক ঘষছে তার কাঁধে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। ক্লোভার। তার বয়সের ছাপ পড়া চোখ দুটো আর কখনো এত ম্লান দেখায় নি। কোনো কথা না বলে বেঞ্জামিনের কেশরে আলতো করে টান দিল ক্লোভার। নিয়ে গেল বড় গোলাঘরটার পেছনে, যেখানে লেখা রয়েছে সেই সাত নীতি। দু এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তারা তাকিয়ে রইল আলকাতরা মাখা দেয়ালের সাদা সাদা অক্ষরগুলোর দিকে।

'আমি পড়তে পারছি না', বলল ক্লোভার। 'যখন বয়স ছিল, তখনই পড়তে পারি নি লেখাগুলো, আর এখন তো রীতিমতো বুড়ি! কিন্তু এরপরেও দেয়ালের লেখাগুলো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের চেয়ে অন্যরকম মনে হচ্ছে। তুমিই বল বেঞ্জামিন, সাতটি নীতি আগে যেভাবে লেখা ছিল, এখন ঠিক সেরকম আছে?'

এই একটিবার নিজের নিয়ম ভাঙল বেঞ্জামিন। ছলছুতো না করে পড়ল দেয়ালের লেখা। একটি নীতি ছাড়া আর কিছু লেখা নেই দেয়ালে। লেখাটি হচ্ছে :

সব পশুই সমান
তবে কিছু পশুর মধ্যে সাম্য
অন্যান্য পশুদের চেয়ে বেশি।

এই ঘটনার পর শূকরেরা যখন পরদিন চাবুক নিয়ে খামারের কাজ দেখতে বেরোল, ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হল না কারো কাছে। পশুরা কেউ অবাক হল না—যখন শুনল, শূকরেরা নিজেদের জন্য একটা ওয়ারলেস সেট কিনেছে, টেলিফোন লাগানোর আয়োজন করছে, এবং গ্রাহক হয়েছে জন বুল, টিট্-বিট্স এবং ডেইলি মিরর পত্রিকার। নেপোলিয়নকে পাইপ মুখে ফার্ম হাউসের বাগানে ঘুরতে দেখেও অবাক হল না কেউ। এমনকি মি. জোন্সের ওয়ার্ডরোব থেকে কাপড় বের করে শূকরেরা যখন পরতে শুরু করল, সে দৃশ্যটাও খাপছাড়া মনে হল না কারো কাছে। নেপোলিয়নকে দেখা গেল একটা কালো কোট পরা অবস্থায়। সেই সঙ্গে পরেছে একটা চোগা এবং চামড়ার লেগিংস। এদিকে তাঁর প্রিয় শূকরীটি পরেছে মিসেস জোন্সের জলস্বচ্ছ রেশমি পোশাক, যা তিনি সাধারণত রোববারে পরতেন।

এক সপ্তাহ পর, এক বিকেলে, বেশ কিছু ঘোড়াগাড়ি এসে থামল খামারে। আশপাশের খামার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন পশু-খামার পরিদর্শনে। সবাই আমন্ত্রিত অতিথি। খামারের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখানো হল তাঁদের। অতিথিরা যা দেখেন, তাতেই মুগ্ধ। বিশেষ করে উইন্ডমিলটার প্রশংসা করলেন খুব। পশুরা তখন শালগম ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করছে, নিবিষ্ট মনে পরিশ্রম করে যাচ্ছে সবাই, মাটি থেকে মুখ তুলছে না বললেই চলে। একটা ভয় তাড়া করে ফিরছে ওদের। এই ভয়ের কারণ শূকর না মানুষ, বোঝা গেল না।

সন্ধেবেলা অট্টহাসি এবং গানের চড়া সুর ভেসে আসতে লাগল ফার্ম হাউস থেকে। সহসা শূকর-মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল পশুরা। হচ্ছেটা কী ওখানে? মানুষ আর পশুর মধ্যে সমতা নিয়ে কি এই প্রথম সভা বসেছে? সবাই পা টিপে টিপে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে এগোল ফার্ম হাউসের বাগানের দিকে।

গেটের কাছে গিয়ে থামল তারা, ভয় হল—এগোবে কি না, কিন্তু ক্লোভার সাহস যোগাল তাদের। লম্বা পশুরা পায়ের ডগায় ভর দিয়ে উঁকি দিল ডাইনিংরুমের ভেতরে। মানুষ আর শূকরেরা মিলে বসেছে লম্বা টেবিলটা ঘিরে। একপাশে বসেছে দুজন খামার মালিক, আরেক পাশে দাপুটে ছ'টা শূকর। নেপোলিয়ন বসেছে একদম টেবিলের মাথায়। শূকরদের দেখে মনে হচ্ছে, বেশ আরামেই চেয়ারে বসেছে তারা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলে চুটিয়ে তাস খেলা হচ্ছে। মাঝখানে একবার বিরতি দেওয়া হলো মদপানের জন্য। বিশাল এক জগ ঘুরছে টেবিল জুড়ে, মগগুলো ভরে উঠছে বিয়ারে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা পশুদের বিস্ময়াবিষ্ট মুখগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে না কেউ।

মগ হাতে উঠে দাঁড়ালেন ফক্সউডের মি. পিলকিংটন। আজ, এই যে শূকর-মানুষের মিলন ঘটে গেল, এই মৈত্রীবন্ধনের উদ্দেশে মদ্যপান উৎসর্গ করার প্রস্তাব রাখলেন তিনি। এবং এই টোস্টের আগে অল্প কথায় কিছু বক্তব্য রাখলেন ভেতরের তাগিদে।

তিনি বললেন, আজকের এই মিলনমেলা বিরাট এক আনন্দ বয়ে এনেছে তাঁর জন্য। এতদিনের যে অবিশ্বাস এবং ভুল বোঝাবুঝি ছিল, সব শেষ হয়ে গেল সবার উপস্থিতিতে। এমন একটা সময় ছিল, যখন পশু-খামারের প্রতি কোনো মানুষের সহানুভূতি ছিল না। এর মধ্যে মি. পিলকিংটনও ছিলেন। তবে তিনি বলছেন না যে, শত্রুতার কারণে এমনটি হয়েছে। পড়শীদের নানারকম সন্দেহ থেকেই পশু-খামারের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মেছিল মানুষের। এখন সময় বদলেছে। পশু-খামারের সম্মানিত মালিকরা এখন মর্যাদার আসনে ভূষিত। আর যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলো ঘটেছে, সবই ছিল ভুল বোঝাবুঝির ফল। আগে ভাবা হত, শূকরদের মালিকানায় পরিচালিত একটি খামার কখনোই স্বাভাবিক কিছু হতে পারে না এবং এর ফলে একটা অস্থিরতা নেমে আসবে আশপাশের খামারে। অনেক খামার মালিকই কোনো খোঁজখবর না নিয়ে ধারণা করেছিলেন, এরকম একটি খামারে স্বেচ্ছাচারিতা এবং অরাজকতার জয় অবধারিত। তা ছাড়া নিজেদের পশু এবং কর্মীদের ওপর পশু-খামারের মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করেন তারা। তাদের সেই সন্দেহ এখন দূর হয়েছে। আজ মি. পিলকিংটন তার বন্ধুদের নিয়ে পশু-খামার পরিদর্শন করেছেন এবং খামারের প্রতিটা ইঞ্চি তন্নতন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু কী পেলেন তারা? এখানে শুধু খামার চালানোর অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলোই চালু নেই, রয়েছে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো একটা সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা, যে কোনো খামার মালিকের জন্য যা হতে পারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মি. পিলকিংটন নিজের বক্তব্যের প্রতি আস্থা রেখে বললেন, পশু-খামারের পশুরা কম খাবার খেয়ে কাউন্টির অন্য যে কোনো খামারের পশুর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। তিনি এবং তার বন্ধুরা এমনি আরো অনেক কিছুই দেখেছেন এখানে, যে উন্নত কৌশলগুলো তারা শিগগিরই যার যার খামারে প্রয়োগের উদ্যোগ নেবেন।

পশু-খামারের সাথে পড়শী খামারগুলোর যে বন্ধুত্ব আজ গড়ে উঠল, এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব কামনা করে বক্তব্যে ইতি টানলেন মি. পিলকিংটন। এখন থেকে শূকর আর মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না। তাদের সব সংগ্রাম এবং সমস্যা এখন থেকে এক। যেমন—শ্রম-সমস্যা। পশু আর মানুষের খামারে কি এক নয় এটা?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. পিলকিংটনের হাবভাব দেখে মনে হল, সবার সামনে বোম ফাটানোর মতো মজার কিছু একটা বলার জন্য গুছিয়ে রেখেছেন, কিন্তু বলতে গিয়ে নিজেই খুশিতে ডগমগ। এক পর্যায়ে বিষম খেতে শুরু করলেন তিনি। তার ভাঁজ খাওয়া থুতনি লাল হয়ে গেল। শেষে কোনোরকমে বলতে পারলেন, 'আপনাদের যেখানে নিচু জাতের পশুদের নিয়ে ঝক্কি পোহাতে হয়, সেখানে আমরা সামলাচ্ছি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ঝামেলা।'

মি. পিলকিংটনের এই সরস কথায় হাসি হুল্লোড় পড়ে গেল টেবিলে। অল্প খাবারের বিনিময়ে পশুদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য শূকরদের আবারো অভিনন্দন জানালেন মি. পিলকিংটন। পশু-খামারে আরেকটা জিনিস দেখে খুশি হয়েছেন তিনি। সেটা হচ্ছে পশু-শ্রমিকদের সেরকম প্রশ্রয় না দেওয়া।

মি. পিলকিংটন এবার সমবেত সবাইকে ভরা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। শেষে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়রা, এই পশু-খামারের উন্নতি কামনায় এখন টোস্ট করছি আমি!'

সোৎসাহে আনন্দধ্বনি করল সবাই। সশব্দে দাঁড়িয়ে গেল তারা। নেপোলিয়ন এতই অভিভূত হল, নিজের জায়গা ছেড়ে এসে মি. পিলকিংটনের মগের সাথে নিজের মগটা ঠুকে উষ্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল।

হর্ষধ্বনি থেমে গেলেও নেপোলিয়ন দাঁড়িয়ে রইল পেছনের দু পায়ে। হাবভাবে মনে হল, তারও কিছু বলার রয়েছে।

বরাবরের মতো এবারও নেপোলিয়ন সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখল। এতদিনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে বলে সেও নিজেকে এ মুহূর্তে সুখী বলে মনে করছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পশু-খামারের নামে নানা গুজব ছড়িয়েছে চারদিকে। নেপোলিয়নের দৃষ্টিতে কিছু কুটিল শত্রু বিপ্লব ঘটনার হীন উদ্দেশ্যে এই সর্বনেশে গুজব রটিয়েছে। প্রচার করা হয়েছে, আশপাশের খামারের পশুদের মাঝে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কানি দিচ্ছে পশু-খামার। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না! অতীত বর্তমান মিলিয়ে বরাবর শুধু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই থেকেছে পশু-খামার। তা হচ্ছে—শান্তিতে বসবাস এবং পড়শীদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা। নেপোলিয়ন বিনয় দেখিয়ে আরো বলল, যে খামারটি দেখাশোনার সম্মানজনক দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে, এটি আসলে একটি সমবায় সমিতি। খামারের যে কর্তৃত্ব এখন তার দখলে রয়েছে, অন্যান্য শূকরেরাও যৌথভাবে এই মালিকানার অংশীদার।

নেপোলিয়ন বিশ্বাস করে না, পুরোনো সেই সন্দেহ-সংশয় আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। বরং খামারের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার ফলে পড়শীদের সাথে সম্পর্কটা আরো সুদৃঢ় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। খামারের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুরা বোকার মতো একটা রীতি মেনে আসছে—পরস্পরকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করে তারা। আরেকটা অদ্ভুত প্রথা চালু আছে এখানে, যার উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। প্রতি রোববার সকালে মার্চ করার সময় সম্মান দেখানো হয় একটা শূকরের খুলিকে, যা রাখা আছে বাগানে একটা খুঁটির মাথায়। 'কমরেড' সম্বোধন নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মান প্রদর্শনের প্রথাটিও বাতিল করা হয়েছে। শূকরের এই খুলিটাকে ইতোমধ্যে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

খামার পরিদর্শনে আসা অতিথিদের এবার পতাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল নেপোলিয়ন। তারা ইতোমধ্যে দেখে থাকবেন পতাকাদণ্ডে ওড়ানো সবুজ পতাকাটি। যদি দেখে থাকেন, তা হলে হয়তোবা তারা লক্ষ্য করেছেন, আগে যেমন পতাকায় সাদা রঙের খুর এবং শিঙ ছিল, এখন আর নেই ওসব। এখন থেকে খামারের পতাকা হবে শুধুই সবুজ।

নেপোলিয়ন বলল, মি. পিলকিংটন পড়শীসুলভ যে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন, এর মধ্যে একটা জিনিস ভালো লাগে নি তার। মি. পিলকিংটন প্রতিবারই এ খামারটাকে বলেছেন 'পশু-খামার'। অবিশ্যি এ ব্যাপারে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তিনি তো আর জানেন না নামটা বদলে দেওয়া হয়েছে, আর নেপোলিয়নও এই প্রথমবারের মতো ঘোষণা দিচ্ছে এই নাম বদলের ব্যাপারটা। এখন থেকে এ খামারের নাম হবে 'দ্য ম্যানর ফার্ম'। নেপোলিয়নের মতে এটাই হচ্ছে এ খামারের সঠিক এবং প্রকৃত নাম।

'ভদ্রমহোদয়রা', বক্তব্যের শেষে বলল নেপোলিয়ন। 'খানিক আগে যেমনটি হয়েছে, ঠিক একই রকম টোস্ট করছি আমি। তবে আমার এই শুভ কামনা হবে একটু অন্যরকম। যার যার গ্লাস একদম ভরে নিন আপনারা। হ্যাঁ, এই যে আমার শুভ কামনা : দিনকে দিন উন্নতি হোক এই ম্যানর ফার্মের।'

আগের মতোই আন্তরিক উচ্ছ্বাস দেখা গেল সবার মাঝে, মগগুলো সব খালি হয়ে গেল তলা পর্যন্ত। কিন্তু যে পশুরা বাইরে থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, তাদের কাছে মনে হল যেন অদ্ভুত কিছু ঘটছে ভেতরে। শূকরদের চেহারায় এ কিসের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? ক্লোভারের বয়সের ছাপ পড়া ঝাপসা চোখ একে একে ঘুরে এল প্রতিটা মুখের ওপর। মনে হল, কারো চিবুক যেন পাঁচটি, কারো চারটি কারো বা আবার তিনটি। কিন্তু যে জিনিসটা মিলে যাচ্ছে এবং বদলাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এটা কী?

শূকর এবং মানুষের কলরব থেমে গেল। যেখানে তাস খেলা থেমে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করল তারা। এদিকে বাইরের কৌতূহলী পশুরা যে যার মতো পা টিপে টিপে ফিরে চলল নিঃশব্দে।

কিন্তু বিশ গজের মতো যেতে না যেতে থামতে হল তাদের। ফার্ম হাউস থেকে গলা-ফাটানো চিৎকার ভেসে আসছে। ছুটে গিয়ে আবার জানালা দিয়ে ভেতরে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাল তারা। হ্যাঁ, প্রচণ্ড এক ঝগড়া ক্রমশ উন্মত্ততার দিকে এগোচ্ছে। চিৎকার-চেঁচামেচি, টেবিল চাপড়ানো, সন্দেহপূর্ণ ধারালো চাউনি, তীব্র অস্বীকৃতি—সব মিলিয়ে রীতিমতো একটা কুরুক্ষেত্র। অবস্থাদৃষ্টে পশুদের মনে হল, ঘটনার সূত্রপাত তুরুপের তাস নিয়ে। নেপোলিয়ন এবং মি. পিলকিংটন প্রায় একসঙ্গে রঙের তাস নিয়ে টেক্কাবাজি করতে গিয়ে বাধিয়ে দিয়েছেন ভজঘট।

ঘরের ভেতর বারটি কণ্ঠ একসঙ্গে চিৎকার করছে রাগে, এবং সবার চিৎকার একই মনে হচ্ছে। শূকরদের চেহারায় কিসের পরিবর্তন এসেছে, এ নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন নেই। বাইরে দাঁড়ানো পশুরা শূকর থেকে মানুষ, মানুষ থেকে শূকর এবং শূকর থেকে মানুষের দিকে ঘুরেফিরে তাকাল। কিন্তু কোনটি শূকর আর কোনটি মানুষ—আলাদা করে চিনে নেওয়াটা ইতোমধ্যে মুশকিল হয়ে গেছে। ❑

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~